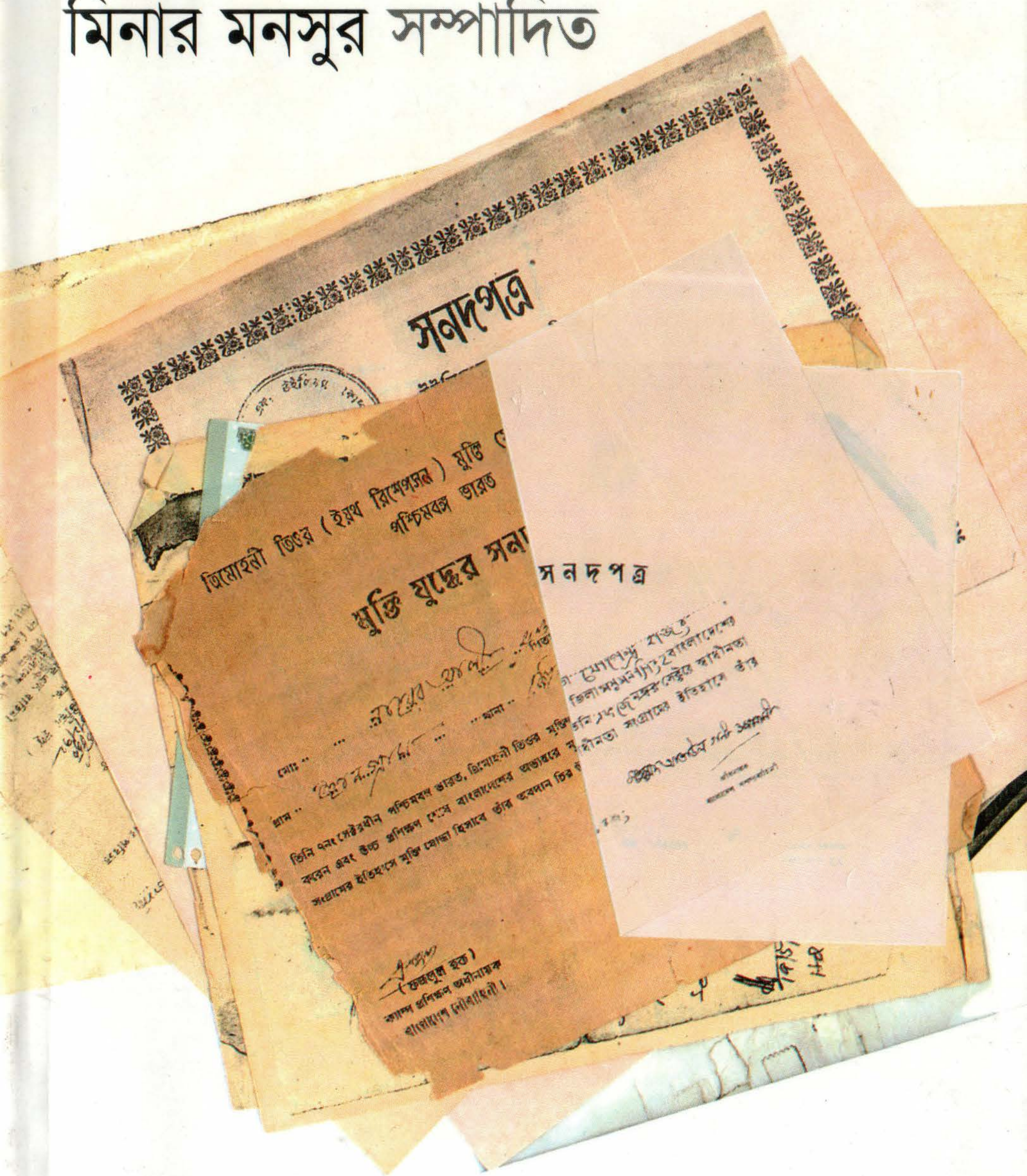
মুক্তিযুদ্ধের উপেক্ষিত বীর যোদ্ধারা

মিনার মনসুর সম্পাদিত



মুক্তিযুদ্ধের উপেক্ষিত বীর যোদ্ধারা

সম্পাদক

মিনার মনসুর

সহযোগী সম্পাদক

কুমার প্রীতীশ বল

মামুন সিদ্দিকী

অনুপম প্রকাশনী

প্রকাশনার তিন দশক





প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৮

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বেলাল কম্পিউটার্স
৪৭/১ বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য
২০০.০০ টাকা

ISBN 984-70152-0018-3

MUKTIJUDDER UPEKSHITO BIR JODDARA by Minar Monsur
Published by Milan Nath, Anupam Prakashani
38/4 Banglabazar, Dhaka 1100
Price : Tk. 200.00 U.S.$ 10.00

উৎসর্গ

একাত্তরের রণাঙ্গনের অজ্ঞাত অখ্যাত এবং
অপরাজেয় সেইসব মুক্তিযোদ্ধাকে—
আমাদের চরম উপেক্ষা
ও বঞ্চনা ছাড়া যারা আর কিছুই পান নি

সম্পাদকের নিবেদন

কয়েক বছর আগেই তৃণমূল মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার-সংবলিত এ-গ্রন্থটি প্রকাশের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছিল। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা প্রায় নিঃস্ব এই মুক্তিযোদ্ধাদের লিখিত সাক্ষাৎকার গ্রহণের পাশাপাশি তাদের ছবিও তুলে রাখা হয়েছিল যত্নের সঙ্গে। তোলা হয়েছিল নারী ও আদিবাসী মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু দলবদ্ধ ছবিও। মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) এ কে খন্দকার বীরউত্তমের হাত থেকে মেডেল বা পদক নেয়ার মুহূর্তে রণাঙ্গনের অকুতোভয় এই যোদ্ধাদের অভূতপূর্ব আবেগঘন কিছু মুহূর্তও ধরে রাখা হয়েছিল ক্যামেরার ফ্রেমে। উদ্দেশ্য ছিল, সব একসঙ্গে গ্রন্থভুক্ত করে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা।

কিন্তু দুর্ভাগ্য এমনভাবে পিছু ধাওয়া করেছিল যে শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি আলোর মুখ দেখবে কিনা তা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছিল। কম্পিউটারে কম্পোজের কাজ চলাকালে অকস্মাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিল গৃহীত সাক্ষাৎকারের কয়েকটি ফাইল। পরে সেগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হলেও কাজের চূড়ান্ত পর্যায়ে তা আবারও দুর্ভাগ্যকবলিত হয়। ঘরে-বাইরে জামায়াত সমর্থিত ক্ষমতা-মদমত্ত সরকারের নজিরবিহীন তাণ্ডবের মুখে চূড়ান্তকৃত সেই পাণ্ডুলিপিসহ বেহাত হয়ে যায় সযত্নে সংরক্ষিত অতি মূল্যবান ছবিগুলিও।

তারপরও বিস্তর বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। অতৃপ্তি তো আছেই। প্রতিটি সাক্ষাৎকারের সঙ্গে ছবি যুক্ত করা গেলে খুবই ভালো হতো। সাক্ষাৎকারদাতা মুক্তিযোদ্ধারাও খুশি হতেন। প্রতিকারহীন বঞ্চনার বিপরীতে কিছুটা সান্ত্বনাও হয়তো পেতেন। কিন্তু দিনের পর দিন বহু চেষ্টা করেও ছবিগুলি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। একাধিকবার পাণ্ডুলিপি তৈরি ও সম্পাদনা করতে গিয়ে ধৈর্যের ওপর কিছুটা চাপও হয়তো পড়ে থাকতে পারে। তাতে গ্রন্থটির কিছু মানহানি ঘটাও অস্বাভাবিক নয়। এ ধরনের সীমাবদ্ধতা নিশ্চয় আরও খুঁজে পাওয়া যাবে। আশা করি, সবাই সেগুলোকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন।

বইটি যে শেষপর্যন্ত প্রকাশিত হতে পারলো তার পেছনে অনেকের অবদান আছে। অনুজপ্রতিম কুমার প্রীতীশ বল ও মামুন সিদ্দিকীর ভূমিকা তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও

প্রীতীশ সাক্ষাৎকারগুলো সযত্নে রক্ষা করেছেন এবং নতুন করে তা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর মামুন সিদ্দিকী সার্বক্ষণিকভাবে সহায়ক হয়েছেন সম্পাদনার কাজে। উভয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন যে কোনপ্রকার সৌজন্য প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তৃণমূলের সেইসব মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে কিনা জানি না, কিন্তু তাদের কথা আমার আমৃত্যু মনে থাকবে। সীমাহীন উপেক্ষা ও বঞ্চনার চাবুকে ক্ষতবিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যে দেশাত্মবোধ ও আশাবাদ দেখেছি তা বিস্মৃত হওয়া মোটেও সহজ নয়।

আমার শিক্ষক অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের লেখা 'মুখবন্ধ' এ-গ্রন্থের মর্যাদা অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে বললে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না। বিপুল ব্যস্ততার ভেতরেও তিনি পাণ্ডুলিপিটি দেখেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি এমনই। তাঁর ব্যক্তিত্বের বিরল আলোকধারায় আমরা সতত আলোকিত থাকতে চাই।

বলতে দ্বিধা নেই, শেষ পর্যন্ত গ্রন্থটি যে প্রকাশিত হলো তার কৃতিত্ব অনুপম প্রকাশনীর কাণ্ডারি মিলন নাথের। দুঃসময়েও এ ধরনের বই প্রকাশ করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি শীতের পাখি নন। নন চলতি হাওয়ার পন্থী। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে, আছে নাড়ির বন্ধন— যা স্বতন্ত্র। ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাইরে মূলত এ কারণেই তিনি আমাদের অতি নিকটজন। ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে দূরে ঠেলে দিতে চাই না।

ফেব্রুয়ারি ২০০৮ **মিনার মনসুর**

মুখবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিভ্রান্তিও কিছু কম নেই। গত পঁয়ত্রিশ বছরে কতবার যে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা তৈরি হলো, তা গুণে বলা সহজসাধ্য নয়। ১৯৭২ সালেই মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র নিয়ে যথেষ্ট বির্তকের সৃষ্টি হয়েছিল।

তবে আমরা সকলেই মর্মে মর্মে জানি যে, অসংখ্য সাধারণ মানুষের অকৃপণ প্রয়াসে ও অপরিসীম আত্মত্যাগে মুক্তিযুদ্ধে আমরা বিজয়লাভ করেছিলাম। দুঃখের বিষয়, ইতিহাস সাধারণত জনসাধারণের প্রয়াসকে উপেক্ষা করে এসেছে এবং এ-কথা কমবেশি সকল দেশের ইতিহাস সম্পর্কে সত্য। এমন অবজ্ঞার বিরুদ্ধেও অবশ্য গড়ে ওঠেছে কমবেশি সচেতনতা, চেষ্টা হয়েছে ভ্রম-সংশোধনের। আমরাও তার ব্যতিক্রম নই।

ব্যতিক্রম যে নই, তার এক প্রমাণ এই বই– 'মুক্তিযুদ্ধের উপেক্ষিত বীর যোদ্ধারা'। ১৯৯৭ সালে তৃণমূল পর্যায়ের দুই শতাধিক মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধিত করেছিল অ্যাসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ (এডাব) তার সদস্য সংগঠনগুলোর সহায়তায়। তখন তাঁদের অসামান্য অভিজ্ঞতার যে-লিখিত বর্ণনা তাঁরা দিয়েছিলেন, তার থেকে বাছাই করে প্রায় দেড়শ যোদ্ধার কথা এই বইতে ধারণ করা হয়েছে। বক্তারা অবশ্য নির্ধারিত প্রশ্নের জবাবেই এসব কথা এমন করে বলেছিলেন। সাক্ষাৎকার যিনি গ্রহণ করেছিলেন– মিনার মনসুর– তিনিই সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। কুমার প্রীতীশ বল ও মামুন সিদ্দিকী সেসব উত্তর যথাযথভাবে গ্রন্থনা করেছেন। সম্পাদনার ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত দুই সহযোগী মিনার মনসুরের সহায়ক হয়েছেন।

প্রশ্নমালার উত্তরে কথা বলতে গেলে কিছু বাধ্যবাধকতা এসে যায়, বক্তব্যের সাবলীলতা সবসময়ে রক্ষা করা যায় না। আবার সব কথা বলার ভার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর ছেড়ে দিলে তা বিশৃঙ্খল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়ে যায়। সম্পাদনার সময়ে চেষ্টা করা হয়েছে এই দুই অবস্থার মধ্যে ভারসাম্য আনতে।

পরিণামে আমরা যা পেয়েছি, তা মুক্তিযুদ্ধে প্রাকৃতজনের অংশগ্রহণের ইতিহাস। এর মূল্য অপরিসীম।

আনিসুজ্জামান
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১ আগস্ট ২০০৭

ভূমিকা

১.

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসের মহত্তম অধ্যায় হলেও তা যে-ভাবে উপেক্ষিত হয়েছে তার তুলনা বিরল। এই উপেক্ষা এতোটাই উৎকট ও সর্বব্যাপী যে এ নিয়ে বিশদ আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না। তবে এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ হতে পারে স্বাধীনতার দীর্ঘ তিনযুগ পরেও মুক্তিযুদ্ধের মীমাংসিত বিষয় নিয়ে নিত্যনতুন বিতর্কের অবতারণা ও পরিকল্পিত মিথ্যাচার। এই মিথ্যাচার, বিতর্ক বা কুতর্কের কলুষ থেকে মুক্তিযুদ্ধ-সম্পর্কিত কোন কিছুই রক্ষা পায় নি।

মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এ চরম অবজ্ঞা ও অমর্যাদার দায়ভার কেউই এড়াতে পারবেন বলে মনে হয় না। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ও আত্মবিনাশী ভূমিকাটি নিঃসন্দেহে আমাদের রাষ্ট্রের; আরও স্পষ্ট করে বললে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অবৈধ দখলদারদের। বস্তুত ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে অবৈধভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারীরাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ভূমিকা পালন করে আসছে।

ফলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এবং তার মূল নেতৃত্বকে অস্বীকার করার মতো অবিশ্বাস্য ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ ঘটনাও এখানে ঘটে চলেছে অব্যাহতভাবে। একদিকে বাঙালির সুদীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা চালানো হচ্ছে, অন্যদিকে চলছে সেই সময়ের মেজর পদমর্যাদার একজন সেক্টর কমান্ডারকে তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর মহা তোড়জোড়। এমন অদ্ভুত কথাও বলা হচ্ছে যে, সংবিধান যাকে জাতির জনক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যার নামে পরিচালিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ এবং যিনি হয়ে উঠেছিলেন সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের অনন্যসাধারণ এক প্রতীক, সেই বঙ্গবন্ধুই নাকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চান নি!

সব মিলিয়ে, দেশজুড়ে চলছে মুক্তিযুদ্ধবিনাশী সুদূরপ্রসারী এক নীলনকশার বাস্তবায়ন। সেই নীলনকশার অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের খোলনলচে বদলে ফেলার সব রকম আয়োজনই সম্পন্ন করা হয়েছে ইতোমধ্যে। সংবিধান থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চার মূলনীতির অন্যতম দুটি নীতি– ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদকে। তার বদলে সেখানে জুড়ে দেয়া হয়েছে 'রাষ্টধর্ম ইসলাম'এর মতো মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী চরম সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে যথেচ্ছ তথ্যবিকৃতির মাধ্যমে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ভুল ও বিকৃত ইতিহাস শিখতে বাধ্য করা হচ্ছে।

পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করে তারা জনমানুষের স্মৃতি ও চেতনা থেকে মুক্তিযুদ্ধকে স্থায়ীভাবে মুছে ফেলতে চায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এ চক্রান্তের শেকড় অনেক গভীরে। পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তানের মতো বাংলাদেশকেও আরেকটি মৌলবাদী বা তালেবান রাষ্ট্রে পরিণত করাই হয়তো তাদের আসল লক্ষ্য। সেই আলামতও ইতোমধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে জঙ্গি মৌলবাদীদের একের পর এক ভয়াবহ বোমা হামলা ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়।

২.

অনেকে মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা, তথ্য সংরক্ষণ ও মূল্যায়ন হয়নি বলেই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী কুচক্রী মহলের পক্ষে সহজে এ ধরনের অবান্তর বিতর্ক তৈরি কিংবা ইতিহাসবিকৃত করা সম্ভব হচ্ছে। সম্ভব হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মতো এতো বিশাল একটি ঘটনাকে মানুষের চেতনা থেকে মুছে ফেলার দুঃসাহস দেখানো। বিষয়টি একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা যে হয় নি এটা সত্য। তবে প্রকৃত অবস্থা সম্ভবত আরও বেদনাদায়ক। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এমনকী মাঝারি মানের বা মোটামুটি গ্রহণযোগ্য কোন গবেষণাকর্মও সহজলভ্য নয়। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের দলিলপত্র' (১৫ খণ্ড) এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের উপর বৃহৎ কাজ। এটি ইতিহাস নয়, ইতিহাসের আকরগ্রন্থ মাত্র। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধবিনাশী অপশক্তির তাণ্ডব থেকে এই আকরগ্রন্থটিও রক্ষা পায় নি। তথ্যবিকৃতি ঘটানো হয়েছে এখানেও।

স্মৃতিকথা, বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক বা যুদ্ধভিত্তিক ইতিহাস এবং মুক্তিযুদ্ধের কোষগ্রন্থ ইত্যাদি মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একেবারে কমও নয়। কিন্তু সেখানেও মুক্তিযুদ্ধের আসল ছবিটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। মুষ্টিমেয় কুলাঙ্গার ছাড়া দেশের তাবৎ মানুষই কোনো না কোনোভাবে অংশ নিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে। কিন্তু সবার অংশগ্রহণ যে সমান ছিল না সেটা বলাই বাহুল্য। যদি প্রশ্ন করা হয়, সমাজের কোন্ অংশটি সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে মুক্তিযুদ্ধে? কারা দিনের পর দিন খালি গায়ে, খালি পায়ে, শূন্য উদরে গ্রামেগঞ্জে, বনেবাদাড়ে জীবন বাজি রেখে সামনাসামনি যুদ্ধ করেছে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে? বিষয়টি সর্বজনবিদিত হলেও এর নির্ভরযোগ্য কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না আমাদের কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে কিংবা দলিল-দস্তাবেজে। কারণ মুক্তিযুদ্ধে শ্রেণীগতভাবে কার কী ভূমিকা ছিল তার কোনো নির্মোহ মূল্যায়ন হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

আমরা জানি, মুক্তিযুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে সমাজের একেবারে নীচতলার অতি সাধারণ মানুষ– যাদের বড়ো অংশই হলো গ্রামের কৃষক ও ক্ষেতমজুর এবং শহরের খেটে খাওয়া হতদরিদ্র মানুষ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার যথাযোগ্য স্বীকৃতি তারা কখনই পান নি। মুক্তিযুদ্ধের লিখিত-অলিখিত কোন ইতিহাসেই ঠাঁই মেলে নি তাদের। মুক্তিযুদ্ধের সব কৃতিত্ব দখল পাল্টা-দখলের হিংস্র লড়াইয়ের

মাঝখানে পড়ে তাদের অবস্থা হয়েছে অনেকটা উলুখাগড়ার মতো। যাদের উপর ভরসা করে নীচতলার এই মানুষেরা নির্দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমাজের সেই শিক্ষিত ও ক্ষমতাবান মানুষেরাই দখল করে নিয়েছে সবকিছু। উভয়ের মধ্যে যে-নাড়ির বন্ধন একদা স্বাধীনতার মতো প্রায় অসম্ভব এক স্বপ্নকেও সম্ভব করে তুলেছিল, স্বাধীনতার প্রথম প্রহরেই তা ছিন্ন হয়ে যায়। এ সংযোগ ছিন্ন না হলে আজ বাংলাদেশের চেহারা হয়তো অন্যরকম হতে পারতো। সেদিক থেকে এটাকে স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশের 'একিলিস হিল'ও বলা যেতে পারে। কারণ এ দুর্বলতার পথ ধরেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী নানা অপশক্তি। স্বাধীনতার পর রাতারাতি ধনসম্পদ আহরণের যে-উন্মাদনা মুক্তিযুদ্ধে সফল নেতৃত্বদানকারী মধ্যবিত্তকে শেকড়চ্যুত করেছিল, তার রাহুগ্রাস থেকে তারা আর বেরিয়ে আসতে পারে নি। কখনও পারবে বলেও ভরসা হয় না।

৩.

বাস্তবতা হলো, স্বাধীনতার দীর্ঘ তিন যুগ পরেও মুক্তিযুদ্ধে তৃণমূলের অতি সাধারণ মানুষের ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণের সেই ইতিহাস আমাদের অজানাই থেকে গেছে। শুধু নগরকেন্দ্রিক ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে সেটার ব্যাপকতা উপলব্ধি করা সম্ভবও নয়। এর জন্য যেটা করা দরকার তাহলো যতদূর সম্ভব কাদামাটির সোঁদা গন্ধসহ অবিকৃতভাবে সেই ইতিহাস তুলে আনা। নানাভাবে সেটা করা যেতে পারে। তবে তার একটি নির্ভরযোগ্য পন্থা হতে পারে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেই সব মানুষের জবানিতে সেই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ এবং তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা। তাদের কথা তারাই বলুক। আমাদের কাজ হলো, সেটা যথাযথভাবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। বাদবাকি দায়িত্ব ভাবীকালের ইতিহাস নির্মাতাদের উপর ছেড়ে দেয়া। এভাবে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বহু অবাঞ্ছিত বিতর্কের অবসান যেমন সম্ভব, তেমনি সম্ভব মুক্তিযুদ্ধবিনাশী অপশক্তির চক্রান্ত কার্যকরভাবে প্রতিহত করা।

আমাদের সৌভাগ্য যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বময় ভূমিকা পালনকারী সেই মানুষগুলোর অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন। এখনই তো উৎকৃষ্ট সময় তাদের সম্পর্কে জানার। তাদের মুখ থেকে তাদের কথা শোনার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তারা কী স্বপ্ন দেখেছেন কিংবা কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন– আর মাত্র এক বা দু'দশক পর আমাদের ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যগুলো জানার সর্বশেষ সূত্রটিও হারিয়ে যাবে চিরদিনের মতো। তখন সমগ্র জাতি 'কেঁদেও পাবে না তারে অজস্র বর্ষার জলধারে'।

সৌভাগ্যক্রমে তৃণমূল পর্যায়ের দুই শতাধিক বীর মুক্তিযোদ্ধার মুখ থেকে তাদের নিজেদের কথা শোনার বিরল একটি সুযোগ সৃষ্টি হয় ১৯৯৭ সালে। মহান স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে তাদেরকে সংবর্ধিত করার একটি অসামান্য উদ্যোগ নিয়েছিল এনজিওদের শীর্ষ সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান এডাব (এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট

এজেন্সিজ ইন বাংলাদেশ)। সদস্য সংস্থাগুলোর সহায়তায় আয়োজিত এ সংবর্ধনা উপলক্ষে রাজধানীর ধানমণ্ডি মাঠে সমবেত হয়েছিলেন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বাংলার এ বীরসন্তানেরা। মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার বীরউত্তম নিজে উপস্থিত থেকে একটি মেডেল বা পদক পরিয়ে দিয়েছেন তার বীর সৈনিকদের গলায়। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে এ রকম একটি অভাবনীয় ঘটনার মুখোমুখি হয়ে তারা সকলেই আবেগে আপ্লুত ও অশ্রুসিক্ত। কারণ উপেক্ষা ছাড়া আর কিছুই জোটে নি তাদের ভাগ্যে। জোটার সম্ভাবনাও সুদূর-পরাহত। তাই সংবর্ধনা দূরে থাক, অনেকে ভুলেই গিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের কথা। আবার অনেকে সেইসব স্মৃতি ভুলতে পারলেই যেন বেঁচে যান।

সেই দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা হয় সার্থকভাবে। তাৎক্ষণিক উদ্যোগ নেয়া হয় তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের। সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে মোট দশটি প্রশ্নসংবলিত একটি লিখিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রশ্নগুলো হলো:

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আপনি কী ধরনের স্বপ্ন দেখেছিলেন?
- কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন? তখন আপনার বয়স কত ছিল?
- কার ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?
- আপনি মুক্তিযুদ্ধের কোন প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কি? কোথায়, কখন?
- আপনি মুক্তিযুদ্ধে কী ধরনের দায়িত্ব পালন করেছেন?
- কোন্ সেক্টরে, কার অধীনে যুদ্ধ করেছেন?
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার নাম কোথাও তালিকাভুক্ত হয়েছে কি? আপনার এফএফ নম্বর কতো?
- বর্তমানে আপনি কী করেন? আপনার সংসার কিভাবে চলছে?
- যে-স্বপ্ন নিয়ে আপনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে কি?
- বর্তমানে আপনি দেশকে নিয়ে কী ধরনের স্বপ্ন দেখেন?

বস্তুত কিছুটা তড়িঘড়ি করে এই প্রশ্নমালা তৈরি করা হলেও এর মূল লক্ষ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধে তৃণমূলের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থসামাজিক কারণসমূহ উন্মোচন করা। সংবর্ধিত সকল মুক্তিযোদ্ধার হাতে প্রশ্নপত্রটি পৌঁছে দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত উত্তর পাওয়া যায় দুইশতাধিক মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে। তার মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই করে মোট ১৪৩ জনের সাক্ষাৎকার এখানে সংকলিত করা হয়েছে। একাধিক কারণে কিছু সাক্ষাৎকার গ্রন্থভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। তার মধ্যে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সংযুক্ত না করা, উত্তরপত্রে উত্তরদাতার স্বাক্ষর বা টিপসই না থাকা এবং অসম্পূর্ণ বা অসঙ্গতিপূর্ণ উত্তর প্রদান প্রভৃতি অন্যতম। উল্লেখ্য যে, প্রশ্নপত্রে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ সংযুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

সাক্ষাৎকারদাতারা প্রশ্নমালায় রক্ষিত শূন্যস্থানে তাদের উত্তর প্রদান করেছিলেন। তবে

প্রয়োজনে অনেকে পৃথক কাগজও ব্যবহার করেছেন। প্রশ্নপত্রেও সেরকম পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে নিরক্ষর বা শুধু নিজের নাম সই করতে পারেন এমন মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। তারা অন্যের সহায়তায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সহায়তাকারীগণ তা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। উত্তরদাতাগণ সহায়তাকারীর মাধ্যমে তাদের প্রদত্ত উত্তরসমূহ পুনর্বার শুনে স্বাক্ষর বা টিপসইয়ের মাধ্যমে তা সত্যায়িত করেছেন।

৪.

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের কাছ থেকে এই সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে বলে আঞ্চলিকতার ছাপ এখানে নেই। বিশেষ কোন অঞ্চলের বিশেষ কোন মতের প্রাধান্য এখানে প্রভাব ফেলতে পারেনি । বরং সারা দেশের একটি সম্মিলিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারদাতাদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সময়ে ১৫ বছরের কম বয়সী ছিল ৩ জন, ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ছিল ৫৯ জন, ২১ বছর থেকে ২৫ বছরের মধ্যে ছিল ৪৯ জন, ২৬ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ছিল ২০ জন এবং ৩০ বছরের উপরে বয়স ছিল ৯ জনের। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বয়সের এই বৈচিত্র্যও বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। সাক্ষাৎকারদাতা ১৪৩ জনের মধ্যে ১১১ জনই ছিল ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী। এই চিত্র প্রমাণ করে যে– ১৫ থেকে ২৫ বছরের যুবকদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে যাবার তীব্রতা ছিল প্রবল। তারাই সর্বাধিক সংখ্যায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে।

সাক্ষাৎকারদাতাদের জাতিগত এবং ধর্মীয় বৈচিত্র্যও লক্ষ করার মতো। এদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসী ১০ জন। ধর্মীয় বিন্যাসে দেখা যায়, হিন্দু সম্প্রদায়ের ছিল ১৬ জন, খ্রিস্টান ২১ জন এবং বৌদ্ধ ১ জন– বাকি সবাই মুসলমান। এই চিত্র এখানে তাৎপর্যমণ্ডিত এ কারণে যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে সবাই যে অংশগ্রহণ করেছে তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ এটি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের এই অনন্য অবদান যে সব সময় যথাযথ স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছে সেটা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

এখানে ৬ জন নারী সাক্ষাৎকার প্রদান করেছেন। সংখ্যাগত দিক থেকে নারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম মনে হলেও প্রকৃত চিত্র অন্যরকম। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রেখেছেন তারা। সাক্ষাৎকার প্রদানকারীদের পেশাগত পরিচয় এখানে বিশেষভাবে বিবেচ্য। পেশাগত বিন্যাসটি এ রকমঃ ক্ষুদ্র ব্যবসা ১২, দিনমজুর ৩৭, মৎস্য চাষ ৫, কৃষিকাজ ২৩, কাঠমিস্ত্রি ১, ভিক্ষাবৃত্তি ২, বেকার বা কর্মহীন ২৮, চা ফেরি ১, পল্লী চিকিৎসক ২, রিকশাচালক ৮, শিক্ষক ৫, নিম্নবেতনের চাকরি ১০ ইত্যাদি। এই চিত্র থেকে সাক্ষাৎকারদাতাদের অর্থনৈতিক পটভূমির প্রান্তিকতা সহজে অনুমান করা যায়। বড়ো করুণ সেই চিত্র। স্বাধীনতার প্রায় তিন দশক পরেও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বড়ো অংশেরই অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে অবনতির চিত্রটিই অধিকতর স্পষ্ট।

এ থেকে বোঝা যায়, সামনাসামনি যুদ্ধে দুর্ধর্ষ পাকিস্তানি হানাদারদের হারিয়ে দেওয়া এই মুক্তিযোদ্ধারা স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র বা সমাজ থেকে বৈধ বা অবৈধ কোন প্রকার সুবিধাই গ্রহণ করে নি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্ত্র জমা দিয়ে তারা ফিরে গেছেন তাদের আগের নাজুক সামাজিক অবস্থানে। কিন্তু রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সেই অবস্থানটিকেও অনিশ্চিত করে তুলেছিল তাদের জন্য। রাষ্ট্র বা রাজনীতি কারোই তখন ফুরসৎ মেলে নি তাদের পাশে দাঁড়াবার। ফলে মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর নির্মম আর্থসামাজিক বাস্তবতার নিত্যনতুন কূটকৌশলের কাছে সহজেই হেরে যান যুদ্ধজয়ী অকুতোভয় এই সহজসরল মানুষেরা।

৫.

এ পর্যায়ে প্রশ্নোত্তরগুলির মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রথম প্রশ্ন: 'মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আপনি কী ধরনের স্বপ্ন দেখেছেন?' এর কিছু সাধারণ উত্তর লক্ষ করা যায় । উত্তরগুলি নিম্নরূপ:

- দেশ স্বাধীন করা এবং মাতৃভূমিকে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদারদের দুঃশাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত করে একটি শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলা।
- কঠোর আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশের সেবা করা এবং স্বাধীন দেশে নিজেদের সরকারের সহায়তায় অভাব-অনটন থেকে মুক্ত ও আত্মনির্ভরশীল হওয়া।
- স্বাধীন দেশে সুন্দরভাবে বাঁচা। স্বাধীনভাবে কাজ করা। সবাই মিলে-মিশে হাসি-খুশিতে থাকা এবং অবাধে চলাফেরা করা।
- আপামর জনসাধারণের মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সমস্ত অপশক্তিকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করে নিজেরাই দেশ পরিচালনা করা।
- দেশকে স্বাধীন করার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা।
- বাক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। মুক্ত ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকা।
- দেশ স্বাধীন করে মাতৃভূমিকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা । এ দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা বিধান করা। ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা।
- সুখে-শান্তিতে থাকা এবং স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বাস করা।
- ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি।
- অসাম্প্রদায়িক, শোষণহীন, দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী একটি সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।

উপরোল্লিখিত বক্তব্যের সারমর্ম হলো, সমাজের একেবারে নিচুতলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল পরিবার-পরিজন নিয়ে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। তারা এমন একটি

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল, যে দেশটি কেবল সর্বপ্রকার ঔপনিবেশিক দুঃশাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হবে না, বরং তা হবে অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও সমাজতন্ত্র অভিমুখী। জনগণ তার মৌলিক অধিকার পাবে। মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীন দেশ হিসেবে বাঙালি জাতি বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে। এককথায়, তারা পাকিস্তানি দুঃশাসন ও শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে সাক্ষাৎকারী প্রদানকারী প্রায় সবারই স্বপ্নের অবয়বটি ছিল অনেকটা এ-রকমই। এটাই যে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র মানুষের স্বপ্নের ছবি তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে।

৬.

দ্বিতীয় প্রশ্ন: 'কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন'। এর উত্তরে তারা যা বলেছেন তাতে মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে তাদের স্বপ্নের জগৎটি আরও স্পষ্টতা পেয়েছে। প্রায় সবাই যে কথাগুলো বলেছেন তা হলো–

- দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত এবং স্বাধীন করার জন্য।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের বক্তৃতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য।
- পাকিস্তানি হানাদারদের ধর্মের নামে নিরপরাধ মানুষ হত্যা এবং মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন সহ্য করতে না পেরে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য।
- বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিহত করে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য।
- বাঙালি জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সাহিত্য, শিল্পকলা তথা বাঙালি জাতিসত্তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।
- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এ দেশের নিরপরাধ মানুষের উপর পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এ দেশকে পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে স্বাধীন করার জন্য।
- পাকিস্তানি হানাদাররা হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে এ দেশকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। এভাবে ধুঁকে-ধুঁকে মরার চেয়ে হানাদারদের হাত থেকে স্বদেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য জীবনকে তুচ্ছ করে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়াই শ্রেয় মনে হয়েছে।

এ প্রশ্নের উত্তর প্রথম প্রশ্নের সম্পূরক। পাকিস্তানের নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত বাঙালিরা সর্বক্ষেত্রে ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হয়েছে। ধর্মের নামে তাদের উপর চালানো হয়েছে নিষ্ঠুর শোষণ ও অবিচার। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে তারা অধিকতর জুলুম ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এ দেশের নিরপরাধ মানুষের উপর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে-অপরাধ সংঘটিত করেছিল তার তুলনা বিরল। হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের মধ্য দিয়ে তারা এই দেশটিকে পরিণত করেছিল ধ্বংসস্তূপে। পাকিস্তানি হানাদারদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য জীবন বাজি রেখে তৃণমূলের এই মানুষেরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তিযুদ্ধে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ তাদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর সেই আহ্বান, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' এ ক্ষেত্রে জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। দেশ স্বাধীন করার বিষয়টিকে জাতি হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিল তারা। তবে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের বিষয়টিও তারা বিস্মৃত হয় নি মুহূর্তের জন্য।

৭.

তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল: 'কার ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন'। এ প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারদাতা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা, দ্বিধা বা মতভিন্নতা দেখা যায় নি। সবাই একবাক্যে বলেছেন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণই তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাদের বক্তব্য থেকে এটাও স্পষ্ট যে, এই ভাষণের পরই প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে তৃণমূলের মুক্তিযোদ্ধারা যে-উত্তরটি দিয়েছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে দশকের পর দশক ধরে যে-অনভিপ্রেত বিতর্কটি জিইয়ে রাখা হয়েছে তার উপযুক্ত জবাব রয়েছে এর মধ্যে। এ প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারদাতা ১৪৩ জন তৃণমূল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে একজনও অন্য কোন ঘোষকের নাম কিংবা অন্য কারও স্বাধীনতা ঘোষণার কথা বলেন নি।

৮.

নবম প্রশ্ন: 'যে-স্বপ্ন নিয়ে আপনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে কি?' উত্তরদাতারা যে সব উত্তর দিয়েছেন তাতে সাধারণভাবে কিছু বিষয় লক্ষণীয়। যেমন:

- দেশ সেভাবে চলছে না বলেই মনে হয়। সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেনি।
- বিশ্বের দরবারে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে পেরেছি। কিন্তু নিরন্ন অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর যে-স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি।
- দেশ সেভাবে চলছে না। বর্তমানে অভাব ও চরম দারিদ্র্য বাংলাদেশের নিত্যসঙ্গী।

- যে-আশা ও স্বপ্ন নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম '৭৫-এ জাতির পিতাকে হত্যার পর থেকে দেশ চলছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। কারণ অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারী চক্রটি তখন থেকেই সুকৌশলে স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতা চালিয়ে আসছে।
- হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার যে-স্বপ্ন ছিল তা বাস্তবায়িত হয়েছে সত্য, কিন্তু সার্বিকভাবে ব্যাপক বৈষম্য ও শোষণের বেড়াজাল থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি নি। অবারিত হয় নি দারিদ্র্যমোচনের সুযোগ। ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, ধর্ষণ ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশে এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
- স্বাধীনতার মূলনীতিসমূহ আজ ভূলুণ্ঠিত। স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা এখনও দেশকে গ্রাস করে রেখেছে। জাতি হিসেবে বিশ্বে এখনও আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনি।
- মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে কিন্তু মুক্তিসংগ্রাম এখনও শেষ হয় নি। সংগঠিতভাবে আমরা জাতির মুক্তি সংগ্রামের কাজ এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছি। অথচ এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির অবশ্যপালনীয় রাজনৈতিক কর্তব্য।
- আমাদের স্বপ্নের সঙ্গে দেশের বর্তমান বাস্তবতার কোন মিল নেই। মিলের আশাও করা যায় না। এখন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতেও ভয় লাগে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মানবোধের কোন চিহ্নই বর্তমানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

উপর-উল্লিখিত জনমত সব প্রশ্নোত্তরে সাধারণভাবে বিদ্যমান। দেশ স্বাধীন হয়েছে– কিন্তু যে-লক্ষ্যে এ দেশের মানুষ ব্যাপকভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল, সেই লক্ষ্য আজও বাস্তবায়িত হয়নি। বরং যতো দিন যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাবিরোধী কর্মকাণ্ড ততোই বাড়ছে। অর্থনৈতিক সঙ্কট, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, চরম দুর্নীতি, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, সাম্প্রদায়িকতা ও সাংস্কৃতিক দৈন্য আজ দেশে প্রকট। মোট কথা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে– বাংলাদেশের মানুষের কাছে এর সুফল পৌঁছায়নি। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, শোষণ, বৈষম্য ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাই নি।

৯.

দশম প্রশ্ন: 'বর্তমানে আপনি দেশকে নিয়ে কী ধরনের স্বপ্ন দেখেন?' এর উত্তরে তারা যা বলেছেন, তার কিছু সাধারণ ও নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

- আমি আজও একটি সুন্দর, সুশৃঙ্খল, বৈষম্যহীন, সন্ত্রাসমুক্ত ও বেকারমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি।
- দেশে শান্তি ফিরে আসবে। মানুষ মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে । সবার সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত হবে।

- মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আমি স্বপ্ন দেখি, দলনিরপেক্ষভাবে নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকারের ইতিহাস তুলে ধরা হবে। বাংলাদেশ স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।
- গরিব মেহনতি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো যেন পূরণ হয়, হাড়ভাঙা খাটুনির পর তারা যেন পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে।
- বাংলাদেশ সোনার বাংলায় পরিণত হোক।
- জীবনকে বাজি রেখে যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে, স্বাধীন বাংলাদেশে সেই সব মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবার মর্যাদার সঙ্গে সুন্দরভাবে বাঁচার সুযোগ পাবে।
- মুক্তিযোদ্ধারা যে-উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে সেই উদ্দেশ্য যেন সফল হয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূলনীতি থেকে দেশ যেন বিচ্যুত না হয়।
- শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক, রাজনৈতিক মুক্তি আসুক, সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম হোক, বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক। স্বাধীনতার শত্রুদের বিচার হোক।

এ প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে-মুখে ঠিকরে উঠেছে যে অভূতপূর্ব স্বপ্ন ও আশা তার তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। বস্তুগত অর্থে মুক্তিযুদ্ধ তাদের কিছুই দেয় নি, বরং মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার কারণে অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয় নি। সাক্ষাৎকারদাতাদের বেশিরভাগই অপরিসীম অভাব-অনটনের সঙ্গে লড়াই করে ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে আছেন। রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দল, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কেউই সেভাবে তাদের পাশে দাঁড়ায় নি। তারপরও তারা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি। বিস্ময়করভাবে তারা এখনও স্বপ্ন দেখেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে একটি আলোকিত, সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার। তারা আজও বুকের গভীরে সযত্নে লালন করেন বাংলাদেশকে যথার্থই সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার অবিনাশী সেই স্বপ্ন। মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ছিল একটি সেক্যুলার, গণতান্ত্রিক ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। সেই লক্ষ্য অর্জনের শাশ্বত বাতিঘর হিসেবে বিবেচিত হতে পারে মুক্তিযোদ্ধাদের এই স্বপ্ন।

১০.

মুক্তিযুদ্ধের আর্থসামাজিক দিকটির কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। সাক্ষাৎকারদাতাদের যে-শ্রেণী ও পেশা তথা সামাজিক স্তরবিন্যাস তাতে তাদের চরম আর্থিক অনটন, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা, আশাভঙ্গের বেদনা এবং রাজনৈতিক উপেক্ষাজনিত প্রবল হতাশা ইত্যাদি লক্ষণীয়। তারা কেউ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। প্রায় প্রত্যেকে সামগ্রিক দৈন্যের মধ্যে বসবাস করছে। কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেয়া যায়। সাক্ষাৎকারদাতাদের কয়েকজন উত্তরপত্রের সঙ্গে আলাদা চিঠি জুড়ে দিয়েছেন– অনেকটা দরখাস্তের আদলে। দুটি নমুনা লক্ষযোগ্য:

- 'আমার চারটি মেয়ে। কেউ লেখাপড়া করে না। আর্থিক অনটনের কারণে তাদের লেখাপড়া করাতে পারি নি। আমার নিজস্ব কোন জমি নাই। অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করে জীবন অতিবাহিত করি। আমার পরিবারে আমিই শুধু উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। একা আয় করে সংসারে কোন দিন খেয়ে কাটে, আবার না খেয়েও কাটে। তাছাড়া আমার অসুস্থ শরীর নিয়ে সব দিন কাজ করতে পারি না। বর্তমানে চারটি মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে প্রচণ্ড আর্থিক অনটনের মধ্যে দিনাতিপাত করছি।'
- 'আমি অসহায় ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা। আমার ছোট দু'টি ছেলে এবং তিনটি বিবাহযোগ্য কন্যা। দারিদ্র্যের কারণে ছেলেদের লেখাপড়া করাতে পারছি না। পরিবারে বর্তমানে ৭ জন সদস্য। দারিদ্র্যের কষাঘাতে আমি জর্জরিত। আমি বেকার জীবনের অবসান ঘটাতে পারি নাই। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেউ মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন মূল্যায়ন করে নাই।'

এই দুটি উদাহরণ থেকে উপলব্ধি করা যায় বাংলাদেশের তৃণমূলের মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি কত নাজুক ও প্রতিকূল।

১১.

নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। এখানে সাতজন নারী মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার রয়েছেন- তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা বীরপ্রতীক তারামন বিবির কথা জানি কিন্তু বাংলার আনাচে-কানাচে কত যে তারামন বিবি আছেন– কে তার খবর রাখে? এই সাক্ষাৎকারমালায় নারী মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। এখানে দু'টি অভিজ্ঞতা তুলে দেওয়া হলো–

- 'মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য রান্না ও সরবরাহ, তথ্য আদানপ্রদান এবং গ্রামে গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে মানুষকে সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করি। এ সকল দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাক-হানাদারদের হাতে ধরা পড়ি এবং তাদের হাতে নির্যাতিত হই।'
- 'মুক্তিযোদ্ধারা যাতে আত্মগোপন করে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে সে-সুযোগ সৃষ্টি করা, তাদের খাদ্য সরবরাহ করা, আহতদের বিশ্রাম ও সেবা প্রদানের সুযোগ করে দেওয়া এবং শত্রুপক্ষের সংবাদ তাদের কাছে পৌছে দেওয়ার কাজে সহযোগিতা করেছি।'

আসলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব হতো না। অগণিত নারী তাদের সম্মান-সম্ভ্রম হারিয়েছে– নিগৃহীত, নির্যাতিত হয়েছে। কিন্তু মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার যে-স্বপ্ন তারা দেখেছেন সেই স্বপ্ন সফল করার জন্য তারা সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ করতেও দ্বিধা করেন নি। সে-কথা জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।

১২.

বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বার্থে শুধু নয়, বরং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সঠিক পথনির্দেশনা দেওয়ার প্রয়োজনে আজ মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা দরকার। কারণ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বাঙালি জাতি তার সত্তাকে উন্মোচন করতে চেয়েছিল। গণতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী একটি উদার ও অসাম্প্রদায়িক জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল বিশ্বের মানচিত্রে। কিন্তু দৈশিক ও বৈশ্বিক নানা চক্রান্তের কারণে মুক্তিযুদ্ধের সেই লক্ষ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

বস্তুত এই সাক্ষাৎকারমালায় বাংলাদেশের আপামর মানুষের কণ্ঠস্বরই ধ্বনিত হয়েছে। এখানে প্রতিফলিত হয়েছে তাদের স্বপ্ন–স্বপ্নভঙ্গ, আশা-নিরাশা, সফলতা-ব্যর্থতা ইত্যাদির একটি আয়তরূপ । মুক্তিযোদ্ধারা ভারত ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব পালন করেছেন। জীবন বাজি রেখে অস্ত্র হাতে সামনাসামনি যুদ্ধ করেছেন পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে। তারা তাদের অপরিসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে এনেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

উপর্যুক্ত তথ্যগুলি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের জন্য পাথেয় হবে। তাই এই সাক্ষাৎকারমালা একাধিক কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যে আর্থসামাজিক পটভূমিটি অবয়ব পেয়েছে তার গুরুত্ব অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করা, মূল্যায়ন করা এবং সেই আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান বাস্ত বতার গতিপ্রকৃতি নিরূপণ করার ক্ষেত্রে এটা নিঃসন্দেহে পথনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি, মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় সাক্ষাৎকারে বিবৃত তথ্যগুলির গুরুত্ব মোটেও উপেক্ষণীয় নয়। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশে সাধারণত সমাজের উপরতলার মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে মাতামাতি হয়, নেওয়া হয় তাদের গৎবাঁধা সাক্ষাৎকার। আমরা সেইসব শুনে তাদের চোখ দিয়েই মুক্তিযুদ্ধকে দেখতে অভ্যস্ত। এ ধরনের একটি প্রেক্ষাপটে এই সাক্ষাৎকারমালা মুক্তিযুদ্ধকে নতুন করে উপলব্ধি করতে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

১৩.

গ্রন্থভুক্ত প্রায় সবক'টি সাক্ষাৎকারে 'বর্তমান সরকার'এর কথা উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান সরকার বলতে এখানে ১৯৯৬–২০০১ কালপর্বে ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সরকারের কথা বোঝানো হয়েছে। বলা প্রয়োজন, সাক্ষাৎকারদাতাদের অনেকেই ছিলেন অল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর। তাই অনেকক্ষেত্রে তাদের মনের কথাটি হয়তো গুছিয়ে লিখতে বা বলতে পারেননি। সে ক্ষেত্রে তাদের বক্তব্যকে অবিকৃত রেখে ভাষাকে প্রমিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার মাধ্যমে সাক্ষাৎকারটি গৃহীত হওয়ার কারণে এখানে সীমাবদ্ধতা থাকা স্বাভাবিক। যেমন যুদ্ধের সামগ্রিক বিবরণ নেই। মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটও এখানে অনুপস্থিত।

প্রকৃতপক্ষে পদ্ধতির জন্যই তা সম্ভব হয়নি। আসলে এটি একটি সমীক্ষাধর্মী কাজ। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সংক্ষিপ্ত এই সাক্ষাৎকার থেকে গবেষকবৃন্দ গবেষণার অনেক নতুন ইঙ্গিত ও তথ্যের সন্ধান পাবেন। মুক্তিযুদ্ধ যে নগরকেন্দ্রিক কিংবা প্রথাগত সামরিক যুদ্ধ ছিল না, ছিল জনযুদ্ধ– তাও তৃণমূল মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে।

১৪.

জাতি হিসেবে বাঙালি বীর, সাহসী, ত্যাগী, বিচক্ষণ। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যত আন্দোলন হয়েছে তার সূত্রপাত এই বঙ্গে । বাংলা তথা বাংলাদেশ মাটি ও মনীষায় উর্বর এক অঞ্চল। কিন্তু বাঙালি তার অধিকার কোনদিন বুঝে পায়নি। শত শত বছর আন্দোলন-সংগ্রাম করে সে তার অধিকার অর্জন করেছে। কিন্তু কোন না কোন চক্রান্তে তা আবার হাতছাড়াও হয়ে গেছে। তবু বাঙালি মাথা নোয়াবার নয়– শত বাধা-বিপত্তিকে ঠেলে তারা এগিয়ে গেছে– এগিয়ে যাচ্ছে। এই সামনে চলার উজ্জ্বলতম মাইলফলক হচ্ছে মহান মুক্তিযুদ্ধ– আমাদের স্বাধীনতার চূড়ান্ত লড়াই। এই লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি তার হাজার বছরের সংগ্রামের ফসল ঘরে তুলেছিল। সেই ফসলের নাম স্বাধীনতা। সেই ফসলের নাম বাংলাদেশ– আমার সোনার বাংলা। তাই মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিনাশী স্মারক। এ স্মারকটি সব বাধা অতিক্রম করে আমাদের নিরন্তর সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়।

প্রশ্নমালা

১. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আপনি কী ধরনের স্বপ্ন দেখেছেন?
২. কেন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন? তখন আপনার বয়স কতো ছিল?
৩. কার ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?
৪. আপনি মুক্তিযুদ্ধের কোন প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন কি? কোথায়, কখন?
৫. আপনি মুক্তিযুদ্ধে কী ধরনের দায়িত্ব পালন করেছেন?
৬. কোন সেক্টরে, কার অধীনে যুদ্ধ করেছেন?
৭. মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আপনার নাম কোথাও তালিকাভুক্ত হয়েছে কি? আপনার এফএফ নং কত?
৮. বর্তমানে আপনি কী করেন? আপনার সংসার কিভাবে চলছে?
৯. যে-স্বপ্ন নিয়ে আপনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে কি?
১০. বর্তমানে আপনি দেশকে নিয়ে কী ধরনের স্বপ্ন দেখেন?

আমির হোসেন

পিতা আফসার উদ্দীন ভূঁইয়া
গ্রাম বেহাকুর
ডাকঘর কাঁচপুর
থানা সোনারগাঁও
জেলা নারায়ণগঞ্জ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি– এ দেশ স্বাধীন হবে, আমরা সুন্দরভাবে বেঁচে থাকব। স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করব। মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। মা-ভাই-বোন সকলে মিলে হাসিখুশিতে চলাফেরা করব। থাকবে না কোনো শত্রুর ভয়।
- আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম এদেশকে স্বাধীন করার জন্য, এদেশের প্রতিটি মানুষকে শৃঙ্খলমুক্ত করার জন্য, আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য। তখন আমার বয়স ছিল ২৬ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি আগরতলার হাপানি ও মেলাঘর হতে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পর জুলাই মাসের শেষদিকে আমাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
- ইউনিট কমান্ডার আজিজুল হকের নেতৃত্বে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম কোথাও তালিকাভুক্ত হয়নি। আমার এফ.এফ. নম্বরও এখন মনে নেই। কারণ মুক্তিযুদ্ধে আমার কানে গুলি লাগায় আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলি। এ অবস্থা অব্যাহত ছিল ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত। বর্তমানে আমি সুস্থ হলেও কাগজপত্রের কোনো হদিশ আর পাইনি।
- বর্তমানে আমি ভালো নেই। কাজের অভাবে বস্তিতে ছোট একটা পিঠার দোকান দিয়েছি। এতে সামান্য কিছু আয় হয়, তাতে কোনোমতে আমার সংসার চলে। স্ত্রী ছেলেমেয়েদের ব্যয়ভার বহন করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই প্রায় অশান্তির মধ্যে থাকি।
- আমি যে-স্বপ্ন নিয়ে এদেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম, দেশ সেভাবে চলছে না। স্বাধীনতার এতো বছর পরও দরিদ্র ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তেমন কিছুই করা হয়নি। এদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটেনি। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে, যা প্রশংসনীয়।
- আমি সুন্দর, সুশৃঙ্খল, সন্ত্রাসমুক্ত ও বেকারমুক্ত একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি, যেখানে প্রতিটি মানুষ সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারবে। কেউ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

এন্দাপুল সাংমা

পিতা	পরেশ মারাক
গ্রাম	আন্দারু পাড়া
ডাকঘর	বারমারী
থানা	নালিতাবাড়ি
জেলা	শেরপুর

- দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলাম। মাতৃভূমিকে পশ্চিমা শত্রুদের হাত থেকে মুক্ত করে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম। দেশের সেবা করার স্বপ্ন দেখেছিলাম। কঠোর আত্মত্যাগের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন দেশের সরকারের সহযোগিতায় আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম।
- মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার জন্য এবং পশ্চিমা হানাদার বাহিনী আমাদের মা-বোনের উপর যে অন্যায়-অত্যাচার করেছে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- একাত্তরের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম।
- আমি গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম ভারতের মেঘালয়ের তুরা জেলার দক্ষিণে রংনাবাগ নামক স্থানে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কোম্পানি অধিনায়ক উইলিয়ামের অধীনে। এটি ছিল আঞ্চলিক অধিনায়ক কর্নেল আবু তাহেরের অধীনস্থ একটি কোম্পানি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৮৪১৪৮।
- বর্তমানে আমি অল্প জমিতে চাষাবাদ ও দিনমজুরি করে ৪জন ছেলেমেয়েসহ মোট ৬ জনের ভরণপোষণ করছি।
- পূর্ববর্তী বিএনপি সরকারসহ কোনো সরকারের আমলেই আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১) আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

- আমি আমার স্বাধীন বাংলাদেশের গরিব জনসাধারণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য– এই ৫টি মৌলিক চাহিদা পূরণের স্বপ্ন দেখি। যারা জীবন বাজি রেখে দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে তাদের এবং তাদের পরিবারের বাঁচবার মতো অন্ন, বস্ত্র সংস্থানের সুব্যবস্থা পাওয়ার স্বপ্ন দেখি।

মো. নায়েব আলী মণ্ডল

পিতা মো. নাদের আলী মণ্ডল
গ্রাম জানগ্রাম
ডাকঘর সিহালী হাট
থানা শিবগঞ্জ
জেলা বগুড়া

- আমি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বপ্ন দেখেছি– এই দেশ থেকে শত্রুকে বিতাড়িত করে দেশকে স্বাধীন করব। বাংলাদেশ নামে নতুন একটা দেশ হবে। আমরা পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাব।
- এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ১৯৭১ সালে আমি পশ্চিমবঙ্গের ত্রিমোহনীর তিওর মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্পে ২৮ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি।
- একজন যোদ্ধা হিসেবে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ইউনিট কমান্ডার মো. মোসলিম উদ্দিনের অধীনে ৭ নম্বর সেক্টরে বিভিন্ন স্থানে আমি যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১০৬৩।
- বর্তমানে আমরা বেকার। গ্রামে থাকি। ছেলেমেয়ে নিয়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৬। আমাদের মাত্র ৫০ শতক জমি আছে। প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে পুকুরে মাছচাষ ও হাঁস মুরগি পালন করে অনেক কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করছি।
- যে-স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। তবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ ভালোভাবে চলবে বলে আমার বিশ্বাস।
- বর্তমানে আমি দেশকে নিয়ে এক রঙিন স্বপ্ন দেখি। যেমন, দেশে সুখশান্তি ফিরে আসবে। দেশের মানুষ তার মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে, সকলের বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত হবে।

মোঃ মোশারফ হোসেন

পিতা মোঃ আমীর আলী মণ্ডল
গ্রাম ফরিদপুর
ডাকঘর আমদাবাদ
থানা কোতয়ালী
জেলা যশোর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বনির্ভর স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার এবং নিরন্ন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার স্বপ্ন দেখেছিলাম।
- আমার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দেশকে দখলদার হানাদার বাহিনীর কবল থেকে মুক্ত করা। তখন আমার বয়স ছিল ২৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ১৯৭১ সালে আমি বীরভূম জেলার রামপুর হাটে ছোড়াছুড়ি ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি এফ.এফ. লিডারের দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর মঞ্জুরের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম জাতীয় তালিকাভুক্ত হয়েছে। এর নম্বর হচ্ছে ২১৩। আমার এফ.এফ.নম্বর কে-৬৯।
- বর্তমানে আমি কৃষিকাজ করে দুঃখকষ্টে দিন কাটাচ্ছি।
- বিশ্বের দরবারে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছি। মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে পেরেছি। কিন্তু নিরন্ন অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর যে-স্বপ্ন আমাদের ছিল– তা সফল হয়নি।
- আমি এখনও সুখি-সমৃদ্ধ স্বনির্ভর বাংলা এবং মাছে-ভাতে বাঙালির স্বপ্ন দেখি।

মোঃ সুলতান খান

পিতা মোঃ নয়ান খান
গ্রাম তেতুলিয়া
থানা ও ডাকঘর : পালং
জেলা শরীয়তপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে মেলাঘরে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি থানা অপারেশনের দায়িত্ব করেছি।
- ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর মঞ্জুরের অধীনে আমি যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের চেয়ারম্যানের বরাবরে আবেদন করেছি ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (নং ৬০৮৭৬)।
- বর্তমানে বেকার। দিনমজুরের কাজ করে কোনো রকমে সংসার চালাচ্ছি।
- একাত্তরে আমার স্বপ্ন ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়িত হবে। বাঙালি মোটা ভাত মোটা কাপড়ের নিশ্চয়তা পাবে। কিন্তু যে-স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি।
- ১৯৭১-এর রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিলীন হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে সত্যিকার ইতিহাস তুলে ধরতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকরা এগিয়ে আসবেন এটাই আমার প্রত্যাশা। আর এখনও স্বনির্ভর সমৃদ্ধশালী দেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি।

রাজেন্দ্র মারাক

পিতা	নিতাই সাংমা
গ্রাম	বলচুগী
ডাকঘর	সখীপুর বাজার
থানা	হালুয়াঘাট
জেলা	ময়মনসিংহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মাতৃভূমিকে রক্ষাই ছিল আমার স্বপ্ন।
- পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে আমি ভারতের মেঘালয়ের তুরার রংরাবাগ নামক স্থানে রাইফেল, এলএমজি ও এসএমজিসহ বিভিন্ন অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি সামান্য সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

- আমি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু তাহেরের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৮৮৫১।
- বর্তমানে আমি বেকার। আগে চাকরি করতাম। এখন দিনমজুর।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। বর্তমানে দেশ চলছে অভাব ও চরম দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে।
- এখনও দেশকে সুন্দর করে গড়ে তোলার, দুর্নীতি ও শোষণ মুক্ত করার এবং দুঃখী মানুষকে সাহায্য করার স্বপ্ন দেখি।

মো. সফিকুল ইসলাম জুদু

পিতা	মো. সুবেদ আলী মাস্টার
গ্রাম ও ডাকঘর	রসুলপুর
থানা	দেবিদ্বার
জেলা	কুমিল্লা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি– আমরা স্বাধীন হব। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্তি পাব, স্বাধীনভাবে বাংলাভাষায় কথা বলতে পারব, সমস্ত অপশক্তিকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করব এবং আমাদের দেশ আমরাই পরিচালনা করব।
- যখন দেখলাম পাকিস্তানি অপশক্তির পাশাপাশি এদেশীয় কিছু কুচক্রী ধর্মের নামে আমাদের এই জন্মভূমির নিরপরাধ মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনসহ গণহত্যায় লিপ্ত, তখন নিজেকে আর স্থির রাখতে পারিনি। একজন নাগরিক হিসেবে আমি মনে করেছি এদেশ থেকে শত্রু বিতাড়িত করা দরকার। দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর।
- একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর যখন প্রকৃত যুদ্ধ শুরু হলো, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এবং নিজের বিবেকের তাড়নায় আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিই।
- যেহেতু আমি ঢাকা জুট মিলের আনসার ছিলাম, সেহেতু অস্ত্র পরিচালনার দক্ষতা আমার ছিল। তাই আমি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।
- সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি সরাসরি মাঠে যুদ্ধ করেছি।
- আমি ২ নম্বর সেক্টরের মেজর হায়দারের অধীনে প্লাটুন কমান্ডার জাফরের নেতৃত্বে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আজ পর্যন্ত কোথাও আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়নি। আমার এফ.এফ.নম্বর শেষের অংশটুকু মনে আছে-২৬, প্রথম অংশটি মনে নেই।

- বর্তমানে আমি কাঠমিস্ত্রির কাজ করি। এতে যা আয় হয়, তা দিয়ে কোনোমতে দিনাতিপাত করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিপুল ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছিল সেই স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে আজ ভুলুণ্ঠিত। সে-সময় যারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ছিল, তারা আজ দাপটের সঙ্গে অবস্থান করছে। সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম তারা আজ নিগৃহীত, বঞ্চিত ও অবহেলিত।
- দীর্ঘ ২১ বছর পর স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আজ (১৯৯৭-২০০১) ক্ষমতায়। স্বাভাবিকভাবেই স্বপ্ন দেখি স্বাধীনতার মূলনীতি, স্বাধীনতার মূলস্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার যে মূলনীতি তার ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে। স্বাধীনতাযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলে তার মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। দেশে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েম হবে। এই স্বপ্ন দেখি।

মো. আজহারুল ইসলাম

পিতা	রইচ উদ্দিন আহাম্মেদ
গ্রাম ও ডাকঘর	কাচিনা
থানা	ভালুকা
জেলা	ময়মনসিংহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি এই স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করি যে, এদেশ স্বাধীন হবে; কোনো অভাব থাকবে না; কেউ বেকার থাকবে না, কেউ না-খেয়ে মরবে না, একটি সোনার বাংলাদেশ হবে।
- মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম এ উদ্দেশ্যে যে– দেশ স্বাধীন হবে, সবাই বেঁচে থাকার অধিকার পাবে। সবার মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সময় আমার বয়স ছিল ১৪ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে যে-ডাক দিয়েছিলেন সেই ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তুরা নামক স্থানে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে, সম্ভবত মে মাসে, আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি মুক্তিযুদ্ধে কখনও প্লাটুন কমান্ডার, কখনও সাধারণ যোদ্ধা, আবার কখনও আবার গোয়েন্দা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

- আমি ১১ নম্বর সেক্টরে কোম্পানি কমাণ্ডার মো: সফিকুল ইসলাম, মো: আবদুল কুদ্দুছ, তফিক উদ্দিন, মেজর হাকিম ও ফজলুল হকের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৬৫৬০।
- এইচ.এস.সি পাস করার পর আমার আশা ছিল, আমি আরও লেখাপড়া করব। কিন্তু অভাবের জন্য আর লেখাপড়া করতে পারিনি। চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোথাও চাকরি হয়নি। আমার মনে হয়েছে, চাকরি হত আমি যদি রাজাকার হতাম। আমার ২ ছেলে, মা-বাপসহ মোট ৬ জন লোক নিয়ে সংসার। বর্তমানে আমি দিনমজুর। রিকশা চালাই, ভ্যান চালাই, ইঁট ভাঙি, মাটিকাটার কাজ করি। যখন যে-কাজ পাই, পেটের দায়ে আমাকে তাই করতে হয়। আমি কী লিখব– আমার ভাষা নেই। একজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে, লেখাপড়া শিখে আজ আমাকে পথে পথে ভিখারির মতো চলতে হয়। মা-বাবাকে ঔষধের পয়সা দিতে পারি না। পরিবারের সদস্যদের একবেলা পেট ভরে ভাত খেতে দিতে পারি না। পরের জায়গায় একটি কুঁড়েঘরে বাস করছি। এই তো আমার সংসার।
- যে আশা নিয়ে, যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, '৭৫-এর পর থেকে দেশ চলছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে। কারণ স্বাধীনতাবিরোধী চক্র বারবার ক্ষমতায় এসে বড়ো বড়ো আসন দখল করে নিয়েছে। তাদের সব কিছুই হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যারা রক্ত দিয়েছে তারা আজ পথের ভিখারী। তারা আজ অসহায়।
- যার ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি তাঁরই মেয়ে আজ (১৯৯৬-২০০১) দেশের প্রধানমন্ত্রী। আমার আশা, আমার স্বপ্ন যদি এবার সার্থক হয়! গরীব মেহনতি মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো যাতে পূর্ণ হয়, তারা যাতে কাজ করে পেট ভরে ভাত খেতে পারে– এই আমার আশা। মুক্তিযোদ্ধারা যেন জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে– এই আমার শেষ স্বপ্ন।

মো. আনোয়ার হোসেন

পিতা	মো. ইয়ার আলী শেখ
গ্রাম	বারবাড়ীয়া
ডাকঘর	সাহাবেলীশ্বর
থানা	ধামরাই
জেলা	ঢাকা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি দেশকে শত্রুমুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছি।
- আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি দেশকে স্বাধীন করার জন্য। তখন আমার বয়স ছিল ৩০ বছর।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের জামশেদপুরের চাকলীয়ায় আমি মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছি জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি সাধারণ সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর মঞ্জুরের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার গেরিলা নম্বর ৪৬৫৪।
- বর্তমানে আমি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা গার্ডের চাকরি করি। অনাহারে, অর্ধাহারে সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সেদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, বর্তমানে দেশ সেভাবেই চলছে।
- আমি এখনও সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখি।

পরেশ দাস

পিতা সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস
২৩৫ বি কে রোড, নিতাইগঞ্জ,
শীতলক্ষ্যা ইউনিয়ন
ডাকঘর ও থানা : নারায়ণগঞ্জ
জেলা নারায়ণগঞ্জ

- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার স্বপ্ন ছিল– দেশ স্বাধীন হবে, আমরা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করব, কাজকর্ম করব। আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করার সুযোগ পাবে এবং তারা মোটা কাপড় পরে ডাল-ভাত খেয়ে বাঁচতে পারবে। আমাদের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হবে বাঙালি হিসেবে।
- দেশকে স্বাধীন করব এবং এ দেশ থেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে চিরতরে বিতাড়িত করব– এই উদ্দেশ্যে নিয়েই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ৩০ বছর।
- ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি ডাক দিয়েছিলেন। সেই ডাকটিকে স্বাধীনতার ঘোষণা বলা হয়। পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমেও তা প্রচার করা হয়। সেই ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের আগরতলার চুরিলামে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।

- আমি একজন 'বেসিক' যোদ্ধা বা এফ এফ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- আমি ১ নম্বর সেক্টরে ক্যাপ্টেন সর্মা চক্রবর্তীর অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম জাতীয় তালিকাভুক্ত হয়েছে যার নম্বর হলো ক-০১৯২২২ (খসড়া)।
- বর্তমানে আমি একজন রিকশাচালক। আমার সংসারে সদস্য সংখ্যা ৯ জন। এদের নিয়ে অতিকষ্টে সংসার চালিয়ে যাচ্ছি।
- বর্তমানে (১৯৯৭) দেশ যেভাবে চলছে তাতে আমি মনে করি অনেক ভালো। আমার বয়স এখন ৫৫ বছর। রিকশা চালিয়ে দৈনিক যা উপার্জন করি তাতে আমার সংসার চলে না। এখন সরকার একটু সুযোগ-সুবিধা করে দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।
- আমার স্বপ্নের শেষ নেই। সেই স্বপ্ন বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের অনেক দায়িত্ব। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে রাতে যখন ঘুমাতাম, তখনও ভাবতাম, স্বপ্ন দেখতাম, এখন ১৯৯৭ সালেও স্বপ্ন দেখি। তখনকার ভাবনা আর এখানকার ভাবনা দু'রকম। তবে এইটুকু বলবো, (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন) এই সরকার দীর্ঘজীবী হোক।

মো. মজিবুল হক

পিতা মো. হযরত আলী
গ্রাম বাজিতপুর
ডাকঘর ও থানা : মদন
জেলা নেত্রকোণা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বপ্ন দেখেছি, আমি স্বাধীন দেশের একজন গর্বিত সৈনিক হিসেবে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকব।
- যখন দেখি, আমার দেশের মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ছিনিমিনি খেলছে, তখন আমি বিবেকের তাড়নায় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তখন আমার বয়স ছিল ১৯ বছর।
- বাংলার নয়নমনি শেখ মুজিবের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ভারতের মেঘালয়ের তুরায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ২৮ দিন প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল আবু তাহেরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। গেজেট নম্বর ছ ০৪৫৬১৯।

- বর্তমানে আমি দিনমজুর। খেয়ে না-খেয়ে কোনোরকমে দিনাতিপাত করছি।
- ২১ বছর পর দেশ বর্তমানে ভালোই চলছে। মনে হয় আমাদের আশা পূরণ হতে পারে।
- আমি আশা করি, এই দেশ সুন্দর ও স্বনির্ভর হবে।

মো. বুলু মিয়া

পিতা	মো. আছির মিয়া
গ্রাম	জানগ্রাম
ডাকঘর	সিহালী হাট
থানা	শিবগঞ্জ
জেলা	বগুড়া

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম, শত্রুকে বিতাড়িত করে দেশ স্বাধীন করব। বাংলাদেশ নামে নতুন একটা রাষ্ট্র গঠিত হবে। আমরা পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাব।
- এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ত্রিমোহনীর তিওর ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি ২৮ দিনের প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- একজন যোদ্ধা হিসেবে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ৭ নম্বর সেক্টরে মো. মোসলেম উদ্দিনের অধীনে আমি দেশের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম কোথাও তালিকাভুক্ত হয়নি। আমি কোনো সনদপত্রও পাইনি।
- বর্তমানে আমি গ্রামে থাকি। আমার পরিবারে ৭ জন সদস্য। তার মধ্যে ৩ ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে। আমার মাত্র ১০ শতক জমি আছে। বর্তমানে বেসরকারি সংস্থা প্রশিকার সহায়তায় মাছ চাষ ও হাঁস-মুরগি পালন করে অনেক কষ্টে সংসার চালাই।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। তবে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ ভালোভাবে চলবে বলে আমার বিশ্বাস।
- দেশে সুখশান্তি ফিরে আসবে। দেশের মানুষ মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে। সবাই মূল্যবোধ ফিরে পাবে। বর্তমানে আমি দেশকে নিয়ে এইসব স্বপ্নই দেখি।

সুভাষ চন্দ্র সরকার

পিতা	সতীশ সরকার
গ্রাম	উত্তর খয়রাকুড়ী
ডাকঘর ও থানা	হালুয়াঘাট
জেলা	ময়মনসিংহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছি।
- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে এ দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৯ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- একাত্তরের আগস্টে আমি গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছি ভারতের তুরায়। প্রথমে পঞ্চম বেঙ্গলে তেলঢালা নামক স্থানে ৩ ইঞ্চি মর্টার চালনা শিখেছি। পরে গোয়ালপাড়া জাঙ্গল নামক স্থানে মারাঠা রেজিমেন্টের অধীনে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি প্রধানত ৩ ইঞ্চি মর্টার চালনার দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে প্রথমে মেজর আবু তাহের এবং পরে উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খানের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। ভারতীয় গেজেট অনুযায়ী আমার ক্রমিক নম্বর ৮৭৬০, স্বাধীনতার পরে প্রাপ্ত সনদপত্রের ক্রমিক নম্বর ২৭০১৮।
- বর্তমানে আমি একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে সামান্য বেতনে চাকরি করি। অত্যন্ত কায়ক্লেশে আমার সংসার চলছে।
- যে-স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, দেশ সেভাবে চলছে না।
- যে-স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছি, সেই স্বপ্ন এখনও দেখি।

কাজী আবদুল হামিদ

পিতা	কাজী আব্দুল মোতালেব
গ্রাম ও ডাকঘর	হরিশপুর
থানা	শালিখা
জেলা	মাগুরা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি শোষণ ও নিপীড়নমুক্ত একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে সুস্থ জীবন ও সুস্থ সমাজের অধিকারী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি ।

- মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে নিবেদিত একজন গর্বিত সৈনিক হবার জন্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল প্রায় ২০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি ১৯৭১ সালের জুন মাসে বিহারের বীরভূম জেলায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি ৮ নম্বর সেক্টরে এম.এ. মঞ্জুরের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। ১৯৮৭ সালের ২৫ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় আমার ক্রমিক নম্বর ৭০। মাগুরা মিলিশিয়া ক্যাম্প থেকে ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি আমাকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক মুহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত একটি সনদপত্র দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটি হারিয়ে গেছে।
- বর্তমানে আমি কৃষিকাজ করি। কৃষিকাজ থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে কায়ক্লেশে দিন অতিবাহিত করছি।
- আমাদের ইপ্সিত স্বপ্ন আজও বাস্তবায়িত হয়নি। তবে প্রত্যাশিত লক্ষ্যে দেশ এগিয়ে চলছে।
- বর্তমানে আমার স্বপ্ন হলো– পাওয়া না-পাওয়ার মাঝ দিয়ে এ জীবন গড়িয়ে চললেও আগামী প্রজন্মের জন্য এ দেশ হবে বিশ্বের সুন্দরতম আবাসস্থল।

মো. নুর ইসলাম

পিতা	নিমাই শেখ
গ্রাম	চকপাড়া
ডাকঘর	কাকিলাকুড়া বাজার
থানা	শ্রীবরদী
জেলা	শেরপুর

- পাকিস্তানি শোষকদের হাত থেকে এদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। আমার একমাত্র স্বপ্ন ছিল স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন ।
- হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়োছি।

- ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ভারতের ভুটাং দারিঙ্গা পাড়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- নিজে হাতিয়ার নিয়ে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করেছি।
- আমি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল তাহেরের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে ভারতের মেঘালয়ের পুড়া খাসিয়া ক্যাম্পে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৬৭৮৩।
- আমি একজন কৃষক। আমার মাত্র ২০ শতাংশ জমি আছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা ১০ জন। কোনোমতে দিনাতিপাত করছি। অভাব আমার নিত্যসঙ্গী।
- আমার স্বপ্ন ছিল হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করা। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে সত্য, কিন্তু দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়নি। শোষণের জালে আবদ্ধ হয়ে দেশবাসী নিজেদের দারিদ্র্যমোচনের সুযোগ পায় নি। ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশে এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে বর্তমানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ পরিচালনায়(১৯৯৭-২০০১) দেশ আজ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে।
- আমি আশা করি বঙ্গবন্ধুর কন্যা হাসিনার দক্ষ পরিচালনায় এবং এনজিওদের সহযোগিতায় দেশের যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার বন্ধ হয়ে এক উজ্জ্বল সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

হরিদাস মাল

পিতা	অনিরুদ্ধ মাল
গ্রাম	ইলিশা
ডাকঘর	ইলিশা হাট
থানা	ভোলা সদর
জেলা	ভোলা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলাম। সে জন্য আমার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় নি।

- একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি ৩ নম্বর সেক্টরে মেজর খালেদ মোশারফ ও মেজর (অব.) মো. শরীফের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধ করেছি।
- ভারতের মেলাঘর ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১০৩৩৮।
- বর্তমানে আমি বেকার। সেনাবাহিনী থেকে ৫০০ টাকা অবসর ভাতা পাই। তা দিয়েই আমি সংসার চালাই।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমরাও সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এখন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- যেহেতু স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এখন ক্ষমতায় তাই আমি স্বপ্ন দেখি যে মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন করা হবে।

যুধিষ্ঠির হাজং

পিতা	যোগেন্দ্র হাজং
গ্রাম ও ডাকঘর	দাওধারা
থানা	নালিতাবাড়ি
জেলা	শেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পশ্চিমা শত্রুদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত ও স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি। কঠোর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তোলার পাশাপাশি নিজেও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি।
- আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি দেশকে স্বাধীন করার জন্য এবং পশ্চিমা হানাদার বাহিনী আমাদের মা-বোনের উপর যে অন্যায়-অত্যাচার করেছে তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। তখন আমার বয়স ছিল ১৯ বছর।
- ১৯৭১এর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের ঐতিহাসিক জনসভায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের মেঘালয় প্রদেশের তুরা জেলার দক্ষিণে রংনাবাগ নামক স্থানে আমি গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল আবু তাহের ও কোম্পানি অধিনায়ক উইলিয়ামের অধীনে।

- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৮৪৪৬৩। উইলিয়াম কোম্পানির সনদপত্র ছাড়াও বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি সনদপত্রও দেয়া হয়েছে আমাকে।
- বর্তমানে আমি নালিতাবাড়ি থানাধীন নন্নীশাখায় ব্র্যাকে মাসিক ৫শ' টাকা বেতনে শিক্ষকতা করছি। এই বেতনে ৪ ছেলেমেয়েসহ ৬ জনের ভরণপোষণ করা মোটেও সম্ভব নয় । অর্ধাহারে ও নিঃস্বভাবে করুণ জীবনযাপন করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, পূর্ববর্তী বিএনপি সরকার পর্যন্ত সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তবে বর্তমান সরকার আমাদের সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
- আমার স্বপ্ন– স্বাধীন বাংলাদেশের গরিব জনসাধারণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য–এই পাঁচটি মৌলিক চাহিদা পূরণ হবে এবং জীবনকে বাজি রেখে যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে তারা তাদের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে বেঁচে থাকার মতো অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা পাবে।

দিলিপ মারাক

পিতা	রামেশ মারাক
গ্রাম ও ডাকঘর	গাজিরভিটা
থানা	হালুয়াঘাট
জেলা	ময়মনসিংহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি উৎসাহিত করত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন। আদিবাসী হওয়ার কারণে আমরা যুগ যুগ ধরে অবহেলিত। বর্ণবৈষম্যের ছোবল আমাদেরকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে বেড়াত। মুক্তিযুদ্ধে যখন অংশ নিই, তখন মনে হত দেশ পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার পর আমাদের আর বর্ণবৈষম্যের শিকার হতে হবে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমরা একটি সুন্দর স্বাধীন রাষ্ট্র পাব।
- দেশের একজন নাগরিক হিসেবে আমার পূর্ণ অধিকার ফিরে পাবার তাগিদেই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং সর্বোপরি আমাদের নাগরিক অধিকারের ওপর তাদের অন্যায় হস্তক্ষেপই আমাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তখন আমার বয়স ছিল ১৬ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিই। তবে সবচেয়ে বড় কথাটি হল– সারাদেশে যখন পাকিস্তানি শাসকদের প্রকৃত

চেহারাটি উন্মোচিত হয়ে পড়ে বাঙালি জাতি তখন সম্পূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম হয় যে পাকিস্তানি শাসকদের দিয়ে আমাদের কোনো মঙ্গল হবে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের চিরতরে ধ্বংস করে দেয়া। তখন সমগ্র বাঙালি জাতি নিজেদের অস্তিত রক্ষার তাগিদে বিদ্রোহী রূপ ধারণ করে। আমিও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সময়ের প্রয়োজনেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিই।

- আমি ভারতের মেঘালয় প্রদেশের তুরা জেলার রংনাবাগ নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে একজন যোদ্ধা হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করা এবং শত্রুসেনাদের হত্যা করা।
- আমি এফ. জে. সেক্টরের আঞ্চলিক অধিনায়ক রফিকউদ্দিন ভূঞা এবং কোম্পানি অধিনায়ক উইলিয়ামের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৮৮১৮।
- বর্তমানে আমি বাংলাদেশ রাইফেলসে চাকরিরত। চাকরির বেতনে সংসারের ভরণপোষণ করতে হয়।
- বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশের উপর দিয়ে নতুন করে আবার একটি ঝড় বয়ে যায়। আমরা বিদেশী শাসকদের হাত থেকে একটি মুক্তি পেয়েছি সত্য কিন্তু যারা মানুষকে চিরদিন অধিকারবঞ্চিত করে রাখার পক্ষপাতী, তারাই বারংবার এদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হত্যা করতে চেয়েছে। কিন্তু যে মহান নেতার নেতৃত্বে এই দেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, দীর্ঘ ২০ বছর পর তারই কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মানুষ সেই গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পেয়েছে।
- একটি জাতির প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে থাকে তার ইতিহাসে। কিন্তু দীর্ঘ ২০ বছর ধরে সেই ইতিহাসকে বিকৃত করার জন্য গণতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলো নানা অপচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেছে। একমাত্র সঠিক ইতিহাসই পারে একটি জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে। যেহেতু দীর্ঘ ২০ বছর পর আমরা প্রকৃত ইতিহাসের আলোকে চালিত হচ্ছি, সেহেতু বাংলাদেশ একটি সুন্দর স্বনির্ভর দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে ঠাঁই করে নিতে পারবে। এই বিশ্বাসই আমাকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন আবার নতুন করে দেখার প্রেরণা যোগায়।

অনিল চক্রবর্তী

পিতা	জগৎ চন্দ্র চক্রবর্তী
গ্রাম ও ডাকঘর	গাছবাড়িয়া
থানা	চন্দনাইশ
জেলা	চট্টগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার ভিত্তিতে স্বাধীন-সার্বভৌম সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছি।
- ১৯৭১এর ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' আমার বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। এই ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি অদম্য তেজ ও দুর্জয় সাহস নিয়ে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল প্রায় ২১ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি ১৯৭১ সালের জুন মাসে ভারতের শিলিগুড়িতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন অনুগত সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। ঊর্ধ্বতন কমান্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মরণজয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে প্রশংসিত হয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি সেক্টর কমান্ডার খাদেমুল বাশারের অধীনে ৬ নম্বর সেক্টরে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম জাতীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমার সনদ নম্বর ৬০২৮ এবং আমার এফ. এফ. নম্বর ৯।
- আমি একজন রিকশাচালক। আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে কোনো রকমে কায়ক্লেশে বেঁচে আছি।
- দীর্ঘ ২১ বছর পর স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আসার ফলে বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও চেতনার ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি।
- অল্প সময়ের মধ্যে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক শান্তি, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত হবে বলে ধারণা করি।

মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন

পিতা আনুল্লাহ্ শেখ
গ্রাম গুজাকুড়া
ডাকঘর ফকিরপাড়া
থানা নালিতাবাড়ি
জেলা শেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি দেশকে শত্রুমুক্ত করে একটি স্বাধীন দেশ পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি।
- দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের মেঘালয়ের তুরা জেলার রংনাবাগে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল আবু তাহেরের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৬১৫৯.
- বর্তমানে আমি গ্রাম-পুলিশের চাকরিতে নিয়োজিত আছি। মানবেতর জীবনযাপন করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, শোষণমুক্ত, সুষম ও সুশীল সমাজ গড়ে উঠুক– বর্তমানে আমি এ স্বপ্নই দেখি।

মো. আবুল হোসেন মোল্লা

পিতা হবি মোল্লা
গ্রাম চরজুঝিরা
ডাকঘর মুলফুৎগঞ্জ
থানা নড়িয়া
জেলা শরিয়তপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, এ দেশ স্বাধীন হবে। আমরা শান্তিতে বসবাস করব। দেশের মানুষের কল্যাণ হবে।

- দেশকে ভালোবেসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- হ্যাঁ, আমি মুক্তিযুদ্ধে রাইফেল, এল.এম.জি, এস.এল.আর ও স্টেনগানসহ বিভিন্ন অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছি। ১৯৭১ সালের মে-জুন মাসে ভারতের মেলাঘর, আসাম ও মণিনগরে এসব প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছি।
- ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর মঞ্জুরের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে লিপিবদ্ধ আছে। আমার কাগজপত্র বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে গেছে। তাই এফ.এফ. নম্বর সংযুক্ত করতে পারলাম না।
- বর্তমানে আমি সাধারণ ব্যবসা করে কোনোরকমে সংসার চালাচ্ছি। আমার পারিবারিক অবস্থা বেশি ভালো না। ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো লেখাপড়া করাতে পারি না। এমনকি নিয়মিত খাবার জোটানোও কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছি, সেই স্বপ্ন পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। তবু মনে করি, স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি হিসেবে বর্তমান সরকার আমাদের সেই স্বপ্ন পূরণের চেষ্টা করবে।
- বর্তমানে আমাদের স্বপ্ন হলো– দেশ যেন সন্ত্রাসমুক্ত হয়, স্বাধীনতার স্বপ্ন যেন বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায়। আশা করি বর্তমান সরকার এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবে।

মো. মুনসুর আলী

পিতা মো. সফিজুদ্দিন হাওলাদার
ঠিকানা ২০/২ বিজলী মহল্লা, ব্লক-এফ
ডাকঘর ও থানা : মোহাম্মদপুর
জেলা ঢাকা

- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি স্বপ্ন দেখেছি, পাকিস্তানি হানাদারদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবো এবং সোনার বাংলায় দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে আমরা সুখে-শান্তিতে বসবাস করবো।
- ঔপনিবেশিক শোষণ, শাসন ও নির্যাতনের হাত থেকে বাঙালি ও বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি মুক্তিযুদ্ধে কোনো প্রশিক্ষণ নিইনি।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি কাজ করেছি ২ নম্বর সেক্টরে হায়দার ভাইয়ের অধীনে মামা গ্রুপের শহীদুল হকের সঙ্গে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম কোথাও তালিকাভুক্ত হয়নি।
- বর্তমানে আমি দিনমজুরি করি। টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপন করছি। অনেকটা নুন আনতে পানতা ফুরায় অবস্থা।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। স্বাধীনতার মূলনীতি আজ ভূলুণ্ঠিত। দারিদ্র্য, শোষণ, নির্যাতন এবং অসম বণ্টন সর্বত্র। স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা এখনও দেশকে গ্রাস করে রেখেছে। জাতি হিসেবে বিশ্বে এখনও আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনি।
- স্বাধীনতার সময়ে যে-স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, তা ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারি না। দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত, সুজলা-সুফলা সোনার বাংলাই আমার স্বপ্ন।

মো. মোহসীন আলী

পিতা : রহমান বিশ্বাস
গ্রাম : চৌগাছা
ডাকঘর ও থানা : গাংনী
জেলা : মেহেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি এ দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- দেশকে স্বাধীন করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- একাত্তরের ৩০ মার্চ বিহারের চাকুলিয়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন মুক্তি সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে এম.এ. মঞ্জুরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১০১১১।
- বর্তমানে আমি একজন দিনমজুর। খুব কষ্টে সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, দেশ সেভাবে চলছে না।

- বর্তমানে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো কদর নেই। তারা এখন অবহেলার পাত্র। বিগত সরকারগুলো মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে জানতে দেয়নি। আমি আশা করি, বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মকে সবকিছু জানতে দেবে। আমি এ ধরনের স্বপ্নই দেখি।

মো. আজিমুদ্দিন সর্দার

পিতা	হায়রোল সর্দার
গ্রাম	জতারপুর
ডাকঘর	পিরোজপুর
থানা	মেহেরপুর
জেলা	মেহেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল একটাই– দেশকে স্বাধীন করব এবং দুরাচার পাকসেনাদের তাড়াব।
- পাকিস্তানিদের অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের বিহারের চাকলিয়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে ওমর আলীর অধীনে ।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার ক্রমিক নম্বর ৬৫৭১.
- আমি একজন ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা। বর্তমানে ভ্যান চালাই। এখান থেকে যা আয় হয়, তা দিয়ে অতিকষ্টে চার মেয়ে, এক ছেলের ভরণপোষণ করি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছি, সেভাবে দেশ চলছে না।
- আমি স্বপ্ন দেখি– দেশে শান্তি ফিরে আসবে, দারিদ্র্য দূর হবে।

সুধাংশু কোচ

পিতা	বিনোদ চন্দ্র কোচ
গ্রাম	শালচড়া
ডাকঘর	রাংটিয়া
থানা	ঝিনাইগাতি
জেলা	শেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দীর্ঘদিনের শাসন ও শোষণ থেকে পরিত্রাণ লাভ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং জাতির বৃহত্তর কল্যাণের স্বপ্ন দেখেছি।

- হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২১-২২ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতের মেঘালয়ের তুরাতে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল আবু তাহেরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম ঝিনাইগাতি থানা মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৫৯৭৮।
- বর্তমানে আমি ভিখারি অবস্থায় আছি। দিনমজুরি করে সংসার চালাচ্ছি।
- বহু বছর পর বর্তমানে সরকারের কার্যক্রম ও আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি ফিরে আসায় আমি মনে করি যে, আগামীদিনে অবশ্যই আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।
- আমি স্বপ্ন দেখি– আমাদের দেশ সব দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে।

মো. বাহাদুর আলী

পিতা	বাহেজ আলী
গ্রাম ও ডাকঘর	লঙ্গর পাড়া
থানা	শ্রী বরদী
জেলা	শেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখছি–এদেশ স্বাধীন হবে, মানুষের মুখে হাসি ফুটবে এবং এ দেশের মাটি ও মানুষ শত্রুমুক্ত হবে।
- এই দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৯ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের মেঘালয়ের তুরায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- আমি সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। আমরা টাঙ্গাইলে যমুনা নদীতে জাহাজমারা যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছিলাম।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল আবু তাহেরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৬৩৬২ এবং মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টের জাতীয় তালিকা নম্বর ২৪৫।

- বর্তমানে আমি বেকার। আহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রতি মাসে সরকারি রেশন পাই। এই দিয়ে কোনোমতে সংসার চালাই।
- স্বাধীন হওয়ার পরে দেশ শান্তির পথে চলছিল। হঠাৎ বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করে সন্ত্রাসীর দল ক্ষমতা দখল করে নেয়। বর্তমান সরকারের আমলে দেশ আবার শান্তির পথে ফিরে এসেছে।
- দেশকে নিয়ে আমি বর্তমানে স্বপ্ন দেখি– দেশ আবার নতুন জীবন লাভ করবে।

নকান্ত সাংমা

পিতা চন্দ্র মারাক
গ্রাম বনকালী
ডাকঘর দুধনই
থানা ঝিনাইগাতি
জেলা শেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দীর্ঘদিনের শাসন ও শোষণ থেকে পরিত্রাণ লাভ, জন্মভূমিকে শোষণ ও বঞ্চনামুক্ত করা এবং জাতির বৃহত্তর কল্যাণে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বপ্ন দেখেছি।
- যখন হানাদার বাহিনী অসহায় বাঙালিদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন এবং মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করে ঠিক তখনি আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। তখন আমার বয়স ছিল মাত্র ২২ বছর।
- জাতীয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- একাত্তরের মে মাসে ভারতের মেঘালয়ের তুরায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- আমি একজন সুদক্ষ সিপাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল আবু তাহেরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম ঝিনাইগাতি থানা মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে । আমার এফ.এফ. নম্বর ১৫৯৯১।
- বর্তমানে আমি কৃষিকাজ করি। নিজের জমি না-থাকায় অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়ায় আমার শেষজীবনে এসে ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও স্বাধীনতার জন্মদাতা শক্তি হিসেবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় ফিরে আসার পর সরকারের নীতি ও কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে আগামী দিনে আমার স্বপ্ন অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

- আমার স্বপ্ন– স্বাধীন সার্বভৌম জাতি হিসেবে বাঙালি বিশ্বের দরবারে মর্যাদার উচ্চ শিখরে আসীন হবে।

মো. বাচ্চু মিয়া

পিতা	মো. আদু মিয়া
গ্রাম ও ডাকঘর	কালিকা প্রসাদ
থানা	ভৈরব
জেলা	কিশোরগঞ্জ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অনেক আশা ও স্বপ্ন ছিল। তখন স্বপ্ন দেখতাম, জীবিত থেকে যদি দেশ স্বাধীন করতে পারি তাহলে আমরা গাজী হব। দেশের কাছে, জাতির কাছে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হব। সম্মান পাব।
- দেশকে স্বাধীন করার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতার পর শোষণমুক্ত সমাজ গড়া। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ভারতের মেঘালয় প্রদেশের তুরায় এক মাসের ট্রেনিং নিয়েছি।
- একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল তাহেরের অধীনে। আমার স্থানীয় কমান্ডার ছিলেন এম. এ. হামিদ।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার ক্রমিক নম্বর ১২৪৮০৪.
- স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি। গ্রামে রিকশা চালিয়ে যে সামান্য আয় হয়, তা দিয়ে কোনোরকমে সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, আজ পর্যন্ত আমার কিংবা জাতির সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তবু মনে এখনও আশা রাখি শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে। দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হবে। গরিবের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে।

- আমি নিজে অনেক ভালো স্বপ্ন দেখি। কিন্তু যারা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবেন, তারা যদি সত্যিকার দেশপ্রেমিক ও জনগণের নেতা হন, তবেই মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মো. নবিছদ্দিন

পিতা ইন্তাজ আলী
গ্রাম চ্যাংগাড়া
ডাকঘর ও থানা : গাংনী
জেলা মেহেরপুর।

- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে বাংলাদেশের আপামর মানুষকে মুক্ত করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্ত বায়নে সহায়তা করাই ছিল আমার মুক্তিযুদ্ধের মূল স্বপ্ন।
- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৬–২৭ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের বিহারের চাকুলিয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে ১৯৭১ সালের মে মাসে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে আমি সরাসরি যুদ্ধ করেছি।
- সেক্টর কমান্ডার এম.এ. মঞ্জুরের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং গ্রুপ কমান্ডার আজগর আলীর অধীনে ৮ নম্বর সেক্টরে আমি যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম সরকারি গেজেটভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৫১৪৪৬।
- বর্তমানে আমি চা ফেরি করি। কোনোরকমে খেয়ে না-খেয়ে সংসার চালাচ্ছি।
- বিগত ২১ বছর আমার স্বপ্নের মতো করে দেশ চলেনি। বর্তমানে (১৯৯৬-২০০১) বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমার স্বপ্নের মতো দেশ চলবে– এই আশা পোষণ করছি। স্বাধীনতাবিরোধিরা এখনও সক্রিয় আছে। সুবিধাভোগীরা স্বপ্ন বাস্তবায়নে বাধাস্বরূপ। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণ এখনো অবহেলিত।
- আমার স্বপ্ন এদেশের সমস্ত মানুষ দু'বেলা পেটভরে ভাত খেতে পারবে। মোটা কাপড় পরতে পারবে। শিক্ষার সুযোগ পাবে। চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে। দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হবে। মুক্তিযোদ্ধারা যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা পাবে।

আবদুল গফুর

পিতা	রেয়াজউদ্দিন মণ্ডল
গ্রাম	চৌগাছা
ডাকঘর ও থানা	গাংনী
জেলা	মেহেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ের আমার স্বপ্ন ছিল মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ।
- পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায়, অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে শত্রুমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য নিয়েই আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি । তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর।
- মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের এপ্রিলে ভারতের বিহারের চাকুলিয়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি সাধারণ সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর এম এ মঞ্জুরের অধীনে ।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম সরকারি গেজেট ছাড়া আর কোথাও তালিকাভুক্ত হয়নি। আমার এফ.এফ. নম্বর ৫১৩৭৪.
- বর্তমানে আমি একজন দিনমজুর। দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আমার সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি, তা আজ ধ্বংস হতে বসেছে। স্বাধীনতার বিরোধিরা তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে মুক্তিযোদ্ধারা আজ অবহেলিত।
- আমি মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখি। আমার আশা বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে।

জাফর আহম্মদ

পিতা	রফিক আহম্মদ
গ্রাম	শাহামীরপুর
ডাকঘর	ফকিরনীর হাট
থানা	পটিয়া
জেলা	চট্টগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার স্বপ্ন ছিল– এদেশকে পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে মুক্ত করব। আমি ভাবতাম, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব; তবু এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়ব।

- দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৬ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- চট্টগ্রামের পদুয়া ফরেষ্ট অফিসে ২ মাস এবং ভারতের আসামের দেমাগ্রীতে ৩ মাস মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম ও ইউনিট কমান্ডার ক্যাপ্টেন করিমের অধীনে ।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার সূচক নম্বর ১৫-৬১-১০৩, ফরম নং ৬১৯১৩২। আমার মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র ১৯৯১-এর ২৯ এপ্রিলের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে হারিয়ে যায়।
- বর্তমানে আমি একজন দিনমজুর। দিনমজুরি করে কোনোরকমে কষ্টের মধ্য দিয়ে আমাকে সংসার চালাতে হয়।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বদানকারী একটি রাজনৈতিক দল বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সে হিসেবে আমাদের স্বপ্নপূরণে সফলতা আসবে বলে আমরা মনে করি।
- বর্তমানে আমি দেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখি তা হচ্ছে– আমরা যেন বিশ্বের দরবারে একটি সুশিক্ষিত স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

মো. এছাক মিঞা

পিতা	মো. সাহেব আলী বেপারী
গ্রাম ও ডাকঘর	দেলধা
থানা	ধামরাই
জেলা	ঢাকা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি দেশমাতৃকার স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি।
- জন্মভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৭ বছর।
- বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।

- ১৯৭১ সালের জুন মাসে গাজীবাড়ি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সশস্ত্র যোদ্ধার দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ২ নম্বর সেক্টরে কমান্ডার রেজাউল করিম মানিক (শহীদ) ও নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম বাংলাদেশ তালিকাভুক্ত করার জন্য আমি মুক্তিযোদ্ধা সংসদে যথাযথভাবে আবেদন করেছি। আমার আবেদন ফরম নম্বর ১৩১৩৯৯।
- বর্তমানে আমি বেকার ভূমিহীন। সংসার চালানোর জন্য অর্থ আয়ের কোনো উৎস নেই। পরিবার-পরিজন নিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে দিন যাপন করছি।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধ সপরিবারে নিহত হবার কারণে গত ২১ বছরে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে ওঠেনি। কিন্তু বর্তমানে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার আইনের শাসন কায়েমের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশ উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছে। এজন্য মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি গর্বিত।
- বাঙালি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক– এটাই আমার বর্তমানের স্বপ্ন।

মো. আবদুল জলিল

পিতা	পাঁচু শেখ
গ্রাম	চৌগাছা
ডাকঘর ও থানা :	গাংনী
জেলা	মেহেরপুর

- দেশ স্বাধীন হবে, বাঙালি তার অধিকার ফিরে পাবে– মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এটাই ছিল আমার স্বপ্ন।
- দেশকে পাকিস্তানি শাসকদের কবল থেকে মুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ৩২ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি পূর্বে আনসার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের চাকুলিয়ায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।

- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে কমান্ডার মেজর এম. এ. মঞ্জুরের অধীনে।
- সরকারি গেজেটে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৫১৪৪২.
- বর্তমানে আমি কৃষিশ্রমিক হিসেবে মানবেতর জীবনযাপন করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- বর্তমানে দেশকে নিয়ে আমার স্বপ্ন হলো– স্বাধীনতার মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা হোক। মানুষ তার অধিকার ফিরে পাক। প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ হোক। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হোক।

সুপ্রদীপ পাঁড়ে

পিতা মুকুন্দ পাঁড়ে
গ্রাম দক্ষিণ কাইনমারী
ডাকঘর চিলাবাজার
থানা মংলা
জেলা বাগেরহাট

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, বাংলাদেশকে স্বাধীন করবো; এদেশ থেকে হানাদার পাকিস্তানিদের বিতাড়িত করে আমরা বাঙালিরা স্বাধীনভাবে বসবাস করবো।
- সোনার বাংলাদেশ থেকে অত্যাচারী পাকিস্তানিদের বিতাড়িত করে এদেশকে স্বাধীন করার আশা নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৯ বছর।
- যুগযুগান্তরের মহামানব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে, বিশেষ করে তাঁর ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- ডা. স্টিফেন মৃধার অধীনে ১৯৭১ সালের জুনে কৈলাশগঞ্জ ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে কমাণ্ডার ডা. স্টিফেন মৃধার অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মংলা থানা মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- বর্তমানে আমি সামান্য বর্গা জমি চাষ করি এবং অন্য সময়ে মাছ ধরে সংসার চালাই। অনেক স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। কিন্তু অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট থেকে আজও মুক্তি পাইনি।

- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি আমার জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, তা আজও পূর্ণ হয়নি। আশা রাখছি, বঙ্গবন্ধু-কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেষ্টায় আমাদের স্বপ্ন সফল হবে।
- বর্তমানে আমি দেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখি তা হল– শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম হবে, বাংলাদেশ থেকে চিরতরে সন্ত্রাস নির্মূল হবে, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি হবে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন ও মূল্যায়ন হবে।

মো. পাতান আলী

পিতা	সাকেম মোল্লা
গ্রাম	সাহারবাটী
ডাকঘর	ভাটপাড়া কুঠি
থানা	গাংনী
জেলা	মেহেরপুর

- পাকিস্তানি শাসনামলে আমরা বাকস্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমরা তখন মুক্ত ও স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখতাম। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য।
- পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের বিহারের চাকুলিয়া ক্যান্টনমেন্টে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে তৌফিক এলাহীর অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৫১৪৭৫।
- বর্তমানে আমি চাষাবাদ করি। অর্ধাহারে-অনাহারে আমার সংসার চলছে।
- বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন অল্প অল্প করে বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশা করি আমার স্বপ্ন পরিপূণভার্বে বাস্তবায়িত হবে।
- আমার দেশ বাংলাদেশ। আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্ব করি। আমার দেশের সকল সমস্যা দূর হোক। মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন সার্থক হোক।

মো. ছাদেক আলী

পিতা	লাল চাঁদ শেখ
গ্রাম ও ডাকঘর	নওপাড়া
থানা	গাংনী
জেলা	মেহেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি– আমাদের দেশ স্বাধীন হবেই। দেশের সমৃদ্ধি হবে। জনগণ শান্তিতে থাকবে। আমরা একটি গর্বিত জাতিতে পরিণত হবো। মুক্তিযোদ্ধাদের সবাই যথাযথ সম্মান করবে।
- দেশকে স্বাধীন করার জন্য এবং বিদেশীদের আধিপত্য থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৭ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমার আগের প্রশিক্ষণ ছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের চাকুলিয়ায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এক মাস দশ দিন ট্রেনিং নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে কমান্ডার তৌফিক এলাহীর অধীনে।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ২৫১১৮।
- বর্তমানে কর্মহীন অবস্থায় আছি। বিভিন্নজনের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ চলবে– এটাই আমার বর্তমানের স্বপ্ন।

মো. বাচ্চু মিয়া

পিতা	মো. সাহেদ আলী মিয়া
গ্রাম	লোচনপুর
ডাকঘর	বাখরনগর বাজার
থানা	রায়পুর
জেলা	নরসিংদী

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল– দেশ স্বাধীন হবে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে আমরা মুক্তি পাব। আমরা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারব এবং সবার মুখে হাসি ফুটে উঠবে।

- দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের সম্ভবত মে মাসে ভারতের গোকুলনগর ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প পাহারা দিয়েছি। হানাদার বাহিনী কখন, কোথায়, কী অবস্থায় আছে সে-খবর সংগ্রহ করে এনেছি এবং কখনও কখনও রাজাকারদের ধরে এনেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৩ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার কর্নেল শফিউল্লাহ্‌র অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। সরকার আমাকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক মুহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র' প্রদান করেছে।
- আমি একজন পল্লীচিকিৎসক। বর্তমানে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত। কয়েক বছর আগে আদম বেপারীর প্রতারণার শিকার হয়ে আজ আমি নিঃস্ব। কোনোরকমে সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছি, দেশ সেভাবে চলছে না। তবে অদূর ভবিষ্যতে আশা রাখি সব ঠিক হয়ে যাবে।
- বর্তমানে আমার স্বপ্ন– দেশের প্রত্যেকটি মানুষ শিক্ষিত হবে। বেকার সমস্যা দূর হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিটি মানুষ চিকিৎসা সেবা পাবে। নারী নির্যাতন বন্ধ হবে। নীতিহীনতার অন্ধকারে যারা ডুবে আছে তারাও সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করবে।

মো. আখলাক হোসেন

পিতা	জহির উদ্দিন বেপারী
গ্রাম	পাত্রখানা (শরিফের হাট)
ডাকঘর	জোড়গাছ
থানা	চিলমারী
জেলা	কুড়িগ্রাম

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে এবং দেশকে ভালোবেসে সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। আমার স্বপ্ন ছিল, দেশ স্বাধীন হবে। এদেশের মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থানের নিশ্চয়তা পাবে। ন্যায়বিচার পাবে।

- দেশ স্বাধীন করব, সোনার বাংলা গড়ব। পাকিস্তানিদের দুঃশাসনের হাত থেকে রেহাই পাব। এ দেশের গরিব মানুষ সুখেশান্তিতে বসবাস করতে পারবে। দেশে কোন অন্যায় অবিচার দুঃশাসন থাকবে না– এই সব আশা নিয়ে নিজের জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর ৬ মাস।
- ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- একাত্তরের মে মাসে ভারতের দার্জিলিং-এর মুজিব ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছি এবং আমার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব বীরত্বের সঙ্গে পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি মেজর নওয়াজেশের অধীনে ৬ নম্বর সেক্টরে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ এফ নম্বর ৭৪/৯।
- আমি একজন গরিব মানুষ। আমার কোন জমিজমা নেই। রাজমিস্ত্রির কাজ করে কোনরকমে জীবিকা নির্বাহ করছি। একদিন কাজ বন্ধ থাকলে ছেলেমেয়ে নিয়ে উপবাস থাকতে হয়।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর সেই স্বপ্ন কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তারপর দীর্ঘ ২১ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমরা অবহেলিত ও লাঞ্ছিত হয়েছি। বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।
- আমি আশা করি বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ধারা অব্যাহত রাখবে এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন ও সাধ বাস্তব রূপ পাবে।

স্বপন কুমার গাঙ্গুলী

পিতা মতিলাল গাঙ্গুলী
গ্রাম ও ডাকঘর গারুড়িয়া
থানা বাকেরগঞ্জ
জেলা : বরিশাল

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমার দেশ নির্ভেজাল গণতন্ত্রের অধিকারী হবে, গণ্য হবে স্বাধীন বাংলা হিসেবে। আমরা পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করব।

- পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি দল ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল স্থানীয় রাজাকার ও পিস কমিটির দালালদের সহায়তায় গানবোট নিয়ে আমাদের গারুড়িয়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। তারা আমার বাবা মতিলাল গাঙ্গুলীসহ আরও দুই ব্যক্তিকে গুলি করে মেরে ফেলে। তাদের অপরাধ ছিল তারা হিন্দু। রাজকারেরা আমাদের ঘর-বাড়ি লুটপাট করে এবং বসতবাড়ি ভেঙে নিয়ে যায়। আমি তখন ১০ম শ্রেণীর ছাত্র, বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর। পিতার সম্মুখে আমারই মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মরল আমার বাবা। এ মর্মান্তিক ঘটনাই আমাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম (জাফর) ও কমল কৃষ্ণ ব্যানার্জী গারুড়িয়া গ্রামে ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত আমাদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন গেরিলা সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি মেজর জলিলের নেতৃত্বে।
- মুক্তিযুদ্ধের পর একটি সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে।
- আমি সহায়-সম্বলহীন বেকার। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সামান্য কিছু জমি দেখাশুনা করি। আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। চোখে ভালো দেখি না। দৈহিক শক্তি কমে গেছে। অভাব-অনটন আছেই। তার ওপর আমার পথেঘাটে শত্রুরা ঘিরে আছে।
- কিছুদিন আগেও সন্ত্রাসীরা আমার ওপর দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছে। সাবেক পিস কমিটি, রাজাকার এবং তাদের অনুচরদের অত্যাচারে অনেক সময়ে ঘর-বাড়ি ছেড়ে আমাকে অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়। সেই যে একাত্তরে ঘর ছাড়া হয়েছি, আজও সেই একই অবস্থার আছি বলেই মনে হয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কোন মূল্যায়ন হয়নি। বিগত ২৫ বছর আমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে আরও কতদিন বাকি জানি না। এখন এই অবরুদ্ধ জীবনের কীভাবে অবসান ঘটানো সম্ভব সেটাই চিন্তা করি।
- দীর্ঘ ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তাই আশা করি আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন সফল হবেই।
- আমার বর্তমান স্বপ্ন হলো– দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি ও সমাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানজনক অবস্থান। দেশে শান্তি আসবে। আমার মতো আরও কত মুক্তিযোদ্ধা অবহেলিত ও অবরুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করছেন। সন্ত্রাসীদের হাত থেকে আমরা মুক্তি পাবো আর আমাদের অবরুদ্ধ জীবনের অবসান ঘটবে অচিরেই।

ভবেশ চন্দ্র রায়

পিতা	দ্বারিকা নাথ রায়
গ্রাম	রামনগর
ডাকঘর	কাচিনীয়া
থানা	খানসামা
জেলা	দিনাজপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি। নির্বাসিত জীবন ছেড়ে দেশে ফিরে যাব এবং বাবা-মা-ভাই-বোন নিয়ে সুখেশান্তিতে থাকব। স্বাধীন বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বে পরিচিত হব। এগুলোই ছিল আমার তখনকার স্বপ্ন।
- দেশকে স্বাধীন করার জন্য এবং পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি প্রথমে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরের প্রাণসাগর ইয়ুথ ক্যাম্পে এবং পরে শিলিগুড়ি পানিকাটা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি একজন ফ্রিডম ফাইটার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে কাজী মো. কামরুজ্জামানের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম গেজেটে এবং অন্যত্র তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ.নম্বর ৮৭৮৪, ক্রমিক নম্বর ৫৮-ঙ-৪৩৬০৪।
- বর্তমানে আমি একজন দিনমজুর। বাস্তুভিটা ছাড়া অন্য কোনো জমিজমা নেই।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- দেশের সব মানুষ যাতে সুখেশান্তিতে বসবাস করতে পারে; প্রত্যেকে যেন সঠিকভাবে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান পায়; অন্যান্য ধনী দেশগুলোর মতো যেন ভবিষ্যতে আমাদের দেশেরও যেন উন্নতি হয়– আমি এখনও এইসব স্বপ্নই দেখি।

মো. ইদ্রিস আলী

পিতা	ভাদু মণ্ডল
গ্রাম ও ডাকঘর	নোওয়াপাড়া
থানা	গাংনী
জেলা	মেহেরপুর

- পাকিস্তান আমলে আমরা বাক্‌স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিলাম। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এ দেশকে পাকিস্তানের করাল গ্রাস থেকে স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়ে আমি যুদ্ধ করেছিলাম।
- পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- ভারতের চাকুলিয়া ক্যান্টনমেন্টে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ২১ দিন অস্ত্র চালানোর ট্রেনিং নিয়েছি। তারপর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে তৌফিক এলাহীর অধীনে।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ২৫১০৭.
- বর্তমানে আমি একজন দিনমজুর। আমার সংসারে সদস্য সংখ্যা ৬। অনেক কষ্টে সংসার চালাচ্ছি।
- বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। তবে যে আশা নিয়ে আমরা এ দেশ স্বাধীন করেছিলাম দেশ সেভাবে চলছে না।
- দেশকে নিয়ে এখনও অনেক স্বপ্ন দেখি। আমার দেশ বাংলাদেশ। আমি আমার দেশকে নিয়ে গর্ববোধ করি। দেশের সকল সমস্যা দূর হোক, মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন সার্থক হোক।

মফিজ উদ্দিন ফকির

পিতা	সায়েদ আলী ফকির
গ্রাম	মদিবাড়ি
ডাকঘর	বরমা
থানা	শ্রীপুর
জেলা	গাজীপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি। ভেবেছি দেশ স্বাধীন করতে পারলে জনগণ সুখে থাকবে।

- দেশ স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ৩০ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- আমি ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতের শিলিগুড়ির কুচবিহারে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে কাজী নুরুজ্জামানের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- বর্তমানে আমি দিনমজুরি করি। কায়ক্লেশে অনাহারে-অর্ধাহারে আমার দিন কাটছে।
- ১৯৯৬ সালের জুন মাসে নির্বাচনে বিজয়ী সরকার আমার ধ্যানধারণার মতো দেশ চালাচ্ছে।
- আগামীতে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি।

চান্দু মিয়া

পিতা মো. শামসুদ্দিন
গ্রাম চরমান্দার কান্দি
ডাকঘর বুরুদিয়া
থানা পাকুন্দিয়া
জেলা কিশোরগঞ্জ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ৩০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের পালাটানা নামক স্থানে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৩ নম্বর সেক্টরে কর্নেল শফিউল্লাহ্‌র অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম জাতীয় তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৬৮১৬৪।
- আমি বর্তমানে একজন বেকার মুক্তিযোদ্ধা। খুবই কষ্টে সংসার চালাতে হচ্ছে।

- দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর বিগত সরকারগুলোর সময়ে এ ক্ষেত্রে তেমন সফলতা অর্জিত হয়নি। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সফলতা আসবে বলে আমি আশাবাদী।
- দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে আমরা বর্তমান সরকারের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান।

নগেন্দ্র নাথ হালদার

পিতা	বিদ্যানন্দ হালদার
গ্রাম	গাভী খোলা
ডাকঘর	গারুড়িয়া
থানা	বাকেরগঞ্জ
জেলা	বরিশাল

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি– দেশ স্বাধীন হবে, আমরা সুখে-শান্তিতে থাকব। স্বাধীন জাতি হিসেবে পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে বাস করব।
- একাত্তরের ১৬ এপ্রিল স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আমাদের গ্রামে ঢুকে আমার বাবাকে নির্মমভাবে হত্যা করে, আমাদের ঘর লুট করে । এই বর্বরদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার শপথ নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা রফিকুল ইসলাম জাফরের নেতৃত্বে গারুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন গেরিলা সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে মেজর জলিলের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। তবে আমার এফ.এফ. নম্বর মনে নেই। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি কোন সনদপত্র পাই নি।
- ছেলেমেয়ে নিয়ে নিদারুণ আর্থিক অসুবিধার মধ্যে আছি।
- দেশ স্বাধীন হবার পরে বিগত ২১ বছর মুক্তিযোদ্ধাদের কোন স্বীকৃতি ছিল না। যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম, সেভাবে দেশ চলছে না।
- দীর্ঘ ২১ বছর পরে বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছে। এখন আশা করি দেশ সুন্দরভাবে চলবে, মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলাম তা বাস্তবায়িত হবে।

মোকলেছুর রহমান

পিতা বদু মিয়া

গ্রাম দক্ষিণ শ্রীপুর

ডাকঘর গুণবতী

থানা চৌদ্দগ্রাম

জেলা কুমিল্লা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম।
- দেশকে পরাধীনতামুক্ত এবং মাতভূমির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৬ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি।
- একাত্তরের মে মাসে ভারতের বড় মুড়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র বহন ও পথপ্রদর্শক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ২ নম্বর সেক্টরে মেজর হায়দারের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে কয়েকবার সাক্ষাৎকার দিয়েছি কিন্তু এ পর্যন্ত (এপ্রিল ১৯৯৭) কোন কাগজপত্র পাই নি।
- বর্তমানে আমি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা করি। পরিবার-পরিজন নিয়ে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করছি।
- মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রথম স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু স্বাধীনতার ফল আজও আমরা পাইনি। যে স্বপ্ন নিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, সে স্বপ্ন অনুযায়ী দেশ চলছে না।
- দেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হোক। গণতন্ত্র সমুন্নত থাক। দেশে সুষ্ঠু শাসনপদ্ধতি চালু হোক যাতে সবাই নিজ নিজ অবস্থানে স্ব স্ব অধিকার নিয়ে বাঁচতে পারে। এ সব স্বপ্ন বর্তমান সরকারের পক্ষেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

লুইস রোজারিও

পিতা	যোশেফ রোজারিও
গ্রাম	চামটা
ডাকঘর	জোনাইল
থানা	বড়াইগ্রাম
জেলা	নাটোর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি ঔপনিবেশিক শোষণ থেকে মুক্তি, গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি অর্জনের স্বপ্ন দেখেছি।
- পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি কামনায় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- একাত্তরের জুন মাসে ভারতের বিহারের চাকুলিয়া বিমানবন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধার দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে কাজী নূরুজ্জামান ও মেজর গিয়াস উদ্দিনের নেতৃত্বে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম জাতীয় তালিকা ও গেজেটভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৭০৯৯.
- বর্তমানে আমি বেকার ও অসুস্থ। ভূমিহীন। পাঁচ সদস্যের পরিবারে আমিই একমাত্র উপার্জনক্ষম। আমি এস.এস.সি. পাস হওয়া সত্ত্বেও কোনো সরকারি চাকরি পাইনি।
- গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ ও শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মূল স্বপ্ন। এই স্বপ্নগুলো মূলনীতি হিসেবে পবিত্র সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলচক্র '৭৫ সালের বর্বর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সেই অঙ্গীকারগুলোকে পদদলিত করে। তারা চরম প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট, স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদীদের পুনর্বাসন এবং সাম্রাজ্যবাদনির্ভর লুটেরা ধনবাদী ধারা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মাধ্যযুগীয় বর্বরতার পঙ্কিল আবর্তে ঠেলে দেয় দেশ ও জাতিকে। ফলে গণতন্ত্র বিকশিত হয়নি। জাতীয়তাবাদ প্রশ্নের সম্মুখীন। ধর্মনিরপেক্ষতার ফাঁসি হয়েছে। সমাজ প্রগতির কথা তো বলাই বাহুল্য। যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ১৯৭১ সালে আমাদের প্রধান শত্রুর ভূমিকা পালন করেছে,

সেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদদপুষ্ট হয়ে আই.এম.এফ. বিশ্বব্যাংক নির্দেশিত পথে ক্রমেই দেশকে পরনির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। অসমাপ্ত মুক্তিসংগ্রামই আজ জাতির দ্বারপ্রান্তে।

- মুক্তিযুদ্ধ শেষ। কিন্তু মুক্তিসংগ্রাম আজও অসমাপ্ত। সংগঠিতভাবে আমরা জাতির মুক্তিসংগ্রামের কাজ অগ্রসর করে নিতে ব্যর্থ হয়েছি– যা ছিল মুক্তিযুদ্ধের শক্তির অনিবার্য রাজনৈতিক কর্তব্য। তাই আজ আমার স্বপ্ন হচ্ছে– স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের মুক্তিসংগ্রামে আবার সবাই ঐক্যবদ্ধ হবে। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে বিকল্প ধারার সংগ্রাম ও বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

আবদুল মজিদ তালুকদার

পিতা	মজিবল হক্
গ্রাম	চর সামসুদ্দিন
ডাকঘর	তোরাবগঞ্জ
থানা	রামগতি
জেলা	লক্ষীপুর

- পরের অধীনে থাকার যন্ত্রণা অনেক। মুক্তির সাধ আর ভালোভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্নই বেশি ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে।
- অনেকের মতো আমিও বুঝতে পেরেছিলাম যে, দেশের জন্য এখন কিছু একটা করা দরকার। সেই উপলব্ধি থেকেই আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২২/২৩ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে ১৯৭০ সালে নোয়াখালীর দক্ষিণ হাতিয়ায় ৪৫ দিনের আনসার ট্রেনিং নিয়েছিলাম। তাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আলাদা ট্রেনিং নিতে হয়নি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি কমান্ডারের নির্দেশে কখনও রেকি (পর্যবেক্ষণ) করা, গোপন খবর সরবরাহ করা বা শত্রুক্যাম্পে অতর্কিতে হামলা করা ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ২ নম্বর সেক্টরে মেজর লতিফের নেতৃত্বে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক মুহাম্মদ আতাউল গণী ওসমানীর স্বাক্ষরকৃত সার্টিফিকেটও আমার কাছে ছিল। ঝড়ে ঘর উড়ে যাওয়ার পর সেই সার্টিফিকেটটি আর খুঁজে পাই নি। বর্তমানে আমি রামগতি থানা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্য এবং এক নম্বর কালকিনি ইউনিয়ন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক।

- বর্তমানে আমি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। কোডেক নামক একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণসহায়তা নিয়ে নদীর পাড়ে মাছের ব্যবসা করি। আর্থিক অনটনে কোনোরকমে খেয়ে না-খেয়ে দিন পার করছি।
- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বপ্ন তো অনেক ছিল। এক পেট ভাত খেয়ে মোটা কাপড় পরে নিশ্চিন্তে রাতে ঘুমাতে পারলেই ভাবতাম স্বপ্ন সফল হয়েছে। কিন্তু তা কি হচ্ছে?
- যে দলের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, তারাই এখন দেশ চালাচ্ছে। তাই আশা অনেক স্বপ্ন অনেক। আমাদের সন্তানেরা যাতে নিরাপদে লেখাপড়া করে একটা কর্মসংস্থান পায়, আমরা গরিবরা দু'বেলা ভাত খেয়ে শান্তিতে মরতে পারি– এ স্বপ্নই আজ দেখি দেশকে নিয়ে।

মো. জাহাঙ্গীর আলম

পিতা	হাছেন উদ্দিন বেপারী
গ্রাম	পাত্রখাতা
ডাকঘর	জোড়গাছ
থানা	চিঁলমারী
জেলা	কুড়িগ্রাম

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ছয়দফা দাবির ভিত্তিতে দেশের প্রতিটি মানুষ যখন স্বাধিকার আন্দোলনে উত্তাল, তখন আমিও এদেশের ছাত্র, তরুণ, কৃষক-শ্রমিক-বুদ্ধিজীবীদের মতো একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন মনে মনে পোষণ করেছি।
- প্রথমদিকে ভেবেছিলাম, দেশের মানুষ স্বাধিকার পাবে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে যখন ঢাকাসহ সারাদেশে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে তখন দেশকে মুক্ত করার জন্য সকলের মতো আমিও মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল আনুমানিক ১৭/১৮ বছর।
- বাঙালি জাতির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- একাত্তরের এপ্রিল–মে মাসে রৌমারীতে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন মুক্তিপাগল ফ্রিডম ফাইটারের দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আবু তাহের এবং এ. এন. হামিদুল্লাহর অধীনে।

- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম জাতীয় তালিকাভুক্ত হয়েছে। জাতীয় তালিকার নম্বর গ ০২১৬০৬।
- বর্তমানে আমি রিকশা চালাই। জায়গাজমি কিছুই নেই। দুই মেয়ে, এক ছেলে এবং স্ত্রীসহ মোট ছয়জনের পরিবার। এদের নিয়ে অতিকষ্টে কালাতিপাত করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি, সেভাবে দেশ চলছে বলে মনে হয় না। বঙ্গবন্ধু তিন বছর বিধ্বস্ত দেশ গড়েছেন। তাঁকে হত্যা করে যারা ক্ষমতায় আসে তারা রাজাকার পুনর্বাসন করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের করেছে হত্যা। দীর্ঘ ২১ বছর এই ধারা চলছে। বর্তমানে স্বাধীনতার স্বপক্ষের সরকার ক্ষমতায়। আশা করি, তারা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নপূরণে যত্নশীল হবে।
- মুক্তিযোদ্ধারা যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে, সেই সুফল যেন এদেশের মানুষ বর্তমান সরকারের মাধ্যমে পায়—এই স্বপ্ন এখনও আমি পোষণ করি।

মো. নুরুল ইসলাম

পিতা	কিতাবদি ফকির
গ্রাম	বিহার ফকির পাড়া
ডাকঘর	বিহারহাট
থানা	শিবগঞ্জ
জেলা	বগুড়া

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি– দেশ স্বাধীন হবে, সোনার বাংলা গড়ে উঠবে এবং দেশের সব মানুষ সমান অধিকার পাবে।
- পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি একাত্তরের এপ্রিল ও মে মাসে ভারতের ত্রিমোহিনী ইয়ুথ ক্যাম্পে ৭ দিন এবং শিলিগুড়ির পানিঘাটায় ২১ দিনের উচ্চতর ট্রেনিং নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি প্লাটুন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে লে. কর্নেল নুরুজ্জামানের অধীনে। তখন আমাদের ইউনিট কমান্ডার ছিলেন মিত্রবাহিনীর ক্যাপ্টেন চঞ্চল সিংহ।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৯২৭০।

- বর্তমানে আমি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্রশিকা পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমার স্ত্রীও প্রশিকা পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। দু'জনের আয়ে অতি কষ্টে সংসার চলছে। আমার দুটি ছেলের একজন বি.এ. (অনার্স) ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। ছোট ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে। অর্থাভাবে আর পড়াতে পারছি না। স্বাধীনতার পর ২৬ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কোন সরকারই আমাদের কোনো মূল্য দেয়নি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম সেভাবে দেশ চলছে না।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা এখন প্রধানমন্ত্রী। আমি স্বপ্ন দেখি– তিনি সোনার বাংলা গড়বেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান দেবেন এবং তাদের পুনর্বাসন করবেন। কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না। সবাই খেতে পাবে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই সমান অধিকার পাবে।

মো. আবদুর রশীদ (ওমর আলী)

পিতা	ডা. মোবারক হোসেন
গ্রাম ও ডাকঘর	উজানগ্রাম
থানা ও জেলা	কুষ্টিয়া

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল– পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ব। একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশের নাগরিক হিসেবে সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করব।
- পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করে স্বাধীনতা লাভের জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের নদিয়ার বেতাইতে (কড়াইগাছী) আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ. মঞ্জুরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ২২৭৮।
- বর্তমানে আমি বেকার। ছোটভাইদের সহযোগিতায় সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। শুধু স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব পেয়েছি। কিন্তু যথাযথভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়নি।

- একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি মনে করি, বর্তমান সরকার দেশের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবেন। তবে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

মো. জামাল

পিতা আলী আহম্মদ
গ্রাম দক্ষিণ শাহামীরপুর
ডাকঘর ফকিরনীর হাট
থানা পটিয়া
জেলা চট্টগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, এ দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করব। বিশ্বের দরবারে বাঙালি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াব।
- পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায়-অত্যাচার-জুলুমের প্রতিবাদে এবং পঁচিশে মার্চের কালরাত্রিতে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ হত্যার প্রতিশোধ নিতে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৬ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- চট্টগ্রামের পদুয়া ফরেস্ট অফিসে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ৩ মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আমি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম ও ইউনিট কমান্ডার ক্যাপ্টেন করিমের অধীনে ।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার সূচক নম্বর ১৫-৬১-০০-১০০, ফরম নম্বর ১৯১৪৫। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ে আমার মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্রটি হারিয়ে গেছে।
- বর্তমানে আমি একজন দিনমজুর। অভাবের কারণে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারছি না।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি, দেশ সেভাবে চলছে না। কারণ গত ২১ বছর দেশ পরিচালিত হয়েছে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির হাতে। দেশ যাতে ঠিকভাবে চলতে না পারে সে জন্য তারা এখনও তৎপর।
- আমরা মাছেভাতে বাঙালি। বর্তমানে আমি দেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখি তা হলো, এ দেশের গরিব নিরীহ বাঙালিরা যেন দু'বেলা ডালভাত খেয়ে বাঁচতে পারে।

সুধীর বড়ুয়া

পিতা	বীরভদ্র বড়ুয়া
গ্রাম	শাহমীরপুর
ডাকঘর	ফকিরনীর হাট
থানা	পটিয়া
জেলা	চট্টগ্রাম

- এদেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে হবে। বিশ্বের দরবারে বাঙালি হিসেবে আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে– মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এ স্বপ্নই সারাক্ষণ আমার মনে উঁকি দিত।
- পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার, অন্যায়, জুলুম এবং সর্বোপরি ২৫ মার্চের কালরাত্রে হাজার হাজার নিরাপরাধ মানুষকে গুলি করে হত্যার প্রতিবাদে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৩ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- চট্টগ্রামের পদুয়া ফরেস্ট অফিসে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি ৩ মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি মুখোমুখি যুদ্ধ করেছি পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম ও ইউনিট কমান্ডার ক্যাপ্টেন করিমের অধীনে ।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার সূচক নম্বর ১৫-৬১-০০-৩৪৩, ফরম নম্বর ১৯১৪৬। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড়ে আমার মুক্তিযোদ্ধা সনদপত্র হারিয়ে গেছে।
- বর্তমানে আমি দিনমজুরি করি। অনেক বেলা অনাহারে-অর্ধাহারে থাকি। ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেক কষ্টে সংসার চালাতে হচ্ছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। কারণ, স্বাধীনতার শত্রুরা দেশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
- বর্তমানে আমি দেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখি তা হচ্ছে, আমরা যেন বিশ্বের দরবারে একটি সুশিক্ষিত ও আত্মনির্ভর একটি জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

হরি বালা বর্মণ

পিতা পবিত্র কুমার বর্মণ
গ্রাম লোহাগাড়া
ডাকঘর কালীগঞ্জ
থানা দেবীগঞ্জ
জেলা পঞ্চগড়

- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি এমনই স্বপ্ন দেখতাম, বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবেই। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে বাংলাদেশ একদিন মুক্ত হবে। বাংলাদেশ নামে স্বাধীন একটি দেশের জন্ম হবে এবং বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশ হতে সকল কালিমা বা অন্ধকার দূর হয়ে নতুন সূর্যের উদয় হবে।
- বাংলাদেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের মুজিব ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৬ নম্বর সেক্টরে লে. মো. ইকবাল রশিদের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৭৬/৩৫
- বর্তমানে আমি দিনমজুরি করি। তাতে যে পারিশ্রমিক পাই, তাই দিয়েই অতিকষ্টে আমার সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি বর্তমানে দেশ সেভাবেই চলছে।
- আমি স্বপ্ন দেখি, বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরও উন্নতি লাভ করবে এবং বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

মো. খন্দকার মোনয়ার আলী

পিতা খন্দকার মোহাম্মদ আলী
গ্রাম সবুজ পাড়া
ডাকঘর ও থানা : চিলমারী
জেলা কুড়িগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে আমরা সুখেশান্তিতে বসবাস করতে পারব।

- একদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার থেকে মুক্তি এবং অন্যদিকে স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- ভারতের শিলিগুড়িতে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ২৮ দিন প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে মেজর আবু তাহের এবং স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ্, গণবাহিনীর কোম্পানি কমান্ডার খায়রুল আনামের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম ভারতের কোচবিহার ও শিলিগুড়িতে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- বর্তমানে আমি দর্জির কাজ করে কোনোরকমে জীবনযাপন করছি।
- বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকায় দেশ একটু শান্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে।
- স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে শেখ মুজিব একটু শান্তিতে যখন দেশ পরিচালনা করছেন, ঠিক সেই সময়ে রক্তপিপাসুর দল তাঁকে হত্যা করে দেশের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। আমাদের স্বাধীনতার সকল স্বপ্ন ধূলার সঙ্গে মিশে যায়। বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করায় স্বাধীনতার মূলনীতির ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার আভাস পাচ্ছি।

নূর আহমদ

পিতা	ছিদ্দিক আহমদ
গ্রাম	শাহমীরপুর
ডাকঘর	ফকিরনীর হাট
থানা	পটিয়া
জেলা	চট্টগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এ দেশকে পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছি।
- দেশকে স্বাধীন করার জন্যই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ৩১ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।

- চট্টগ্রামের পদুয়া ফরেস্ট অফিসে ২ মাস এবং ভারতের আসামের দেমাগ্রীতে ৩ মাস মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি শত্রু সেনাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি এক নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম ও ইউনিট কমান্ডার ক্যাপ্টেন করিমের অধীনে ।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। সূচক নম্বর ১৫-৬১-০০-১৩১, ফরম নম্বর ১৯১৪৪। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আমার মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র হারিয়ে গেছে।
- বর্তমানে আমি দিনমজুরি করি। কোনোরকমে কষ্টে আমার সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্বদানকারী একটি রাজনৈতিক দল বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সে হিসেবে আমাদের স্বপ্নপূরণে সফলতা আসবে বলে মনে করি।
- আমি দেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখি তা হচ্ছে, আমরা যেন বিশ্বের দরবারে একটি সুশিক্ষিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি।

পবন দাশ

পিতা	হৃদয় রঞ্জন দাশ
গ্রাম	শাহমীরপুর
ডাকঘর	ফকিরনীর হাট
থানা	পটিয়া
জেলা	চট্টগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত করার এবং স্বাধীন দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছি।
- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাঙালিদের হত্যা করছিল। নিরীহ মানুষের জীবন রক্ষা করার জন্য আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২১ বছর।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একাধিকবার প্রশিক্ষণ নিয়েছি। বোয়ালখালী ফরেস্টে ১৩ দিন, পদুয়ায় ১৫ দিন এবং সবশেষে ভারতের দেমাগ্রীতে ১ মাস মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।

- মুক্তিযুদ্ধে আমি অস্ত্র হাতে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। পাকিস্তানি হানাদার, রাজাকার, আলবদর ও আল শামস্ বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে অপারেশন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম এবং ক্যাপ্টেন সিরাজুল করিমের অধীনে।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্তির জন্য আবেদন করেছি। ফরম নম্বর ৩৫২১২১। তবে ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আমার মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্রসহ সকল কাগজপত্র ভেসে যায়।
- বর্তমানে আমার কোনো চাকরি নেই। ভিটামাটি জমিজমাও নেই। অন্যের জায়গায় একটা কুঁড়েঘর করে অনেক কষ্টে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে নিয়ে জীবনযাপন করছি। পূর্বের কোনো সরকারের কাছে কোনো সহযোগিতা চাইনি। এখন যদি কোন সহযোগিতা পাই তাহলে বাঁচার একটা উপায় হবে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আগের সরকারগুলোর কাছে কিছু আশা করি নি। বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের ও গরিব মানুষের বাঁচার সুযোগ করে দেবে। জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিতার অনুসরণে দেশ চালাবে বলে আশা করি।
- আমার স্বপ্ন হলো, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি চিরস্থায়ী করার জন্য তাঁর আদর্শের ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে।

গোলাম শরীফ

পিতা	আলিম উদ্দিন
গ্রাম	দক্ষিণ শাহমীরপুর
ডাকঘর	ফকিরনীর হাট
থানা	পটিয়া
জেলা	চট্টগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, পাকিস্তানি শাসকদের নাগপাশ ছিন্ন করে আমরা একদিন এদেশ স্বাধীন করব। বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে। বিশ্বের দরবারে বাঙালি হিসেবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াব।
- বাংলার সহজ-সরল মানুষের ওপর পাকিস্তানিদের অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার এবং একাত্তরের ২৫ মার্চের গণহত্যার প্রতিবাদে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ৪১ বছর।

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'তোমাদের যার যা কিছু আছে, তা নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করো।' বঙ্গবন্ধুর সেই ডাকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- চট্টগ্রামের পদুয়া ফরেস্ট অফিসে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ২ মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম ও ইউনিট কমান্ডার ক্যাপ্টেন করিমের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার ফরম নম্বর ১৯১৪২, সূচক নম্বর ১৫-৬১-০০-০৮১। আমাকে মুহাম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র' দেওয়া হয়েছে যার নম্বর ১৩৩৮২৯।
- বর্তমানে আমি একজন দরিদ্র দিনমজুর। ছেলেমেয়েদের নিয়ে অভাব-অনটনের মধ্যে দিনযাপন করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। তার কারণ স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি এখনও সক্রিয়। একদিন জাতির পিতার ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। বর্তমানেও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারকে সাহায্য করার জন্য আমরা তৈরি আছি।
- আমি দেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখি তা হচ্ছে, এদেশের মানুষ অন্তত দু'বেলা পেটভরে খেতে পারবে। শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও বস্ত্রের অভাব থাকবে না।

কালিপদ শীল

পিতা	লোকনাথ শীল
গ্রাম	উত্তর কাউয়াকুরি
ডাকঘর	দত্ত কেন্দুয়া
থানা	মাদারীপুর
জেলা	মাদারীপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এবং এদেশের প্রত্যেকটি মানুষ স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করবে।
- বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের চাকুলীয়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার ওপর যেসব দায়িত্ব ছিল, তা আমি যথাযথভাবে পালন করেছি। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর আবুল মঞ্জুরের অধীনে।
- আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে তালিকাভুক্ত হয়েছে। এর ক্রমিক নম্বর ৫৪-৫৪-০৩৬৬। আমার এফ.এফ. নম্বর ৭৫৯৮৬.
- বর্তমানে আমি বেকার। কোনো জায়গাজমি নেই। অতিকষ্টে অপরের সাহায্য-সহযোগিতায় সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। তবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন সফল হবে আশা করি।
- আমার স্বপ্ন হলো, ভবিষ্যতে এদেশের মানুষ সুখেশান্তিতে বসবাস করতে পারবে এবং আমাদের সোনার বাংলা পৃথিবীর মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মো. তেছের আলী মণ্ডল

পিতা	মো. ছামেদ আলী মণ্ডল
গ্রাম	দয়ারামপুর
ডাকঘর	হাসিমপুর
থানা	কুমারখালী
জেলা	কুষ্টিয়া

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, দেশ স্বাধীন হবে। এ দেশের জনগণ অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করবে। বিদেশী শাসন-শোষণের অবসান ঘটবে। আর্থিক অনটনে নিপতিত এদেশের ক্ষেতখামারের দিনমজুরদের আর্থিক অনটন দূর হবে। জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান হবে। জাতি হিসেবে এদেশের জনগণ সম্মান, সমৃদ্ধি লাভ করবে।
- দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি গোপালপুরের ঘাসখাল নামক স্থানে।

- আমি একজন সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের শত্রুপক্ষের সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি। তাদের নিরাপদে আত্মগোপন করতে সহযোগিতা করেছি। এক দলের সঙ্গে অন্য দলের যোগাযোগ এবং গোপন সংবাদ আদান-প্রদানে সহযোগিতা করেছি। জীবন বাজি রেখে মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি কাজ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর মঞ্জুরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম কোথাও তালিকাভুক্ত হয়নি। তবে এ অঞ্চলের বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধারা আমার কর্মকাণ্ডের সাক্ষী।
- বর্তমানে আমি দিনমজুরের কাজ করি। সংসারে ৮ জন সদস্য। সংসারে আয়ের জন্য কোনো স্থায়ী ব্যবস্থা নেই। দিন আনি দিন খাই। পরিবার-পরিজন নিয়ে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছি।
- যে আকাঙ্ক্ষায় জীবনবাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছি, তার কিছুই পূর্ণ হয়নি।
- শত ক্লেশের মধ্যে মনের গভীরে এক ক্ষীণ আশা প্রায় নিভে যাওয়া প্রদীপের আলোর মতো জেগে আছে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি যদি দেশ জাতির মুক্তির পথকে সুগম করে, তবে হয়তো একদিন এই দুর্দশার পরিসমাপ্তি হবে। আমাদের অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন জনগণ মুক্তির প্রকৃত স্বাদ উপলব্ধি করতে পারবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু সেটা কবে হবে জানি না। সে সুদিন আমার মত দুঃস্থজনের দুয়ারে আসবে কিনা তাও জানি না।

মো. আব্দুর রশিদ

পিতা তমিজ গোলাম
গ্রাম দক্ষিণ শাহমীরপুর
ডাকঘর ফকিরনীর হাট
থানা পটিয়া
জেলা চট্টগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, পাকিস্তানি শাসকদের নাগপাশ ছিন্ন করে এদেশকে একদিন আমরা স্বাধীন করব। বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে। বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াব।
- পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচার, অন্যায়, জুলুম ও অবিচার এবং ২৫ মার্চের বর্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ৩৮ বছর।

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- চট্টগ্রামের পদুয়া ফরেস্ট অফিসে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি ২ মাসের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি সম্মুখ সমরে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম ও ইউনিট কমান্ডার ক্যাপ্টেন করিমের অধীনে।
- আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। সূচক নম্বর ১৫-৬১-০০-২৯৮ এবং ফরম নম্বর ১৯১৪০। আমাকে মুহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র' দেওয়া হয়েছে, যার ক্রমিক নম্বর ১৩৩৮৮৮।
- বর্তমানে আমি সাম্পান মাঝি। অভাবের দরুন আমার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া হতে বঞ্চিত। নিজের বাসস্থানও নেই।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, দেশ সেভাবে চলছে না। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি দেশের স্বাধীনতাকে নস্যাৎ করার জন্য সবসময়ে সক্রিয় রয়েছে। তাদের প্রতিহত করতে না পারলে দেশ ভালোভাবে চলবে না।
- বর্তমানে আমি দেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখি তা হচ্ছে, এদেশের মানুষ যেন দু'বেলা পেটভরে খাবার পায়। কেউ যেন অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

রাজেন্দ্র দাশ

পিতা	জয় চন্দ্র দাশ
গ্রাম	শাহমীরপুর
ডাকঘর	ফকিরনীর হাট
থানা	পটিয়া
জেলা	চট্টগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি পাকিস্তানি শাসকদের হাত থেকে এদেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি। বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হবে এবং জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াব– এ স্বপ্নটি সবসময়ে আমার মনে উঁকি-ঝুঁকি দিত।

- আমরা বাঙালি, বাংলা আমাদের ভাষা। আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার চাই। আমরা পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি চাই। আমরা কারো অধীনে থাকতে চাই না। এ-কারণে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ২১ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি শত্রুদের বিরুদ্ধে সামনাসামনি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম ও ইউনিট কামান্ডার ক্যাপ্টেন করিমের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। সূচক নম্বর ১৫-৬১-০০-৩০২, ফরম নম্বর ১৯১৪৭। তবে ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আমার মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্র নষ্ট হয়ে গেছে।
- বর্তমানে আমি গ্রামের কিছু নিরক্ষর ছাত্রছাত্রীকে পাঠদান করে কোনোরকমে জীবিকানির্বাহ করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে বলে মনে হয় না। তবে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন করার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা দেশের সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের মনে এক রকম আশা যুগিয়েছে। বর্তমানে দেশ মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্নপূরণে সচেষ্ট বলে আমরা মনে করি।
- এদেশের মানুষ অন্ততপক্ষে দু'বেলা পেটভরে খাবার পাবে এবং তাদের চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার ব্যবস্থা হবে– এটাই আমার স্বপ্ন।

মো. আকবর আলি শেখ

পিতা	আবদুল জব্বার শেখ
গ্রাম ও ডাকঘর	হাসিমপুর
থানা	কুমারখালি
জেলা	কুষ্টিয়া

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। এ দেশের দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ অর্থনৈতিক মুক্তি পাবে। বিদেশী শাসন-শোষণের অবসান ঘটবে।

- দেশ স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি গোপালপুরের ঘাসখাল নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি একজন সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের এক দলের সঙ্গে অন্য দলের যোগাযোগ এবং গোপন সংবাদ আদানপ্রদান করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার সরবরাহ করেছি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।
- আমি কাজ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর মঞ্জুরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম কোথাও তালিকাভুক্ত হয়নি। এ অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধারা আমার ভূমিকা সম্পর্কে জানে।
- বর্তমানে আমি দিনমজুরের কাজ করি। সংসারে ৮ জন সদস্য। দিন আনি দিন খাই। পরিবার-পরিজন নিয়ে এক অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে সময় কাটাচ্ছি।
- যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করেছি, তার কিছুই পূরণ হয় নি। বরং নিরাশা, রিক্ততা, অনিশ্চয়তা ও দুর্ভোগ এখন আমার নিত্যসঙ্গী।
- আমার স্বপ্ন হলো, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হোক। অসহায় ও দরিদ্র মানুষ স্বাধীনতার প্রকৃত স্বাদ পাক। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি যদি একত্র হয়ে স্বাধীনতার বিরোধীশক্তিকে পরাজিত করে দেশ ও জাতির মুক্তির পথকে সুগম করে, তবে হয়তো একদিন আমাদের সকল দুর্দশার পরিসমাপ্তি ঘটবে বলে আমি মনে করি।

রিচার্ড এ হালদার

পিতা	প্রভাত চন্দ্র হালদার
গ্রাম ও ডাকঘর	শেহালাবুনিয়া
থানা	মংলা
জেলা	বাগের হাট

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম, আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতি পরিচিতি লাভ করবে। আমাদের আর কারো পদানত হয়ে থাকতে হবে না। আমার বাড়ি আমি সুন্দরভাবে সাজাব। যদি যুদ্ধে মরে যাই, তবে বিজয়ের পরে নতুন সরকার আসবে এবং আমার শোকাহত পরিবারের পাশে এসে দাঁড়াবে। সরকার আমাদেরকে দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিকের মর্যাদা দেবে।

- পাকিস্তান সরকার আমাদের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করত। বিভিন্ন সময় দেখেছি বাঙালিদের উপর নির্যাতন, জুলুম করত তারা। এ সব বৈষম্য আমার মনে দাগ কাটত। একপর্যায়ে '৬৯-এর গণআন্দোলন শুরু হয়। বাঙালির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্দোলন সাফল্য লাভ করে ৭০-এর নির্বাচনে। নির্বাচনে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক বাহিনী নামানো হল। নিরীহ মানুষের প্রতি চলল গুলি। বাঙালির অধিকার হরণ করার মানসে তারা হত্যাযজ্ঞ, নারী নির্যাতন, জুলুম ও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠল। এ সকল দৃশ্য দেখার পর আমার পক্ষে আর চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। প্রতিজ্ঞা করলাম, হয় মারব, না হয় মরব। বাংলার মানুষের প্রতি পাকিস্তানিরা যে আচরণ করেছে তার দাঁতভাঙা জবাব দেব।
- বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ১৯৬৭-৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার হাইস্কুলে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। আমিও সেই প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। পরে ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রামপাল থানা লিডার শেখ আব্দুল জলিল, থানা ডেপুটি লিডার মুনির আহাম্মেদ খান আলমের কাছে সুন্দরবনে গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছি ।
- আমি ক্যাথলিক মিশনের পক্ষ থেকে অসহায় ও বিপন্ন হিন্দু পরিবারগুলোর কাছে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দিয়েছি। বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোক সংগ্রহ ও বাছাই করে তাদের গেরিলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। মুক্তিযুদ্ধে আমি কাজ করেছি মংলা এলাকার ডেপুটি লিডার মনির আহম্মদ খান আলমের সহযোগী হিসেবে।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে মুজিববাহিনীর ডিস্ট্রিক লিডার খুলনার কামরুজ্জামান টুকু, থানা লিডার শেখ আবদুল জলিল ও ডেপুটি লিডার মনির আহম্মদ খান আলমের নেতৃত্বে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে কিনা সঠিক বলতে পারব না। কারণ আমি তো মুজিববাহিনীর সদস্য। বিগত সরকারের সময় কয়েকবারই ফরম পূরণ করেছি। কিন্তু তালিকাভুক্তি হয়েছে কিনা জানি না। এমনকি গত বি.এন.পি. সরকারের আমলে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচনে ভোটার তালিকায়ও আমার নাম ওঠানো হয়নি। মুজিববাহিনীর কিছু কাগজ আমার ছিল, তাও নষ্ট হয়ে গেছে।
- বর্তমানে আমি সেন্ট পলস উচ্চবিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারি হিসেবে কাজ করছি। বেতন-ভাতাসহ আমার সর্বমোট মাসিক আয় ১৭০৫ টাকা। এতে সংসার চলে না। ঋণ করেই সংসার চালাতে হয়।
- যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, দেশ সেভাবে চলছে না। বিগত সরকারগুলো যেভাবে দেশ পরিচালনা করেছে, তা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে হয়েছে। দেশ সন্ত্রাসীদের হাতে

জিম্মি হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসীরা যখন যে সরকার আসে, সেই সরকারকে নিজের করে নিতে সক্ষম হয়। বর্তমান সরকারও এদের থেকে রেহাই পাচ্ছে না। একটা কথা উল্লেখ করতে চাই, বর্তমান সরকারের নিজের নিরাপত্তা বেষ্টনী মজবুত নয় বলে আমি মনে করি।

- আমি একটি সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখি। সেই বাংলাদেশ এমন একটি দেশ হবে যেখানে থাকবে না সন্ত্রাস, দুর্নীতি, রাহাজানি, খুন ও ব্যক্তিস্বার্থের তাণ্ডব। থাকবে না অপহরণ ও নারী নির্যাতন। থাকবে না দলীয়করণ।

নীল রতন মন্ডল

পিতা রসিক লাল মণ্ডল
গ্রাম বরুনা
পো বরুনা বাজার
থানা ডুমুরিয়া
জেলা খুলনা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বপ্ন দেখতাম, গোলামির শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম একদিন সফল হবে। রক্ত দিয়ে হলেও আমাদের মাতৃভূমি পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবে।
- অবিচার-অত্যাচার ও শোষণের মাধ্যমে পাকিস্তানিরা অন্যায়ভাবে এ দেশকে পদানত করে রাখতে চেয়েছিল। একাত্তরের গণহত্যাই তার বড়ো প্রমাণ। তারই প্রতিবাদে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২১ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম।
- ভারতের ২৪ পরগনার টকিপুর ও পেপে ক্যাম্পে এবং বিহারের চাকুলিয়া সেনা ব্যারাকে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- দুর্ভাগ্যবশত আমি যুদ্ধে অংশ নিতে পারলেও সমবয়সী যুবকদের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়েছি।
- আমি ৯ নম্বর সেক্টরে মেজর এম. এ. জলিলের অধীনে থাকা অবস্থায় বাম পায়ে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারিনি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই।
- সামান্য জমিতে চাষাবাদ করে দু'পুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে কষ্টের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছি। দু'সন্তানের পড়াশুনার ব্যয়ভার বহন করার সামর্থ্য আমার নেই।

- বর্তমানে বাংলাদেশ স্বাধীনতাবিরোধী চক্রের সকল ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। বর্তমান সরকার সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

আমার স্বপ্ন এদেশের মানুষ ভেদাভেদ ভুলে, হিংসা-বিদ্বেষ পরিহার করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনে একাত্ম হয়ে দেশগড়ার কাজে প্রবৃত্ত হবে।

মো. শাহজাহান গাজী

পিতা	অছিমুদ্দিন গাজী
গ্রাম	দক্ষিণ তরপুরচণ্ডী
ডাকঘর	বাবুরহাট
থানা	চাঁদপুর
জেলা	চাঁদপুর

- আমি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- দেশের স্বাধীনতার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের ওম্পি ট্রেনিং সেন্টারে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি গ্রুপ কমাণ্ডো হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ২ নম্বর সেক্টরে মেজর হায়দারের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার স্বাধীনতা যুদ্ধের সনদপত্রের নম্বর ২৪১০২।
- বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক থেকে ঋণ নিয়ে কাঁচামালের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছি।
- বঙ্গবন্ধুর ডাকে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেই স্বপ্ন আজও পূরণ হয় নি।
- বর্তমানে আমি একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি।

মো. ইজাল উদ্দিন

পিতা ছামছুদ্দিন মণ্ডল
গ্রাম শিতলী
ডাকঘর ভালকী বাজার
থানা হরিণাকুণ্ডু
জেলা ঝিনাইদহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি। দেশ স্বাধীন হবে। আমাদের একটি নিজস্ব আবাসভূমি হবে। আমরা নিজেরাই নিজেদের শাসন করব। আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। আমাদের উপর বুর্জোয়াশ্রেণীর শাসন থাকবে না। সর্বোপরি, সবুজের মাঝে গাঢ় লাল সূর্য খচিত একটি পতাকার স্বপ্ন দেখেছি।
- পাক হানাদার বাহিনী তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের উপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করে। মা-বোনদের ধর্ষণ, যুবকদের হত্যা, গ্রামকে গ্রাম জ্বালাতে লাগল। এসব দেখে একজন বিবেকবান মানুষ হিসেবে স্থির হয়ে বসে না থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। আমার বয়স ১৭ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- একাত্তরের সেপ্টেম্বরে ভারতের বিহারের চাকুলিয়া মিলিটারি একাডেমীতে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আবদুর রহমানের প্লাটুনে ও আব্দুল ওয়াহেদ জোয়ার্দারের সেকশনে একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর বানপুর সেক্টরে মেজর আবুল মঞ্জুরের অধীনে।
- আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্রপ্রাপ্ত একজন মুক্তিযোদ্ধা। জাতীয় গেজেটে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে, যার নম্বর চ ০২০৩২০। আমার এফ.এফ. নম্বর ৬১২৫.
- বর্তমানে অন্যের ক্ষেতে কামলা খেটে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছি।
- বিগত পঁচিশ বছরে বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি তেমন একটা চোখে পড়ে না। তবে বর্তমান সরকারের যদি বোধোদয় হয় এবং মতিভ্রম না ঘটে তাহলে তৃণমূল পর্যায়ের লোকদের মুক্তি আসবে বলে আশা করা যায়।
- বর্তমানে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি দেশ শাসন করছে। আমি মনে করি, এবার মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মূল্যায়ন করা হবে। যুদ্ধাহত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। সবশেষে আমার মতো পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসিত করে সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে।

মো. আমীর হোসেন

পিতা মৌলানা মো. নুরুল হক
গ্রাম ডোমরাকান্দি
ডাকঘর কোমরপুর
থানা কোতোয়ালী
জেলা ফরিদপুর

- আমি ১৯৭১ সালে ভেবেছি, পাক হানাদার বাহিনীর নির্মম ছোবলে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ওদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করব। একটি স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ব। যেখানে থাকবে না কোন প্রকার নির্যাতন, নিষ্পেষণ, কোন্দল ও ভেদাভেদ। যেখানে দুঃখী মানুষ পাবে তাদের অধিকার। পাবে দুমুঠো ভাত, কাপড়, বাসস্থান ও চিকিৎসার নিশ্চয়তা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি এমন একটি শোষণহীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছি।
- পশ্চিমা হানাদাররা যেভাবে বাংলার মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা, ধর্ষণ, বাড়িঘর লুণ্ঠন ও সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল সেই ভয়াবহতা দেখে বাংলার মানুষকে পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে জীবনকে তুচ্ছ মনে করে অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। আমি তখন ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজের আই.এ. ক্লাসের ছাত্র। তখন আমার বয়স ১৬ বছরের উর্ধ্বে।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়েছি।
- ফরিদপুর নগরকান্দা থানার মাঝিকান্দা মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- একজন গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে আমি কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্ত ানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। একাত্তরের ৬ ডিসেম্বর নগরকান্দা থানার শেষ যুদ্ধে বাম পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে আমি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর আবুল মঞ্জুর ও কমান্ডার ক্যাপ্টেন খোরশেদ আলম (ফরিদপুর সাব সেক্টর) এবং এফ.এফ. কমান্ডার এম.এ. হামিদের নেতৃত্বে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রদত্ত পরিচয়পত্র নম্বর ১৬৪৮১। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিচয়পত্র নম্বর ০০১২। প্রতিবন্ধী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্র্যাস্টের নম্বর ১৯৮। মুক্তিযুদ্ধে গুরুতর আহত হওয়ার কারণে আমি ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিতে পারিনি।

অস্ত্র জমা দিয়েছি ক্যাম্প কমান্ডার এম.এ. হামিদের কাছে। ফলে আমি এফ.এফ. নম্বর নিতে পারি নি। তবে আমার কাছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাক্ষরিত মূল্যবান একটি প্রশংসাপত্র রয়েছে।

- বর্তমানে আমি ফরিদপুর বাস টার্মিনালের একজন খণ্ডকালীন শ্রমিক। কৃষিকাজও করি। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা পাই। সব মিলিয়ে যা পাই তা দিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে জীবন বাঁচানো খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আমার মাথা গোঁজার কোনো ঠাঁই নেই।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছি দেশ আজ সেভাবে চলছে না।
- এদেশের উন্নয়নের জন্য সবার আগে সোনার মানুষ গড়তে হবে। আমাদের মতো গবির-দুঃখী মানুষের উন্নয়নের মাধ্যমেই সত্যিকারের একটি সুখী বাংলাদেশ গড়ে উঠতে পারে। এ জন্য প্রশাসন থেকে দুর্নীতিবাজদের সরাতে হবে। দুঃখী মানুষ, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাত, কাপড়, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। স্বাধীনতার স্বাদ পৌঁছে দিতে হবে প্রতিটি দুঃখী মানুষের ঘরে। আমি দেশকে নিয়ে এমন একটি স্বপ্নই দেখি।

মো. আক্কেল আলী

পিতা	নঈম উদ্দিন সরকার
গ্রাম	চামিয়াদী
ডাকঘর	উথুরা বাজার
থানা	ভালুকা
জেলা	ময়মনসিংহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে অতি সত্বর আমরা স্বাধীন জাতি হিসেবে সারা দুনিয়ায় পরিচিত হব।
- প্রিয় মাতৃভূমিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের মে-জুন মাসে ঢালুয়ার কাতলামারী মল্লিক বাড়ি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল আবু তাহের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বিভিন্ন সময়ে আমি নাম জমা দিয়েছি। কিন্তু তা তালিকাভুক্ত হয়েছি কিনা জানি না। এফ.এফ. নম্বর আমার এখন মনে নেই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিভিন্ন কারণে আমার সমস্ত কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে।

- বর্তমানে আমি কৃষি কাজ করে খেয়ে না-খেয়ে কোনোরকমে পরিবার-পরিজন নিয়ে দিনাতিপাত করছি।
- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে স্বপ্ন দেখেছি, দেশ পুরোপুরি সেভাবে চলছে না। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেভাবে দেশ পরিচালনা করা হবে বলে আশা করছি এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে বলে আমার বিশ্বাস।
- বর্তমানে আমার স্বপ্ন হলো, আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা করবে এবং বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

মো. জয়নাল আবেদীন

পিতা মো. অমেজ উদ্দিন

গ্রাম নয়াপাড়া

পো. মাটিছাটা

থানা শ্রীবরদী

জেলা : শেরপুর

- পাকিস্তানি শোষকদের হাত থেকে এদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনই ছিল একমাত্র স্বপ্ন।
- হানাদার বাহিনীর হাত হতে দেশকে মুক্ত করার জন্যই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে ভারতের ভুটাং দারেঙ্গাপাড়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি অস্ত্র হাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল তাহেরের অধীনে।
- ভারতের মেঘালয়ের পুরাখাসিয়া ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৬৪১২।
- আমি একজন কৃষক। তিন বিঘা জমিই আমার সম্বল। পরিবারের লোকসংখ্যা ৯ জন। কোনোমতে দিনাতিপাত করছি। অভাব আমার নিত্যসঙ্গী।

- হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে সত্যি, কিন্তু দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়নি। দেশ এখনও শোষকচক্রের জালে আবদ্ধ। দেশবাসীর দারিদ্র্যমোচনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। দেশে ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়ে এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
- আমি আশা করি, বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার বন্ধ হবে। সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

মো. আবুল হোসেন

পিতা রূপচান মিয়া
গ্রাম লোচনপুর
পো বাখর নগর
থানা রায়পুরা
জেলা : নরসিংদী

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি অসাম্প্রদায়িক, শোষণহীন, দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ একটি সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি।
- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৭ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের আসাম রাজ্যের লোহরবন অঞ্চলে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৩ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার কে. এম. শফিউল্লাহর অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১১৫৯২। জাতীয় তালিকাভুক্তি নম্বর ৬৩।
- বর্তমানে আমি বেকার। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে আমার সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি দেশ পরিচালনা করুক এবং মুক্তিযুদ্ধের চারটি স্তম্ভ– গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হোক বর্তমানে এটাই প্রত্যাশা করি।

মোছাম্মৎ রিজিয়া খাতুন

স্বামী	সিরাজুল ইসলাম
গ্রাম ও ডাকঘর	রয়েড়া
থানা	শৈলকুপা
জেলা	ঝিনাইদহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলাম।
- তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি পাকিস্তানিদের হাতে বন্দী ছিলাম। নয় মাস পাকবাহিনীর ক্যাম্পে আমাকে অকল্পনীয় পাশবিক অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে।
- আমার মুক্তিযুদ্ধ ছিল অন্য রকম। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত কসবামাজাইল গ্রাম থেকে আমার ভাইয়ের সঙ্গে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হই। শৈলকুপা থানার রাণী নগর গ্রামে পৌছালে ঐ গ্রামের কুখ্যাত রাজাকার কমান্ডার হাজারী মন্ডল আমাকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে তুলে দেয়। তারা আমাকে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের সেনাক্যাম্পে ক্যাপ্টেন জুবেরীর হাতে সোপর্দ করে। পাঁচদিন পর ক্যাপ্টেন জুবেরী আমাকে পুনরায় শৈলকূপা নিয়ে আসে এবং সেখানকার ক্যাম্পে আটকে রাখে দীর্ঘ ৯ মাস। শৈলকুপা মুক্ত হবার পূর্বমুহূর্তে ক্যাপ্টেন জুবেরী আমাকে ওখানে আটকে রেখে পালিয়ে যায়। শৈলকুপার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো. রহমত আলী মন্টু এবং তাঁর দল আমাকে উদ্ধার করে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তুলে দেয় আমার হাতে। মুক্তিযোদ্ধারা সম্মিলিতভাবে মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে আমার বিয়েরও ব্যবস্থা করেন।
- প্রযোজ্য নয়।
- মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিযুদ্ধের নির্যাতিতা নারী হিসেবে আমার নাম কোথাও তালিকাভুক্ত হয় নি।
- বর্তমানে অস্থায়ী গৃহপরিচারিকা হিসেবে অর্ধাহারে-অনাহারে আমার দিন কাটছে। ১৯৯২ সালে আমার স্বামী গুরুতর অসুস্থ হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে। স্বামীর কোনো সহায়সম্পত্তি না থাকায় আমি দুটি কন্যা সন্তান নিয়ে অসহায়ভাবে দিনাতিপাত করছি। বর্তমানে আমার মাথা গোঁজার মতো কোন ঠাঁই স্থান নেই। মেয়ে দুটি ৮ম এবং ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। ওদের যদি কোন কর্মসংস্থান হয় এবং বীরাঙ্গনা জননী হিসেবে আমাকে যদি পুনর্বাসিত করা হয় তবে কৃতজ্ঞ থাকব।
- আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।
- দুর্নীতিমুক্ত শোষণহীন সমাজে ইজ্জতের সঙ্গে বেঁচে থাকতে চাই।

মো. আবুল কালাম

পিতা	হাসান আলী মুন্সি
গ্রাম	জানপাড়া
ডাকঘর	মুন্সিগঞ্জ
থানা	পাথরঘাটা
জেলা	বরগুনা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলাম।
- স্বাধীনতার জন্যই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২১ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- তখন আমি সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলাম। ফলে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় নি। সেনাবাহিনীতে আমার নম্বর ছিল ২৯২৮৭৫০।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি মর্টার প্লাটুনের কমান্ডার ছিলাম।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে এম.এ. জলিলের অধীনে।
- দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেনা সদর দপ্তরের আর্টিলারি হেড কোয়ার্টারে সমস্ত কাগজপত্র জমা দিয়ে আমি সেনাবাহিনীর চাকরিতে যোগদান করি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার সমস্ত কাগজপত্র এখন সদর দপ্তরে জমা আছে।
- বর্তমানে আমি বেকার অবস্থায় অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছি।
- দীর্ঘ ২১ বছর পর বর্তমানে কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।
- আমি আজও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখি।

মজেন্দ্র কোচ

পিতা	শ্রী অরবিন্দ নাথ কোচ
গ্রাম ও ডাকঘর :	রাংটিয়া
থানা	ঝিনাইগাতী
জেলা	শেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি পাকিস্তানিদের দীর্ঘদিনের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি এবং আমার জন্মভূমিকে সকল প্রকার বৈষম্য ও বঞ্চনামুক্ত করার লক্ষ্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি।

- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন অসহনীয় অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে শুরু করল এবং মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু করে দিল, তখনই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ২২-২৩ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- একাত্তরের মে মাসে ভারতের মেঘালয়ের তুরায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- একজন সুদক্ষ সৈনিক হিসেবে আমি অস্ত্রহাতে সরাসরি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি ।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল আবু তাহেরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ঝিনাইগাতি থানা কমান্ড কার্যালয়ে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৬০১০। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট বাংলাদেশের সনদপত্রের নম্বর ৮৭৮০৪।
- বর্তমানে আমি কৃষিকাজ করি। নিজের জমি না থাকায় অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ করে বেঁচে আছি। আমার সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ। ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো পরনের কাপড়-চোপড়ও দিতে পারি না।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত না হওয়ায় শেষজীবনে এসে আমি ভরসা হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ক্ষমতা ফিরে পাওয়ায় এবং তাদের কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে আগামীদিনে অবশ্যই আমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। এটা আমার আন্তরিক বিশ্বাস।
- বর্তমানে আমি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি। কারণ বর্তমান সরকার স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি শুধু নয়, বরং তারাই স্বাধীনতার জন্মদাতা শক্তি। আমাদের স্বপ্ন হলো তাদের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক।

নীরদ চন্দ্র রায়

পিতা ভুবন চন্দ্র রায়
গ্রাম বীরবান্দা
পো লংগর পাড়া
থানা শ্রীবরদী
জেলা : শেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বপ্ন দেখেছি, একটি শোষণমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সমৃদ্ধশালী ও স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হবেই।

- গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের উপর সশস্ত্র নির্যাতন চালায়। নির্বিচারে গুলি করে বাঙালিদের হত্যা করে। ঘরবাড়ি, দোকান-পাট, যানবাহন জ্বালিয়ে দেয়। চোখের সামনে আমার বাড়িঘরও তারা পুড়িয়ে দেয়। আমাদের মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন করে। এতসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যেই আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৭ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- একাত্তরের মে মাসে ভারতের ভুটাং দারেঙ্গাপাড়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল আবু তাহেরের অধীনে।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুরাখাসিয়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে এবং স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৬৪৮১।
- বর্তমানে আমি বেকার অবস্থায় দিনমজুরি করে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণসহ সর্বজনীন শিক্ষা, চিকিৎসা, খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং আধুনিক কৃষিপদ্ধতি, সমবায় ও শিল্পায়নের মাধ্যমে সোনার বাংলা গড়ে তোলাই আমার স্বপ্ন।

মো. আবদুল আলিম বিশ্বাস

পিতা	ঝবু বিশ্বাস
গ্রাম	পদ্মবিলা
ডাকঘর	বনগ্রাম
থানা	সাঁথিয়া
জেলা	পাবনা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে এদেশ থেকে চিরতরে বিতাড়িত করে বাংলাদেশ স্বাধীন করব।
- পাকিস্তানিদের অন্যায়, অবিচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার আদায় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার শপথ নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৮ বছর।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ডাকে সাড়া দিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- প্রথমে ভারতের কেচুওয়া ডাঙ্গা এবং পরে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিরামপুরে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ২৮ দিন প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে মেজর গিয়াস উদ্দিনের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম প্রথম জাতীয় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নম্বর অ-০২৮৯০৬। আমার এফ.এফ. নম্বর ২৫৩০৮। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্রও পেয়েছি।
- বর্তমানে আমি দিনমজুরি করে কোনোমতে দিন কাটাচ্ছি। আমার ৬ মেয়ে, ১ ছেলে নিয়ে মোট ৯ জনের সংসার।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- বর্তমানে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা তথা শোষণমুক্ত দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখি।

মো. কালু মিয়া

পিতা	জসিম উদ্দিন মিয়া
গ্রাম	বিষ্ণুপুর
ডাকঘর	দুলাই
থানা	সাঁথিয়া
জেলা	পাবনা

- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার স্বপ্ন ছিল, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে এদেশ থেকে চিরতরে বিতাড়িত করে বাংলাদেশ স্বাধীন করব।
- পাকিস্তানিদের অন্যায়, অবিচার ও জুলুম প্রতিরোধ, বাঙালি জাতির ন্যায্য অধিকার আদায় এবং পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।
- বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি গুপ্তচর হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং আমাদের দল নিয়ে যুদ্ধ করেছি।

- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে মেজর গিয়াস উদ্দিন ও স্থানীয় কমান্ডার শহীদ আখতার আলমের নেতৃত্বে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাকে মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমানে আমি বেসরকারি সংস্থা 'সমতা'র একজন ভূমিহীন সদস্য। ভূমিহীন হিসেবে এক একর খাসজমি কবলামূলে পেয়েছি। সেই থেকে কোনোমতে আল্লাহ চালাচ্ছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- আমি এখনও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখি।

মো. রেজাউল করিম

পিতা	ইব্রাহিম হোসেন
গ্রাম ও ডাকঘর	গৌরীগ্রাম
থানা	সাঁথিয়া
জেলা	পাবনা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি পাকিস্তানি হানাদারদের এদেশ থেকে চিরতরে বিতাড়িত করে বাংলাদেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৭/১৮ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমাদের গ্রুপের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিসেবে আমার দায়িত্ব ছিল শত্রুপক্ষের গোপন তথ্য সংগ্রহ করা এবং ক্যাম্প পাহারা দেয়া।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে লে. কর্নেল নূরুজ্জামান এবং স্থানীয় কমান্ডার আবুল কাশেম সরদারের নেতৃত্বে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র প্রদান করেছে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদেও তালিকাভুক্তির জন্য আমি আবেদন করেছি যার ফরম নম্বর ৮০২০।

- আমি বর্তমানে 'সমতা' নামে একটি এন.জি.ও.-তে চাকরি করি। এ থেকে যে বেতন পাই তা দিয়ে কোনরকমে সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- আমি এখনও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখি।

মো. জমশেদ মিঞা

পিতা আ. ছোবান

গ্রাম মোছাপুর

ডাকঘর নারায়ণগঞ্জ

থানা রায়পুরা

জেলা নরসিংদী

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার এবং স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছি।
- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে হটানোর জন্য এবং বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর।
- বঙ্গবন্ধুর ডাকে জীবন বাজি রেখে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- একাত্তরের জুন মাসে ভারতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে সেকশন লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমার মূল দায়িত্ব ছিল পাকবাহিনী যাতে নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে না পারে সে জন্য যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৩ নম্বর সেক্টরে কে. এম. শফিউল্লাহর অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসা করে কোনোরকমে সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- বর্তমানে আমি সন্ত্রাসমুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি। আমি সব মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাই।

আ. জাহের

পিতা আ. মজিদ
গ্রাম মোছাপুর
ডাকঘর নারায়ণপুর
থানা রায়পুরা
জেলা নরসিংদী

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছি।
- বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৩ নম্বর সেক্টরে কে.এম. শফিউল্লাহর অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসা করে কোনোরকমে সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- বর্তমানে আমি সন্ত্রাস ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি।

মো. আজগর আলী সরদার

পিতা ছলেমান সরদার
গ্রাম পূয়ালী
পো আমেরিয়া গোপালপুর
থানা কালকিনী
জেলা : মাদারিপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, দেশ স্বাধীন করব এবং স্বাধীন দেশে সুখে-শান্তিতে বসবাস করব।
- যখন বর্বর পাকবাহিনী গ্রামে-গঞ্জে এসে নিরীহ্ জনগণকে মারধর শুরু করে এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দিতে থাকে তখন দেশ স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।

- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি একজন সক্রিয় যোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর মঞ্জুরের অধীনে এবং স্থানীয় কমান্ডার আনোয়ার হোসেন মোল্লার নেতৃত্বে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয় নি। আমার এফ.এফ. নম্বর সঠিক মনে নেই।
- বর্তমানে আমি রিকশা-ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, অতীতে দেশ সেভাবে চলেনি। বর্তমানে একটু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।
- আমি স্বপ্ন দেখি, দেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলবে। আমরাও ভালো থাকব।

মো. আলাউদ্দিন

পিতা ফালু বেপারি
গ্রাম সেলামতী (শান্তিনগর)
পো মাইচপাড়া
থানা শ্রী নগর
জেলা : মুন্সীগঞ্জ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, দেশ স্বাধীন হলে শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে এবং মানুষ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবে।
- পাকিস্তানি সেনারা যখন আমাদের বাড়িঘর পোড়াতে শুরু করে তখন আর ঘরে বসে থাকতে পারিনি। মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৬ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- আমি কুমিল্লায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষ । নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে আমি বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি ২ নম্বর সেক্টরে মেজর খালেদ মোশারফ ও মেজর হায়দারের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৩০৬৪৬। আমাকে মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত স্বাধীনতা সংগ্রামে সনদপত্রও দেয়া হয়েছে।

- জীবিকার জন্য আমি সম্পূর্ণভাবে কৃষি জমাজমির ওপর নির্ভরশীল।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি বিগত ২১ বছরে দেশ সেভাবে চলেনি। বর্তমানের ঐক্যমতের সরকারের আমলে আশার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।
- বর্তমানে আমি একটি শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখি।

মো. আনিছুর রহমান (আনিছ)

পিতা	মো. দিদার মামুদ
গ্রাম	মৌজা থানা (মাটি কাটা)
ডাকঘর ও থানা	চিলমারি
জেলা	কুড়িগ্রাম

- আমার এই দেশ বাংলাদেশ। শেখ মুজিবর চেয়েছিলেন সোনার বাংলাদেশ গড়তে। আমি খুশি হয়ে মনের আনন্দে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি যাতে এই দেশ স্বাধীন সোনার বাংলা হিসেবে গড়তে পারি। দেশ স্বাধীন হবে, এদেশের মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা পাবে, ন্যায়বিচার পাবে। বাঙালি জাতি বিশ্ব দরবারে বীরের জাতি হিসেবে সম্মান পাবে– আমি মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি এই সব স্বপ্নই দেখেছি।
- এই দেশ স্বাধীন করব, সোনার বাংলাদেশ গড়ব। পাকিস্তানিদের দুঃশাসন থেকে রেহাই পাব। এই দেশের গরিব নিরীহ মানুষ সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। এ দেশে কোন অন্যায়, অবিচার ও দুঃশাসন থাকবে না। এই আশা নিয়ে নিজের জীবন বাজি রেখে আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- ঐতিহাসিক ৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- একাত্তরের মে মাসে রৌমারী ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছি বীরত্বের সঙ্গে ।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে কর্নেল তাহের ও হামিদুল্লা খানের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৮৯৩৯৮। আমাকে মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্রও প্রদান করা হয়েছে।
- আমি একজন নদীভাঙা ভূমিহীন মানুষ। জমিজমা না থাকায় জীবিকা নির্বাহের জন্য দই-এর ব্যবসা করতাম। বর্তমানে অর্থাভাবে তাও বন্ধ হয়ে গেছে। সংসার চালানোর জন্য মাঝেমধ্যে দিনমজুরের কাজও করতে হয়।

- সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর সেই সোনালি স্বপ্নগুলো কোথায় যেন হারিয়ে গেল। দীর্ঘ ২১ বছর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করা হল। মুক্তিযোদ্ধারা হল অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে এখন কিছুটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি।
- যে আশা ও স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি, দীর্ঘ ২৬ বছর তা বাস্তবায়িত হয়নি। আমি আশা করি বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখবে এবং মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন-সাধগুলো বাস্তবে রূপ দেবে।

অরুণ কুমার চক্রবর্তী

পিতা	জিতেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী
গ্রাম	জামালপুর
ডাকঘর	মঠখোলা
থানা	পাকুন্দিয়া
জেলা	কিশোরগঞ্জ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি নিজের দেশকে এবং দেশের মানুষকে হানাদারদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছি।
- পাকিস্তানিদের অত্যাচারে বাংলাদেশ যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি তরুণ। এই অত্যাচার আর ধ্বংস দেখে আর স্থির থাকতে না পেরে আমি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। তখন আমার বয়স ছিল প্রায় ২০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতের আগরতলায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এক মাস প্রশিক্ষণ পেয়েছি।
- আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৩ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর শফিউল্লাহর অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। ভারতীয় প্রামাণ্য দলিলের দ্বিতীয় খণ্ডে আমার নাম লিপিবদ্ধ আছে। ক্রমিক নম্বর ১১৬৭১।
- বর্তমানে আমি দর্জির কাজ করি। ছেলেমেয়ে নিয়ে খুবই দীনহীনভাবে জীবনযাপন করছি।
- বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর দেশ চলে যায় স্বাধীনতার বিপক্ষশক্তির হাতে। শেষ হয়ে যায় আমাদের সমস্ত স্বপ্ন। বর্তমানে আবার স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় এসেছে। তারা যদি সঠিক মতে ও পথে চলে তবে মনে হয় আমাদের স্বপ্ন সার্থক হবে।

- আমি স্বপ্ন দেখি, সমস্ত মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান ও শিক্ষার সুযোগ পাবে। আমাদের দেশকে আমরা একদিন পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের সমপর্যায়ে নিয়ে যেতে পারব।

চন্দ্রশেখর রায়

পিতা	অবিনাশ চন্দ্র রায়
গ্রাম	মঠখোলা (দেবকান্দি)
ডাকঘর	মঠখোলা
থানা	পাকুন্দিয়া
জেলা	কিশোরগঞ্জ

- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আওয়ামী লীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে বাংলার আপামর মানুষের মতো আমিও বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। তখন আমার একটাই স্বপ্ন ছিল, পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে দেশকে স্বাধীন করা।
- আমার পিতা ছিলেন একজন বিপ্লবী। তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তিনি মাস্টারদা সূর্যসেনের অনুশীলন পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। আমার মা-ও সদস্য ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই আমার মা আমাকে বলতেন, ১৭৫৭ সালে পলাশিতে যে স্বাধীনতা হারিয়েছি যদি সুযোগ আসে সে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য তোমাকেও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আমি ১৯৭১ সালে সেই সুযোগ পেয়েছিলাম। তাই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি। তখন আমি ২৬ বছরের তরুণ।
- একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত ভাষণ আমাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে।
- একাত্তরের মে মাসে ভারতের আগরতলার অম্পিনগর ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি এক মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একটি সেকশনের টু.আই.সি'র দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৩ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর কে এম শফিউল্লাহর অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলে সংরক্ষিত ভারতীয় প্রামাণ্য দলিলের দ্বিতীয় খণ্ডে তালিকাভুক্ত আছে। ক্রমিক নম্বর ১১৮০১।
- বর্তমানে আমি বেকার। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুন খুব কষ্টে সংসার চলছে।

- এ দেশকে নিয়ে একটা স্বপ্ন ছিল। এজন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা এবং নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সেই স্বপ্ন ধুলায় মিশিয়ে দেয়া হয়। দীর্ঘ ২১ বছর পর আবার স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় এসেছে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। আশা করি এবার মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা হবে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মূল্যায়ন হবে।
- এ দেশকে নিয়ে এখনো আমি অনেক স্বপ্ন দেখি। শত কষ্ট, শত যন্ত্রণার মধ্যেও অনেক বছর কাটিয়ে আজ প্রায় প্রৌঢ়। মাত্র দু'মাস বয়েসী প্রথম সন্তানকে ফেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছি দেশকে ভালোবেসে। আজ বঙ্গবন্ধুর কন্যা ক্ষমতায়। তিনি আমাদের নিয়ে ভাববেন। দেশের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরবেন–এটাই চাই। জীবনের পড়ন্তবেলায় এসে আমার এখন আর চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। তারপরও যদি দেখি আমাদের সন্তান, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভালোভাবে বাঁচতে পারছে, দেশ থেকে সন্ত্রাস চলে গেছে, দেশের আর্থিক মুক্তি হয়েছে এবং এ দেশ সত্যিকারের সোনার দেশ হয়েছে তাহলেই কেবল আমাদের স্বপ্ন সফল হবে।

মো. মোস্তাজ মিয়া

পিতা	গুড়া মিয়া
ডাকঘর	লক্ষ্মীপুর
গ্রাম	বাঞ্চানগর
ডাকঘর ও থানা :	লক্ষ্মীপুর
জেলা	লক্ষ্মীপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীন দেশে, স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারব। শোষণের হাত থেকে রক্ষা পাব।
- আমি বিবেকের তাড়নায় এবং বাঁচার জন্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ৩০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি কোনো প্রশিক্ষণ নেইনি।
- আমি মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য ও অস্ত্র সরবররাহের মাধ্যমে সহায়তা করেছি। আমি তখন লক্ষ্মীপুরে পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্পে বাবুর্চি হিসাবে কাজ করতাম। সেখান থেকে গোপনে তাদের খবর মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিয়েছি।

- আমি কোনো সেক্টরে কারো অধীনে যুদ্ধ করি নি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়নি।
- বর্তমানে আমি বিআরডিবিতে দারোয়ান ও নাইট গার্ড হিসেবে কর্মরত আছি। অর্থাভাবে ছেলেমেয়ে নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- আশা করি, জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনা তাঁর বাবার রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কাজ শেষ করবেন। গরিবেরা আর গরিব হবে না। সমাজে কোনো বৈষম্য থাকবে না। সবাই সুখী হবে। আর রাজাকারদের পরাজিত করে মুক্তিযোদ্ধারা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

রহিমা বেগম

স্বামী	শামসুদ্দিন আজাদ
গ্রাম	টুমচর
ডাকঘর	টুমচর মাদ্রাসা
থানা	লক্ষ্মীপুর
জেলা	লক্ষ্মীপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রাজাকার ও পাকিস্তানিদের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে মুক্তি পাওয়ার স্বপ্ন দেখেছি।
- ১৯৭১ সালে যখন রাজাকার এবং পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের মা-বোনদের উপর অত্যাচার শুরু করেছিল, তখন আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলাম। সেঁই সময় আমার বয়স ছিল ১৬ বছর। আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি কোন প্রশিক্ষণ নিই নি।
- রায়পুর থানার হায়দরগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট ক্যাম্প ছিল। ওখানে আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছি। রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনাদের তথ্য মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়েছি।
- আমরা কাজ করেছি ১ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলামের নির্দেশে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১১০৭। নারী হওয়ার কারণে কাগজপত্র সংগ্রহ করতে পারি নি।

- বর্তমানে আমি বেকার অবস্থায় আছি। আমাদের তেমন কোনো আয়-উপার্জন নেই। আমার স্বামী সামান্য কিছু জমিতে চাষাবাদ করে। আমার ৩ ছেলে ২ মেয়ে। সবাই লেখাপড়া করে। সব মিলিয়ে, আমরা খুব কষ্টে আছি।
- মনে হচ্ছে, মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন– দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। গ্রামেগঞ্জে মানুষের হাহাকার অনেক কমেছে। তবে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে। ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালতে হবে।
- আমার স্বপ্ন হলো, পুরুষ-মহিলা সবাই দেশ গড়ার কাজে এগিয়ে আসবে। বেকারদের কাজে লাগানো হবে। সমবায় সমিতি গড়ে উঠবে। ঘরে ঘরে হাঁস-মুরগি ও শাকসবজির চাষ হবে।

মো. মুল্লুক চাঁদ

পিতা ভেলু মণ্ডল
গ্রাম রামদাসপুর
পো কাথলী
থানা মেহেরপুর
জেলা : মহেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বাধীন দেশে বাস করার স্বপ্ন দেখেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি স্বাধীন দেশে বাস করার জন্য। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের বিহারের চাকুলিয়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি জীবনের মায়া ত্যাগ করে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে সামনাসামনি যুদ্ধ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরের ১ নম্বর কোম্পানিতে মো. তোফায়েল উদ্দিন আহমদের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৫১১৬৬।
- বর্তমানে আমি ভিক্ষা করি। ভিক্ষা করেই আমার সংসার চলে। আমি একজন যুদ্ধাহত ভূমিহীন মুক্তিযোদ্ধা। আমার ঘরবাড়ি, জায়গাজমি কিছুই নেই।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- আমি স্বপ্ন দেখি, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টায় এই দেশের মানুষ ন্যূনতম হলেও তাদের ন্যায্য অধিকার পাবে।

এলেজান নেছা

পিতা	মো. আকবর আলী শেখ
গ্রাম ও ডাকঘর	হাসিমপুর
থানা	কুমারখালি
জেলা	কুষ্টিয়া

- মুক্ত, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাঙালির দীর্ঘদিনের। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমিও এই স্বপ্নই দেখেছি।
- দীর্ঘ শাসন শোষণ থেকে দেশ মুক্ত হবে। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চাকুরি, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সমস্যার সমাধান হবে। অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। সমাজে নারীর স্বার্থ রক্ষিত হবে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই সব কথাও ভেবেছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৭ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কোন প্রশিক্ষণ নেইনি।
- অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করিনি বটে, কিন্তু নারীর জীবনের অমূল্য সম্পদ সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জনে অবদান রেখেছি। মুক্তিযোদ্ধারা যাতে আত্মগোপনে থেকে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারে, সে-কাজে সাধ্যমতো সহায়তা করেছি। তাদের খাদ্য সরবরাহ ছাড়াও আহতদের সেবাশুশ্রূষা দিয়েছি। শত্রুপক্ষের সংবাদ পৌঁছে দিয়েছি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে।
- আমি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর মঞ্জুরের অধীনে কাজ করেছি।
- বীরাঙ্গনা হিসেবে আমার নাম জাতীয়ভাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- বর্তমানে আমি একজন গৃহবধূ। আমার সংসারে ৮ জন পোষ্য। কোনো স্থায়ী উপার্জন নেই। সন্তান-সন্ততি নিয়ে নিদারুণ আর্থিক অনটনের মধ্যে আমার সংসার চলছে। হানাদারদের হাতে অত্যাচারিত হওয়ার পর থেকে আমি অসুস্থ। আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় বিনা চিকিৎসায় আমি এখন মৃত্যুর মুখোমুখি।
- যে আশা যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে আমি সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছিলাম তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ভেবেছিলাম একজন বীরাঙ্গনা হিসেবে অন্তত সামাজিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা পাবো কিন্তু কোন আশা-আকাঙ্ক্ষাই পূরণ হয়নি।
- আজও মনের গভীর ক্ষীণ আশা জাগে, হয়তো মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাবিরোধীদের আবার পরাস্ত করে দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার পথ সুগম হবে। নির্যাতিতা নারীরা প্রকৃত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হবে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন জনগণ স্বাধীনতার স্বাদ পাবে।

মো. সোহ্‌রাব উদ্দিন

পিতা মো. ময়েনুদ্দীন সরদার
গ্রাম হাবামপুর
ডাকঘর বুধহাটা
থানা সাতক্ষীরা
জেলা সাতক্ষীরা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি একটি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছি।
- মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ভারতের তকিপুর ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি দলগতভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- প্রথমে ৯ নম্বর সেক্টরে, পরে ৮ নম্বর সেক্টরে স্থানীয় কমান্ডার মো. আবুল খায়েরের অধীনে আমি যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম ইউনিয়ন, থানা ও জেলায় তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- বর্তমানে আমি কৃষিকাজ করে কোনোরকমে সংসার নির্বাহ করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- যেহেতু বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ জন লোক কৃষক, সেহেতু কৃষির উন্নতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিলে ভালো হয়।

মো. নূরুল ইসলাম

পিতা মো. আ. মোতালিব
গ্রাম ও ডাকঘর বড়চর
থানা রায়পুরা
জেলা নরসিংদী

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, যে-কোনোভাবেই হোক আমাদের এই সোনার বাংলাকে স্বাধীন করবই।
- পাকিস্তানি হানাদারদের নির্যাতন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ৩৫ বছর।

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতের আগরতলার দুর্গা চৌধুরীপাড়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৩ নম্বর সেক্টরে ক্যাপ্টেন মতিউর রহমানের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। সরকার আমাকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র প্রদান করেছে।
- বর্তমানে আমি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের চাকরি করি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে সেভাবে দেশ চলছে না।
- দেশ ভালোর দিকে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ।

মো. আবদুল কাদের

পিতা	মো. এশার আলী
গ্রাম	দেউল গাঁও
ডাকঘর	কাচিনীয়া
থানা	খানসামা
জেলা	দিনাজপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি পণ করেছিলাম, দেশের জন্য জীবন দেব এবং আমরা এদেশকে স্বাধীন করবই।
- তখন আমার মনে হয়েছিল, দেশকে অবশ্যই স্বাধীন করতে হবে। নয়তো আমরা এদেশে থাকতে পারব না। পাকবাহিনী একে একে সকল বাঙালিকে হত্যা করবে। আমাদের এই বাংলাদেশেই থাকতে হবে। তাই জীবন পণ করে আমি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। তখন আমার বয়স ছিল প্রায় ২০ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলাম।
- আমি ভারতের গঙ্গারামপুরে ১২ দিন প্রশিক্ষণ নিয়েছি। পরে আমাকে মুজিবনগর পাঠানো হয়। সেখানে ১৮ এপ্রিল থেকে ২২ মে পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- কমান্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে আমি পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এমনিভাবে বহু দায়িত্ব পালন করেছি।

- আমি যুদ্ধ করেছি ৬ নম্বর সেক্টরে ক্যাপ্টেন নওয়াজেশ উদ্দিনের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে মুজিবনগরে। আমার এফ.এফ নম্বর ৬৬১।
- বর্তমানে আমি বেকার। দিনমজুরি করে কোনরকমে সংসার চালাই।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে অনেক মা-বোনকে ইজ্জত দিতে হয়েছে। রক্ত দিতে হয়েছে অজস্র মানুষকে। অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা দেশকে স্বাধীন করেছি। এদেশে সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে এই ছিল আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন এখনও বাস্তবায়িত হয় নি। দেশে এখন অনেক সমস্যা।
- বর্তমানেও আমি দেশকে নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করি। দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে আমাদের কত কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে তা মুক্তিযোদ্ধারা ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না। দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে যারা প্রাণ দিয়েছে, ইজ্জত দিয়েছে, মা-বাবা-ভাইবোন হারিয়েছে তাদের নামগন্ধ আজ কোথাও নেই। প্রয়োজনে আর একবার যুদ্ধ করব। তবু আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করতে চাই।

মো. আবদুল হাশিম

পিতা	ওয়াজিদ আলী
গ্রাম	পুয়ানগাঁও
ডাকঘর	কামাল বাজার
থানা	সদর
জেলা	সিলেট

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এবং ভবিষ্যতে আমরা সুখে থাকব।
- পরাধীনতা থেকে দেশকে মুক্ত করা এবং মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার্থে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের মেঘালয়ে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৪ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর সি. আর. দত্তের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম সিলেট জিন্দাবাজার মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়ে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

- বর্তমানে আমি অচল অবস্থায় বেকার জীবনযাপন করছি।
- বর্তমানে দেশ ভালোভাবে অগ্রসর হচ্ছে।
- আমি স্বপ্ন দেখি, দেশ আরও উন্নত হবে।

মো. ফজলুল হক

পিতা : মো. আলীমুদ্দিন
গ্রাম : ঘিউর
ডাকঘর ও থানা : সাটুরিয়া
জেলা : মানিকগঞ্জ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- দেশকে ভালোবেসে এবং মা-বোনের ইজ্জত রক্ষার্থে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৭ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে এবং আমার মনের তাগিদে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- আমি ১৯৬৩ সাল থেকে সেনাবাহিনীতে চাকরিরত ছিলাম। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল সেনানিবাস ত্যাগ করে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। সে জন্য আমার প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় নি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি গ্রুপ কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. আবু তাহের এবং খন্দকার আবুল বাতেনের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১২৬৯২।
- বর্তমানে আমি বেকার। সেনাবাহিনী থেকে ৫২১ টাকা পেনশন পাই। এতে সংসার চলে না।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার সময়ে যে সুখী-সুন্দর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছি, আমি এখনও সেই আশায় আছি।

ফকির মো. আ. গনি

পিতা মো. ধনী প্রামাণিক

গ্রাম কায়েম কোলা

ডাকঘর কায়েমপুর

থানা শাহজাদপুর

জেলা সিরাজগঞ্জ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমাদের এই সোনার বাংলা একটি স্বাধীন দেশ হবে। স্বাধীন দেশে আমরা স্বাধীনভাবে বসবাস করব।
- দেশ স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের এপ্রিল-মে মাসে ভারতের জলপাইগুড়িতে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সাধারণ যোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি রফিকুল ইসলাম বকুলের অধীনে ফরিদপুরের বনওয়ারী নগর, পাবনার শাহজাদপুর ও সাঁথিয়া প্রভৃতি স্থানে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৭০৩।
- আমি একজন তাঁতশ্রমিক। আমার সংসারে সদস্যসংখ্যা ৫ জন। একজন তাঁতি হিসেবে যে আয় করি তাতে আমার সংসার চালাতে খুব কষ্ট হচ্ছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। কারণ আমার স্বপ্ন ছিল, দেশ স্বাধীন হবে, দূর হবে স্বৈরাচার, মানুষ তার মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে, সমাজ থেকে মৌলবাদের মূলোৎপাটন হবে। কিন্তু একটি পতাকা ও এক খণ্ড ভূমি ছাড়া আমাদের আর কোনো স্বপ্নই অর্জিত হয়নি।
- স্বাধীনতার মূলনীতিসমূহের বাস্তবায়ন হোক– বর্তমানে এটাই আমার স্বপ্ন।

কালাচাঁদ রায়

পিতা অলোক চাঁদ রায়

গ্রাম ও ডাকঘর : কাচিনীয়া

থানা খানসামা

জেলা দিনাজপুর

- আমার বিবেকী চেতনার জাগ্রত দুটি চোখ তখন খুঁজেছিল আত্মচেতনায় সমৃদ্ধ একটি জাতি– গৌরবদীপ্ত যার ইতিহাস। আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডে যে জাতির

জীবনযাত্রার মান হবে উন্নত, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে যার অবস্থান হবে প্রথম কাতারের এবং বিশ্বমানবতার নিরিখে যার জাতীয়তাবোধ হবে অসাম্প্রদায়িক।

- মানবিকতাবিরোধী পরস্ব অপহরণকারী ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণবাদী, স্বার্থপর শাসকগোষ্ঠীর যখন এদেশের মানুষের উপর অমানবিক অত্যাচারের প্রতিমূর্তি হিসেবে আবির্ভূত হল, সেদিন সেই ভয়াবহ বিভীষিকা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করার জন্য, দেশমাতৃকার পবিত্রতা রক্ষার জন্য এবং নারীর সম্ভ্রম রক্ষার্থে, এক কথায় জননী জন্মভূমির মুক্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি এবং হাতে তুলে নিয়েছি হাতিয়ার। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে আমার তরুণ মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাই তাঁরই নেতৃত্বে সংগঠিত মুক্তিকামী মানুষের পতাকাতলে সমবেত হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির পানিঘাটায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে মেজর কাজী নূরুজ্জামানের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৯০৩১।
- বর্তমানে আমি সম্পূর্ণ বেকার। পৈতৃক ভিটেমাটি ছাড়া অন্য কোনো আবাদি জমি নেই। তাই দিনমজুর হিসেবে অতিকষ্টে মানবেতর জীবনযাপন করছি– যা বর্ণনাতীত।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। আজ বিষণ্ন বেদনাহত আত্মদ্বন্দ্বে পরাভূত জীবনযুদ্ধের পরাজিত মন নিয়ে কবির ভাষায় বলতে চাই, 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।'
- তবু আমি আমার অবচেতন মনে খুঁজে ফিরছি 'বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা...।' মনের মধ্যে আজও লালন করছি, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি/সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

মো. নুর ইসলাম

পিতা ওয়াহেদ আলী শেখ

গ্রাম বলরামপুর

ডাকঘর ভাউলাগঞ্জ

থানা দেবীগঞ্জ

জেলা পঞ্চগড়

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং অন্যায় ও অবিচার থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- মেজর আবছার উদ্দীনের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি অস্ত্র হাতে খানসেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. আবু তাহেরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- বর্তমানে কৃষিকাজ করে কোনরকমে আমার সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- বর্তমানে আমার স্বপ্ন হলো– দেশ সুন্দরভাবে চলুক, দেশের মানুষ পরিশ্রম করার পর দু'বেলা ভালোভাবে খেতে পাক, অন্যায়, অবিচার ও দুর্নীতি দূর হোক।

মো. নুর ইসলাম

পিতা নিমাই শেখ

গ্রাম চকপাড়া

ডাকঘর কাকিলাকুড়া বাজার

থানা শ্রীবরদী

জেলা শেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার একমাত্র স্বপ্ন ছিল পাকিস্তানি শোষকদের হাত থেকে এদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।
- হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে আমি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।
- ভারতের ভুটাং দারিঙ্গাপাড়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি অস্ত্র হাতে পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সামনাসামনি যুদ্ধ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে মেজর এম. আবু তাহেরের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- ভারতের মেঘালয়ের পুরাখাসিয়া ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৬৭৮৩
- আমি একজন বেকার কৃষক। সামান্য ২০ শতাংশ জমি আছে। পরিবারের সদস্যসংখ্যা ১০ জন। অভাব আমার নিত্যসঙ্গী।
- হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করাই ছিল আমাদের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে সত্য, কিন্তু দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়নি। আমরা আবার শোষণের জালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। দারিদ্র্যমোচনের কোন প্রয়াস কেউ নেয়নি। দেশে ছিনতাই, রাহাজানি, হত্যা, ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশে এক নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।
- আমি আশা করি বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনার দক্ষ পরিচালনায় এবং এনজিওদের সহযোগিতায় দেশের যাবতীয় অন্যায়-অত্যাচার বন্ধ হয়ে আমাদের সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন সফল হবে।

মাসুদা খাতুন

পিতা	মো. মফিজুদ্দিন শেখ
গ্রাম ও ডাকঘর	হাসিমপুর
থানা	কুমারখালি
জেলা	কুষ্টিয়া

- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি স্বপ্ন দেখেছি, দেশ স্বাধীন হবে, শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের মাধ্যমে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হবে।
- শোষণ ও নির্যাতন থেকে বাঙালি জাতিকে বাঁচাতে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে স্থানীয় ভিত্তিতে আমি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।

- আমি প্রধানত মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার রান্না ও সরবরাহ এবং তথ্য আদানপ্রদানের কাজ করেছি। এ সব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি পাক হানাদারদের হাতে ধরা পড়ি এবং তাদের হাতে নির্যাতিত হই।
- আমি কাজ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর এম. এ. মঞ্জুর ও স্থানীয় কমান্ডার মো. আনছার আলীর অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম কোথাও তালিকাভুক্ত হয়নি। তবে ঢাকায় গণআদালতে গোলাম আজমের বিচার অনুষ্ঠানে যে তিন বীরাঙ্গনা সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আমি তাদের মধ্যে অন্যতম।
- আমি একজন গৃহিণী। আমার স্বামী নিম্ন আয়ের মানুষ। পরিবারে পোষ্য ৮ জন। ফলে মানবেতর অবস্থায় দিন কাটছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মধ্যে দেশ বিপক্ষশক্তির কুক্ষিগত হওয়ায় স্বাধীনতার সেই মূল্যবোধ নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি ক্ষমতায় আসার কারণে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ আবার জাগরিত হওয়ার কিছুটা আশা দেখা যাচ্ছে।
- মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন স্বাধীনতার মূল্যবোধ জাগরিত হবে। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। অভাব-অনটন দূর হবে। নারীর অধিকারের স্বীকৃতি দেবে সমাজ। বিশেষ করে জীবন বাজি রেখে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাঁদেরকে যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে। এই আশা নিয়েই আমরা এখনও বেঁচে আছি।

প্রিয়নাথ বর্মন

পিতা	মুকুন্দ চন্দ্র বর্মন
গ্রাম	কালপানি বজরা
ডাকঘর	বজরা হাট
থানা	উলিপুর
জেলা	কুড়িগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি। ভেবেছি, এদেশের মানুষ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করবে। তারা দুবেলা দুমুঠো মোটা ভাত পাবে। এবং মোটা কাপড় পরতে পারবে।
- দেশকে শত্রুর কবল থেকে রক্ষা করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের দার্জিলিং-এ মুজিব ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন নিষ্ঠাবান সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৬ নম্বর সেক্টরে উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশারের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের থানা কমাণ্ডের প্রদত্ত আমার সনদপত্র নম্বর ৮৭/৪০।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- বর্তমানে আমি দেশের মুখ উজ্জ্বল করার স্বপ্ন দেখি।

মো. হবিবুর রহমান

পিতা কাজিম উদ্দিন বেপারী
গ্রাম কালপানি বজরা
ডাকঘর বজরা হাট
থানা উলিপুর
জেলা কুড়িগ্রাম

- বঙ্গবন্ধুর ডাকে দেশকে শত্রুমুক্ত করে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- রৌমারী ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আামি অস্ত্র হাতে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে স্থানীয় কমান্ডার শাখায়াৎ হোসেনের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৮৯২৭৫। সরকার আমাকে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর অধিনায়ক মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র প্রদান করেছে।
- বর্তমানে আমি একজন দিনমজুর। দিনমজুরি করে সংসার চালাই

- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের স্বপ্নের কোনো চিহ্ন কোথাও ছিল না। বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিছু কিছু আশা দেখা যাচ্ছে।
- জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ তাঁর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার মাধ্যমে সমাপ্ত হোক– একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি আন্তরিকভাবে এটাই কামনা করি।

মো. আক্কাছ আলী প্রামাণিক

পিতা	কায়তুল্যা প্রামাণিক
গ্রাম ও ডাকঘর	গুলিয়া
থানা	নন্দীগ্রাম
জেলা	বগুড়া

- যে-কোনো ত্যাগের বিনিময়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করে শত্রুকে পরাজিত করে দেশ স্বাধীন করব এবং শেখ মুজিবের আদর্শ বাস্তবায়ন করব– এটাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন।
- দেশ স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ৩০ বছর।
- ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- ভারতে কামারপাড়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি শত্রুর ঘাঁটি আক্রমণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর কাজী নুরুজ্জামান ও গ্রুপ কমান্ডার মো. দেলোয়ার হোসেনের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- বর্তমানে বৃদ্ধ বয়সে কৃষিশ্রমিক হিসেবে কাজ করছি। বর্গাচাষ করে কোনোরকমে সংসার চালাই। অর্থাভাবে মেয়েদের বিয়ে দিতে পারছি না।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধশালী একটি বাংলাদেশ গড়ে উঠুক– এটাই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

মো. সাহেব আলী

পিতা	মো. দারোগা আলী
গ্রাম ও ডাকঘর	কাটিগ্রাম
থানা	মানিকগঞ্জ
জেলা	মানিকগঞ্জ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- দেশ স্বাধীন করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের ত্রিপুরার অম্পিনগরে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ২ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশারফের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয় নি।
- বর্তমানে আমি ক্ষুদ্র ব্যবসা করে খুব কষ্টে সংসার চালাই।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- আমি আশা করি, এদেশ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হবে।

কালিপদ মণ্ডল

পিতা	বিনোদবিহারী মণ্ডল
গ্রাম	বুড়িরডাঙ্গা
ডাকঘর	বুড়িরডাঙ্গা
থানা	মোংলা
জেলা	বাগের হাট

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করে আমাদের এই জন্মভূমি মাকে উদ্ধার করব, আমরা স্বাধীন হব। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা মারা গেলেও যারা বেঁচে থাকবে তারা অন্তত শান্তিতে ঘুমাতে পারবে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরপেক্ষতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবে। তারা মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের নিশ্চয়তা পাবে।

- ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় থেকেই পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণ দেখে তাদের বিরুদ্ধে আমার মনে ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। ১৯৭০-এর নির্বাচনে আমাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল জনসর্মথন পেয়ে জয়লাভ করে। তারপর আমাদের প্রতিনিধি মুজিব ভাইকে ক্ষমতা না দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের এই দেশে মোতায়েন করা হতে থাকে। আমরা এ খবর পেয়ে সংগঠিতভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- প্রথমে ভারতের ২৪ পরগণার টেট্রা ক্যাম্পে ১৫ দিন এবং পরে বিহারের দুমকা সাঁওতাল পরগণা নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ১ মাস প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম.এ জলিল এবং গ্রুপ কমান্ডার কাপ্টেন আফজাল হোসেনের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। জাতীয় তালিকায় আমার ফরম নম্বর ৭৪৪৪৭। ভারতের বশিরহাট থেকে আমাকে যে পরিচয়পত্র দেওয়া হয়েছিল তার ক্রমিক নম্বর ১৯৭। এছাড়া অন্য কোনো কাগজপত্র আমি সংগ্রহ করি নি।
- বর্তমানে আমি সাংসারিক কাজ করি। ভিডিপির ইউনিয়ন দলপতির দায়িত্বে আছি। অল্প আয়ে খুব কষ্টে আমার সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। তবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সরকার ক্ষমতায় আসায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের আশা পূর্ণ হচ্ছে।
- বিগত ২১ বছরের নৈরাজ্য, অরাজকতা, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, রাহাজানি, খুন, জখম ও ঘুষকে কঠোর হস্তে প্রতিহত করতে হবে। ফসল উৎপাদনে আরও বেশি জোর দিতে হবে। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ খুবই প্রয়োজন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা উচিত। কারণ যথাযথ নিরাপত্তার অভাবে বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের আমরা হারিয়েছি। তাঁর যোগ্য কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমরা হারাতে চাই না। প্রয়োজনে মুক্তিযোদ্ধাদের গোয়েন্দা কাজে নিযুক্ত করতে হবে। খুনিদের বিচার হওয়া উচিত। বঙ্গবন্ধু-হত্যাকারীদের বিচার এই বাংলার মাটিতে যেন হয়। আমরা অস্ত্র জমা দিয়েছি সত্য, কিন্তু ট্রেনিং জমা দেইনি। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রেখে তাদের চেহারাগুলো একবার যেন মুক্তিযোদ্ধাদের দেখার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কাছে এটাই আমার দাবি।

গাজী আবদুল লতিফ

পিতা আবেদ আলী গাজী
গ্রাম মান্দ্রা
ডাকঘর ভাগ্যকুল
থানা শ্রীনগর
জেলা মুন্সিগঞ্জ

- আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন এবং আপামর জনসাধারণের উপর পাকিস্তানি হানাদারদের পাশবিক অত্যাচার দেখে আমি আর ঠিক থাকতে পারিনি। এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।
- বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৬ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের মেলাঘরে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি কোম্পানি কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ২ নম্বর সেক্টরে প্রথমে মেজর খালেদ মোশাররফ এবং পরে মেজর এ. টি. এম হায়দারের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ. এফ. নম্বর ২৮৪৫।
- বর্তমানে আমি ক্ষুদ্র ব্যবসা করি। কোনোরকমে সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।

সন্তোষ কুমার দাশ

পিতা তারক নাথ দাশ
গ্রাম গাভা
ডাকঘর ব্যাংদহা
থানা আশাশুনি
জেলা সাতক্ষীরা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখেছি ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের।

- এ দেশের মানুষের উপর পাকিস্তানিদের শোষণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের অবসান ঘটানো এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- একাত্তরের জুলাই মাসে ভারতের টাকী ট্রেনিং ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্নস্থানে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি প্রথমে ৯ নম্বর সেক্টরে মেজর এম. এ জলিল এবং পরে ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর এম. এ মঞ্জুরের অধীনে। আমার স্থানীয় কমান্ডার ছিলেন লে. মো. আরেফিন, ক্যাপ্টেন রহমতুল্লাহ ও মো. আবুল খায়ের সরদার।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম ভারতের ট্রেনিং ক্যাম্পে তালিকাভুক্ত ছিল। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তালিকায়ও আমার নাম অন্তর্ভুক্ত আছে। আমার মুক্তিযোদ্ধা নম্বর কে.এইচ. ২২০৭২১, সনদপত্র নম্বর ৫৫৯৬৭ (সাতক্ষীরা ট্রেনিং ক্যাম্প)।
- বর্তমানে আমি সাতক্ষীরা সদর থানাধীন গাভা এ.কে.এম. আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করছি। বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামান্য আয়ে ৭/৮ জন পোষ্য নিয়ে চরম আর্থিক কষ্টের মধ্যে সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। দীর্ঘ ২১ বছর পর আবার দেশে মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তি ক্ষমতায় এসেছে বলে এখন খুব ভালো লাগছে। তবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীশক্তি এখনও খুব তৎপর।
- আমি মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে ক্ষমতায় দেখতে চাই। পাশাপাশি, আমি চাই সমাজে ও রাষ্ট্রে মুক্তিযোদ্ধারা যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হোক।

সুকুমার বাছাড়

পিতা	হরিপদ বাছাড়
গ্রাম	গাভা
ডাকঘর	ব্যাংদহা
থানা	আশাশুনি
জেলা	সাতক্ষীরা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি।
- মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল আনুমানিক ২৩ বছর।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের জুন মাসে ভারতের টাকীতে তকিপুর ট্রেনিং ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- শত্রুদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ জলিল এবং পরে ৮ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ মঞ্জুরের অধীনে। আমার স্থানীয় কমান্ডার ছিলেন লে. মো. আরেফিন, ক্যাপ্টেন রহমাতুল্লাহ ও মো. আবুল খায়ের সরদার।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম ভারতের ট্রেনিং ক্যাম্পে তালিকাভুক্ত ছিল। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ইউনিয়ন, থানা ও জেলা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে। আমার মুক্তিযোদ্ধা নম্বর কে. এইচ. ২২০৬৮৪, সনদপত্র নম্বর ৫৫০৫১ (সাতক্ষীরা ট্রেনিং ক্যাম্প)।
- বর্তমানে আমি একজন কৃষক। কৃষিকাজ করি। আমার সংসার সম্পূর্ণভাবে কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- বর্তমানে আমি স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিকে ক্ষমতায় দেখতে চাই।

মো. তিজার উদ্দিন শেখ

পিতা	মো. মোনতাজ উদ্দিন শেখ
গ্রাম	বাগডাঙ্গা
ডাকঘর	হবখালী
থানা	নড়াইল
জেলা	নড়াইল

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি বাঙালি জাতির মুক্তি ও বাংলাদেশকে একটা স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেছি। আমরা বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে শোষণমুক্ত বাংলাদেশ কায়েম করতে চেয়েছি।
- বাঙালি জাতির মুক্তি এবং শোষণমুক্ত সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৭ বছর।
- সাড়ে সাতকোটি মানুষের প্রিয় মহান নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।

- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। প্রথম পর্যায়ে বনগাঁর টালিখোলা, এরপর নিউ ব্যারাকপুর, সবশেষে কল্যাণী ৮ নম্বর সেক্টরের রেস্ট ক্যাম্পে আমার প্রশিক্ষণ হয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণের সময়কাল ছিল ২৯ দিন।
- মুক্তিযুদ্ধে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে আমি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ মঞ্জুরের অধীনে। আমার স্থানীয় কমাণ্ডার ছিলেন নূর মোহাম্মদ।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের জাতীয় তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৫৬ (বিহার)।
- বর্তমানে আমি বেকার। দারিদ্র্যে জর্জরিত। ক্ষেতখামারে কাজ করে কোনরকমে সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে বটে, তবে আমাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের যাতে সঠিক মূল্যায়ন হয় সে জন্য আরও কাজ করতে হবে।
- আমি স্বপ্ন দেখি, বাংলাদেশের সব মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন হবে। সকল মানুষ সাক্ষর হবে। নারী নির্যাতন ও সন্ত্রাস থাকবে না। মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মূল্যায়ন হবে। বাংলাদেশ একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে উঠবে।

মো. মফিজ উদ্দিন

পিতা	কালাচাঁদ মণ্ডল
গ্রাম	পুরাতন মদনা
ডাকঘর	আজিজাবাদ
থানা	মেহেরপুর
জেলা	মেহেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি, সামাজিক ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি।
- বাঙালির সার্বিক মুক্তি এবং বিদেশী শোষণের হাত থেকে জাতিকে উদ্ধার করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ৪৫ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের বীরভূমের চাকুলিয়ায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছি।

- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর এম. এ মঞ্জুরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম জাতীয় তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- বর্তমানে আমি ভিক্ষুক। ভিক্ষাবৃত্তি করে আমার সংসার চলে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- জাতির জনক যে স্বপ্ন নিয়ে এদেশের মানুষের মুক্তির জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন, তার বাস্তবায়ন হোক। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আসুক। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক। শ্রেণীহীন সমাজ কায়েম হোক। স্বাধীনতার শত্রুদের বিচার হোক।

দীপক সাংমা

পিতা	উপেন্দ্র মারাক
গ্রাম	চরবাঙালিয়া
ডাকঘর	সূর্যপুর
থানা	হালুয়াঘাট
জেলা	ময়মনসিংহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি ১৭ বছরের একজন কিশোর। তবু আমার মনে বর্বর পাকিস্তানি হানাদারদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার এক চেতনা কাজ করেছে। আমি দামাল ছেলের মতো এ দেশকে শত্রুমুক্ত করে এই মাটিতে সোনা ফলানোর স্বপ্ন দেখেছি।
- আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নীতি ও আদর্শকে ভালোবাসতাম। তাঁর যেমন স্বপ্ন ছিল এই দেশকে মুক্ত করার, তেমনি আমার হৃদয়েও ছিল নানারকম অত্যাচারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন। তাই জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- আমি ভারতের রংনাবাগে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন আদর্শ দেশপ্রেমিক সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছি। এ সময় আমাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি জীবন বাজি রেখে তা পালন করেছি অক্ষরে অক্ষরে।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে মেজর এম. আবু তাহেরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৮৯৩৯।

- বর্তমানে আমি একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অল্পবেতনে শিক্ষকতা করছি। এই অল্প আয়ে আমাকে সংসার চালাতে হয়।
- যে আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছি, তা কিন্তু বেশিদিন টিকে থাকেনি। বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রে প্রাণ হারাতে হয় জাতির পিতাকে। যারা জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে দেশকে ৭১ সালে মুক্ত করে, তারা খুনীদের পক্ষে যেতে পারল না। দীর্ঘ ২১ বছর পর দেশ পরিচালনার সুযোগ এসেছে জাতির পিতার সৈনিকদের হাতে। তাই আমার আশা ও বিশ্বাস, এবার জাতির পিতার নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী সুস্থ্ সুন্দরভাবে দেশ পরিচালিত হবে।
- আমার স্বপ্ন, এই বাংলা একদিন সোনার বাংলা হবে। বাংলার মানুষের ঘরে ঘরে হাসি ফুটবে।

মো. আলমগীর খান

পিতা শফিউদ্দিন খান

গ্রাম বেরুয়া

ডাকঘর ভাওয়াল ব্রাক্ষণগাঁও

থানা কালীগঞ্জ

জেলা গাজীপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একটাই স্বপ্ন ছিল– দেশকে স্বাধীন করব, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করব।
- দেশকে পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত করে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২১ বছর।
- একজন বাঙালি সন্তান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- একাত্তরের মে মাসে ভারতের দেরাদুনে বি.এল.এফ সদস্য হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সাধারণ সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছি। অপারেশনের আগে মাঝে-মধ্যে জরিপের দায়িত্বও পালন করেছি।
- শেখ ফজলুল হক মনির অধীনে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানাসহ বিভিন্ন স্থানে আমি যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার ক্রমিক নম্বর ৩০৬৯৯ (পুরাতন) এবং ১৪৬৪৪২

(নতুন)। সরকার আমাকে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব স্বাক্ষরিত স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র প্রদান করেছে।

- বর্তমানে আমি বেকারই বলা চলে। আমার স্ত্রী প্রশিকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ে চাকরি এবং টিউশনি করে যা আয় করে তা দিয়ে কোনোরকমে সংসার চলছে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বপ্ন ছিল, দেশ স্বাধীন করব। স্বাধীনতা পেয়েছি। কিন্তু মানবতার মুক্তি এখনও আসেনি। এখন আর তেমন স্বপ্ন দেখি না। কারণ স্বাধীনতার এত বছর পরেও আমাদের মতো মুক্তিযোদ্ধারা অমানবিক জীবনযাপন করছে। মা-বোনদের ইজ্জতের কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ কেমন স্বাধীনতা পেলাম!
- ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কোনো স্বপ্ন দেখিনি। কারণ স্বাধীনতার ২৫ বছরের মধ্যে কেউ আমাদের কোনো খোঁজখবর নেয়নি। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। আজও সেই পোড়া অবস্থায় আছে। কোন রকমের সাহায্য-সহযোগিতা কারো কাছ থেকে পাইনি।

মো. শফিকুল ইসলাম

পিতা মো. পাঁচকড়ি আকন্দ
গ্রাম রসুলপুর
ডাকঘর ভবানীগঞ্জ
থানা ফুলছড়ি
জেলা গাইবান্ধা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসরদের হাত থেকে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল থেকে ভারতের কাকরিপাড়া ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি প্লাটুন কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. আবু তাহেরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৩৭০।

- বর্তমানে আমি বেকার।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত দেশ সেভাবে চলেনি। বর্তমানে স্বাধীনতার পক্ষের সরকার ক্ষমতায়। তাই আমরা আশাবাদী।
- আমার বিশ্বাস, স্বাধীনতার পক্ষের সরকার হিসেবে বর্তমান সরকার দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনবে।

মো. নবিছ উদ্দিন

পিতা : তুষ্টু মণ্ডল
গ্রাম : গাংনি উত্তরপাড়া
ডাকঘর ও থানা : গাংনি
জেলা : মেহেরপুর।

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের স্বপ্ন ছিল দেশিবিদেশি আধিপত্য থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। ভেবেছি দেশ স্বাধীন হলে আমরা দেশের উন্নয়নে গৌরবময় অবদান রাখতে পারব। জাতি আমাদের স্মরণ করবে।
- দেশকে মুক্ত করে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- আমার আনসারের প্রশিক্ষণ ছিল। পরে ভারতের চাকুলিয়ায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এক মাস ট্রেনিং নিয়েছি।
- আমার কমান্ডার ছিলেন আবুল কাশেম কোরাইশী। তার নির্দেশ পালনের পাশাপাশি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার ওপর অর্পিত সকল দায়িত্বই পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ মঞ্জুর, সাবসেক্টর কমান্ডার এ. আর আযম চৌধুরী এবং কোম্পানি কমান্ডার আবুল কাশেম কোরাইশীর অধীনে।
- আমি বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছি। আমার এফ.এফ. নম্বর ৭৭৪৩৯। সরকার আমাকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক মহাম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র' প্রদান করেছে।
- আমি একজন শ্রমিক। বর্তমানে মানবেতর জীবনযাপন করছি। আমার পরিবারে ২ মেয়ে, ৪ ছেলে। অনেক কষ্টে ১ ছেলেকে কলেজ পর্যন্ত পড়িয়েছি। অর্থের অভাবে বাকি ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করাতে পারছি না।

- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- আমি স্বপ্ন দেখি, একদিন এদেশের শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে। যে চেতনা নিয়ে যুদ্ধ করেছি, তার বাস্তবায়ন ঘটবে।

মোঃ আবু সহিদ খান

পিতা	ওমর আলী খান
গ্রাম	বানিয়াজান
ডাকঘর ও থানা	আটপাড়া
জেলা	নেত্রকোণা

- মুক্তিযুদ্ধের সময় ভেবেছি, দেশ স্বাধীন হলে আমরা বাঙালিরা সবাই মিলেমিশে স্বাধীনভাবে বসবাস করব। দেশের সম্পদ দেশেই ব্যয় হবে। সকলের বাঁচার পথ হবে সহজ। সকল স্তরের মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে।
- দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৭ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ভারতের মেঘালয়ের তুরা ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি সেকশন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. আবু তাহেরের অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ নম্বর ১৩৩৮৮।
- বর্তমানে আমি অন্যের জমিতে বর্গাচাষ করে কোনো রকমে জীবনধারণ করছি।
- আমার আশার সঙ্গে বর্তমান সমাজ ও দেশের কোনো মিল নেই। মিলের আশাও করা যায় না। এখন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতেও ভয় লাগে। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো চিহ্নই বর্তমানে দেশে নেই। ভবিষ্যতেও থাকবে বলে মনে হয় না।
- আমি আমার দেশকে নিয়ে আজও স্বপ্ন দেখি, আমরা সর্বস্তরের বাঙালি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক সঙ্গে বসবাস করব। জাতীয় উন্নতির জন্য সবাই চেষ্টা করব। কিন্তু স্বাধীনতার বিপক্ষের দালাল, রাজাকারদের উস্কানির কারণে দেশ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সমাজে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো মূল্য না থাকায় তারা দেশের কল্যাণে নিজেদের কাজে লাগাতে পারছে না। আমি আশা করি এসব সমস্যার সমাধান হবে।

হাবিবুর রহমান

পিতা ছিদ্দিক আহমদ
গ্রাম রুমালিয়ার ছড়া
ডাকঘর কক্সবাজার
থানা কক্সবাজার সদর
জেলা কক্সবাজার

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি সুন্দর, স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছিলাম।
- পাকিস্তানি শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তি এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৮ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধের আগে আমি সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলাম। তাই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাকে নতুন করে প্রশিক্ষণ নিতে হয় নি। সেনাবাহিনীতে আমি তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত ছিলাম। নম্বর ৩৯৩৩০১৪-থার্ড ই.বি.আর.।
- ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র খালাসে নিয়োজিত ছিলেন। সুবেদার নান্নুর নেতৃত্বে ২৫ মার্চ চট্টগ্রামের মোবারক বিল্ডিংয়ের সামনে আমরা ব্যারিকেড গড়ে তুলি। পরে মেজর রফিকুল ইসলাম (বীরউত্তম) জিয়াউর রহমানকে মোবারক বিল্ডিংয়ের কাছ থেকে ফেরত আনেন। কর্নেল ঝান জোয়া এক গোপন সভায় বাঙালি সৈনিকদের হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হাবিলদার লিয়াকত আলীর কাছ থেকে সে কথা জানতে পেরে আমরা পাল্টা হামলার জন্য তৈরি হয়ে থাকি। পরদিন বাবর জাহাজ থেকে শেলিং শুরু হলে আমরা কালুরঘাট সেতুর কাছে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। সে যুদ্ধে লে. হাবিবুর মল্লিক শহীদ হন। কালুরঘাট পতনের পর আমরা পটিয়া চলে আসি। এরপর ক্যাপ্টেন হারুন আহত হওয়ার পর তাঁকে নিয়ে আমরা ডুলাহাজরা হয়ে কক্সবাজার চলে আসি। আমাদের সঙ্গে মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর মীর শওকত আলী ও অলি আহমদও ছিলেন। পরে তাঁরা আবার ফিরে যান। এরপর কক্সবাজারে জনাব কামাল হোসাইন চৌধুরীর নেতৃত্বে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণের কাজে নিয়োজিত হই।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান ও পরে মেজর রফিকুল ইসলামের অধীনে।
- সেনাবাহিনীর সদস্য হিসেবে আমার নাম আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত হয় নি।

- বর্তমানে আমি বেকার। গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত।
- বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন স্বাধীন, সার্বভৌম, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। কিন্তু সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার কারণে সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ নিচ্ছেন।
- বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নই ছিল আমাদের স্বপ্ন। তাই আমি এখনও তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি।

গাজী মো. আ. ছাত্তার কুদরতী

পিতা	মো. ওমেদ আলী প্রামাণিক
গ্রাম	বৃআঙ্গারু
ডাকঘর	পোতাজিয়া
থানা	শাহজাদপুর
জেলা	সিরাজগঞ্জ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাসের স্বপ্ন দেখেছি।
- পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৭ বছর।
- তৎকালীন আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে এবং জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া ও শিলিগুড়ি জেলার কেচুয়া, পানিঘাটা প্রভৃতি স্থানে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- সীমান্ত এলাকায় সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণের পাশাপাশি আমি ডিফেন্স কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর কাজী নুরুজ্জামান, সাব সেক্টর কমান্ডার যথাক্রমে শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর (বীরশ্রেষ্ঠ) ও ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী এবং ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আলীর অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম জাতীয় তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ২৯৪১।
- বর্তমানে আমি প্রায় বেকার। ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং বর্গাচাষ করে কোনরকমে সংসার চালাচ্ছি।
- যে-লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, সেদিনের সে স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি।

- বর্তমানে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে আমাদের স্বপ্ন প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে। কাজেই বেসরকারি সংস্থাসমূহ সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনে ও দারিদ্র্য বিমোচনে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে তা প্রশংসাযোগ্য। আমি নিজেও এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী।

মো. মুজিবুর রহমান (তাহেরুল)

পিতা সরাফত মণ্ডল

গ্রাম বিহার উত্তরপাড়া

ডাকঘর বিহার

থানা শিবগঞ্জ

জেলা বগুড়া

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, দেশ স্বাধীন হবে। সোনার বাংলা গড়ে উঠবে। সকল মানুষ সমান অধিকার পাবে।
- দেশকে স্বাধীন করার জন্যই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের পতিরামপুর ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি একজন আদর্শ সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর কাজী নুরুজ্জামানের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছ। আমার এফ.এফ. নম্বর ২৫৪৬৬, সূচক নম্বর ১০-৯৪-১৫-০২৪।
- বর্তমানে আমি দিনমজুরি করে কোনোপ্রকারে সংসার চালাচ্ছি।
- যে-স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে।
- আমার দেশ সোনার বাংলায় পরিণত হোক এটাই আমার স্বপ্ন।

আজিজুল হক

পিতা	আবদুল হাকিম
গ্রাম	শাহামীরপুর
ডাকঘর	ফকিরনীর হাট
থানা	পটিয়া
জেলা	চট্টগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বাধীন-সার্বভৌম সুন্দর একটি দেশের স্বপ্ন দেখেছি যেখানে আমরা সুখেশান্তিতে জীবন গড়তে পারব।
- মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিক হিসেবে আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলাম। পাকিস্তানি হানাদাররা যখন ই.পি.আর ও বাংলার মানুষের ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়, তখন আমি রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট থেকে চট্টগ্রামে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৩ বছর।
- একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ডাকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ থাকায় আমাকে নতুন করে কোন প্রশিক্ষণ নিতে হয় নি।
- আমি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছি। অস্ত্র হাতে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম এবং আঞ্চলিক কমান্ডার ক্যাপ্টেন সিরাজুল করিমের অধীনে। ক্যাপ্টেন করিমের মৃত্যুর পর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি তাঁর নেতৃত্বাধীন মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচালনা করেছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর চট্টগ্রাম সিটি কলেজে গ্রুপের সকলকে নিয়ে অস্ত্র জমা দিয়ে ফিরে এসেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- আমি কিছুদিন ধরে প্রাইভেট সিকিউরিটির চাকরি করছি। আমার সংসারের অবস্থা খুবই খারাপ। ছেলেমেয়েদের ঠিকমতো খাবারও দিতে পারি না।
- যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছি, সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালোরাত্রে। তবে আশা করছি বর্তমানে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।
- আমার স্বপ্ন দেখার মতো কিছুই নেই। বর্তমান সরকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো দেশকে নেতৃত্ব দেবেন এটাই আশা করি।

আমির হোসেন

পিতা	জনাব আলী
গ্রাম	মৌশাইর
ডাকঘর	আজমপুর
থানা	উত্তরা
জেলা	ঢাকা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি ছিলাম একজন আদর্শ সৈনিক। রণক্ষেত্রে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। তখন দেশ ও জাতিকে শত্রুমুক্ত করার স্বপ্নেই বিভোর ছিলাম।
- দেশ ও জাতিকে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করার জন্যেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৪/২৫ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের দার্জিলিংএ আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একজন আদর্শ সৈনিক হিসেবে কমান্ডিং অফিসার যখন যে আদেশ দিয়েছেন নিষ্ঠার সঙ্গে সেই আদেশ পালন করেছি।
- আমি ৬ নম্বর সেক্টরে উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশারের অধীনে যুদ্ধ করেছি। সেক্টর হেডকোর্টার ছিল লালমনিরহাটের বুড়িমারিতে ।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুজিবনগর ক্যাম্পে তালিকাভুক্ত হয়েছে। ক্রমিক নম্বর ছিল ৭৮/৫৯। আমাকে স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র দেয়া হয়েছিল। সরকারি নির্দেশে সেই সনদপত্র জমা দিয়েছিলাম। আর ফেরৎ পাইনি।
- বর্তমানে আমি একজন রিকশাচালক। মহাজনের কাছ থেকে সুদে টাকা নিয়ে রিকশা কিনেছি। রিকশা চালিয়ে যা আয় হয় মহাজনের কিস্তি শোধ করে তা দিয়ে কোনোরকমে অর্ধাহারে-অনাহারে আমার সংসার চলছে। চার সন্তান নিয়ে নদীতে ভেঙে যাওয়া খড়-কুটোর মতোই আমার জীবন।
- যে স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছি তা বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না। সেদিন ভেবেছি, দেশ স্বাধীন করে আমাদের দেশকে আমরা মনের মতো করে সাজিয়ে তুলব। আমাদের দেশ হবে পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য। আমাদের দেশে দারিদ্র্য থাকবে না। সকলের মুখে হাসি ফুটবে। অন্যায়, অত্যাচার চিরতরে বিদায় নেবে। কিন্তু হায়! আমাদের দেশ যে বড়ই হতভাগ্য। হতভাগ্য মায়ের কোলে আমি অভাগা পুত্র ব্যতীত আর কিছুই নই। শুধু এটুকুই বলব।

- বর্তমানে আমি বয়সের ভারে ন্যুব্জ। যৌবনে যে স্বপ্ন ছিল সবই তো ধুলায় মিশে গেছে। স্বপ্ন আর বাস্তবতার মধ্যে ব্যবধান অকল্পনীয়। আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, আজ আমরা সকলেই বৃদ্ধের কোটায়। আজ আর মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার দরকার নেই। বরং মুক্তিযোদ্ধার ছেলেমেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। এটা শুধু আমার দাবি নয়, সকল মুক্তিযোদ্ধার দাবি। এ দাবি বাস্তবায়িত হলে লাখ লাখ শহীদের আত্মা শান্তি পাবে।

মো. আবদুল মন্নান

পিতা	আব্বাছ আলী
গ্রাম ও ডাকঘর	পাহাড়পুর
থানা	আটপাড়া
জেলা	নেত্রকোণা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভেবেছি, দেশ স্বাধীন হলে আমরা বাঙালিরা মিলেমিশে স্বাধীনভাবে বসবাস করব। দেশের সম্পদ দেশেই ব্যয় হবে। ফলে সকলেরই বাঁচার পথ সহজ হবে। সকল স্তরের মানুষ শান্তিতে থাকতে পারবে।
- দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে ভারতের মেঘালয়ের তুরায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি সেকশন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম আবু তাহেরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৩৪৭৯।
- আমার নিজস্ব কোনো সহায়-সম্পদ নেই। পরের জমিতে কাজ করে কোনোমতে অনাহারে-অর্ধাহারে দিনযাপন করছি।
- আমার স্বপ্নের সঙ্গে বর্তমান সমাজ ও দেশের অবস্থার কোনো মিল নেই। মিলের আশাও করা যায় না। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিতেও ভয় লাগে। মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো চিহ্ন বর্তমানে দেশে নেই। ভবিষ্যতেও থাকবে না।

- আমি আমার দেশকে নিয়ে স্বপ্ন দেখি যে, সকল স্তরের বাঙালি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করব। জাতীয় উন্নতির জন্য সবাই চেষ্টা করব। কিন্তু স্বাধীনতার বিপক্ষের দালাল-রাজাকারদের উস্কানির কারণে দেশ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সমাজে মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো মূল্য না থাকায় তারা দেশের কল্যাণে কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না।

মো. শুকুর আলী

পিতা	ওহাব আলী
গ্রাম	জামগড়
ডাকঘর	বাঘাইতলা
থানা	হালুয়াঘাট
জেলা	ময়মনসিংহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি বাংলাদেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- দেশ স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২১ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালে ভারতের মেঘালয়ের তুরায় আমি গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সাধারণ সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. আবু তাহের এবং লেফটেন্যান্ট হাশেম তালুকদারের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর মনে নেই।
- আমি এখন একজন ভূমিহীন দিনমজুর। স্বল্প আয়ে সাধারণ জীবনযাপন করছি।
- এখনও দেশের উন্নতির স্বপ্ন দেখি।

মো. বদিয়ার রহমান

পিতা	গমির উদ্দিন
গ্রাম ও ডাকঘর	তবকপুর
থানা	উলিপুর
জেলা	কুড়িগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শেখ মুজিবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছি।

- শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ৩০ বছর।
- শেখ মুজিবের আদর্শ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তাঁর ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ভারতের কুচবিহারের টাপুরহাট (আড়িয়াবাড়ি) এবং দিনহাটা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে গ্রুপ কমান্ডার নূরউদ্দিন, সাব-সেক্টর কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ্‌র অধীনে।
- স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু আমার সনদপত্র হারিয়ে যায়। এরপর বেঁচে থাকার সংগ্রামে এতো ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে তালিকাভুক্তির কোনো খোঁজ রাখিনি।
- বর্তমানে ২ পুত্র, ২ কন্য ও স্ত্রীকে নিয়ে জীবনজীবিকার সংগ্রামে প্রতিনিয়ত লড়াই করে যাচ্ছি। শ্রম বিক্রি করে সংসার চালাচ্ছি। সম্পদ বলতে একটি জীর্ণ কুঁড়েঘর ছাড়া আর কিছু নেই।
- যে স্বপ্ন ও চিন্তা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, সে আদর্শ বাস্তবায়িত হয়নি। শুধুমাত্র একটি পৃথক পতাকা ও মানচিত্র পেয়েছি। স্বাধীনতার মূল আদর্শ অনুসরণ করা হচ্ছে না।
- বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। দেশ পরিচালনার দায়িত্ব যে সরকারের উপর ন্যস্ত তারা গণমানুষের স্বপ্নের বাংলাদেশকে বাস্তবে রূপ দেবে– এটাই আশা করি।

শ্যামল কুমার চৌধুরী

পিতা	মতিলাল চৌধুরী
গ্রাম	শুভংকরকাঠী
ডাকঘর	সুগন্ধিয়া
থানা	ঝালকাঠী সদর
জেলা	ঝালকাঠি

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, মোটা ভাত-মোটা কাপড় এবং সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে সবাই মিলেমিশে বসবাস করার স্বপ্ন দেখেছি।
- পরাধীনতার শিকল ভেঙে মুক্ত স্বাধীন দেশে বসবাস করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১২ বছর।

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- ১৯৭১ সালের এপ্রিলে ঝালকাঠির নথুল্লাবাদ ইউনিয়নের চাতৈর গ্রামের ক্যাম্পে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের আহার, আপ্যায়ন, বাজার করার দায়িত্ব পালন করেছি। অস্ত্র, গোলা-বারুদের বাক্সসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে আনা-নেওয়ায় সহযোগিতা করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম.এ. জলিলের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম এখনও কোথাও তালিকাভুক্ত হয়নি।
- আমি বর্তমানে স্থানীয় একটি এনজিওতে ছোট চাকরি করি। এখানকার আয় দিয়ে ১০-১২ জনের সংসার চালানো বড় কঠিন ব্যাপার। এসব লিখে বোঝানো যাবে না।
- যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছি, সে অনুযায়ী দেশ চলছে না। ভবিষ্যতে চলবে কিনা তা নিয়ে গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় কাটছে।
- বর্তমানে আমি একটি সন্ত্রাসমুক্ত দেশ কামনা করি যেখানে থাকবে না কোনো ভেদাভেদ। সবাই মোটা ভাত- মোটা কাপড় পরে বাঁচার সমান সুযোগ পাবে।

এস.এম. রকিকুল বারী

পিতা	এস.এম. আবদুল বারী
	৩ কাকীনা রোড, বাড়ি নম্বর ৫/১
গ্রাম	কেরানী পাড়া
ডাকঘর	সদর রংপুর
থানা	কোতয়ালী
জেলা	রংপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ভেবেছি, দেশ হানাদার পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্ত হবে। লাঞ্ছিত-বঞ্চিত মানুষ ফিরে পাবে তাদের অধিকার। গরিব মানুষ পেটভরে খেতে পাবে। এ সবই ছিল আমার মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন।
- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচার ও গণহত্যার প্রতিরোধ এবং শান্তি প্রিয় স্বাধীনতাকামী মানুষকে মুক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- ঐতিহাসিক ৭ মার্চে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ২৫ মার্চের সেই কালরাত্রিতে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।

- বড়াই বাড়ি ইয়ুথ ক্যাম্প, কাকাড়িপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প এবং সর্বোপরি ভারতের মেঘালয় প্রদেশের তুরাতে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে অফিসিয়াল, বিশেষ করে খাদ্য ভাণ্ডারের সহযোগীর দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. আবু তাহের এবং কোম্পানি কমান্ডার মাহবুবুর রহমানের অধীনে ।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য আমি মুক্তিযোদ্ধা সংসদে আবেদনপত্র পূরণ করে পাঠিয়েছি ১৯৯৭ সালের ৩ এপ্রিল।
- বর্তমানে আমার সংসারের অবস্থা সচ্ছল নয়।
- মুক্তিযুদ্ধের প্রজ্জ্বলিত ও উদ্দীপনাপূর্ণ চেতনায় আমরা যে সংগ্রাম করেছি, তার মূল্যায়ন আমরা আজও পাইনি। তাই আমরা হতাশাগ্রস্ত। আমাদের সন্তানরা ক্ষুধায়, বিনা শিক্ষায়, বিনা চিকিৎসায় আজ দিশেহারা।
- ক্ষুধা ও বঞ্চনামুক্ত জাতি চাই। চাই মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন। যে অগ্নিমন্ত্রে প্রজ্জ্বলিত হয়ে জীবন বাজি রেখে দেশ স্বাধীন করেছি, সেই চেতনার বাস্তবায়ন হোক।

ঠাকুর দাশ

পিতা	গৌরাঙ্গ দাশ
গ্রাম ও ডাকঘর	কৈনপুরা
থানা	আনোয়ারা
জেলা	চট্টগ্রাম

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি বাঙালি হিসেবে পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত হয়ে দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলে মা-বোন নিয়ে সুখেশান্তিতে বসবাস করার স্বপ্ন দেখেছি।
- রাজাকার, আলবদর বাহিনীর সহযোগিতায় পরিচালিত পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২১ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের ১৫ এপ্রিল প্রথমে ক্যাপ্টেন করিমের অধীনে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ নিয়েছি চট্টগ্রামের বোয়ালখালি থানার করলডেঙ্গা পাহাড়ে। দ্বিতীয়বার জুলাই মাসে ভারতের দেমাগ্রী যুব প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।

- মুক্তিযুদ্ধকালীন আমি সশস্ত্রভাবে শত্রুদের মোকাবিলা করেছি। গোয়েন্দার দায়িত্বও পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন করিম, কমাণ্ডার বজল আহমদ ও আবু তাহের বাঙালির অধীনে।
- চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ আনোয়ারা থানা কমান্ডে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৩৪২০৭৮।
- বর্তমানে আমি দিনমজুরি করে অনেক কষ্টে সংসার চালাচ্ছি। আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৭ জন। বিগত ২৫ বছরে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কারো কাছ থেকে আমি কিছুই পাইনি।
- বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।
- মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সংবিধানের আলোকে দেশ পরিচালনা করুক এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দেশ সেবার যথাযথ সুযোগ প্রদান করুক– এটাই আমার বর্তমানের প্রত্যাশা।

কালিপদ মণ্ডল

পিতা মনোহর মণ্ডল
গ্রাম ভরতভায়না (ডহরি)
ডাকঘর সারুটিয়া
থানা কেশবপুর
জেলা যশোর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এদেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি। শত্রুদের হাত থেকে মা-বোনের ইজ্জত এবং নিরীহ জনগণকে রক্ষা করব। যে-দস্যুরা নিরীহ মানুষের উপর গুলি চালাচ্ছে, তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার স্বপ্নও দেখেছি।
- পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে স্বাধীন করার জন্যই মুক্তিযুদ্ধ অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি প্রথমে ভারতের পশ্চিমবাংলার ঘোষপুর ক্যাম্পে এবং বনগাঁ চাপাবাড়ে ইয়ুথ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নিয়েছি। পরে বিহার প্রদেশের বীরভূম জেলার চাকুলিয়ায় উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।

- আমি ৮ নম্বর সেক্টরে ডিফেন্সে যুদ্ধ করেছি। রাজাকারদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। এছাড়াও ত্রিমোহিনী, কলারোয়া, ডুমুরখালি, চিংড়া প্রভৃতি এলাকার তরুণদের মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণও দিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে মেজর এম.এ. মঞ্জুরের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার ক্রমিক নম্বর ৮৯৫৩, ব্যাচ নম্বর ১৫।
- বর্তমানে আমি কৃষিকাজ করি। কৃষিই আমার পেশা। আমাদের এলাকা জলাবদ্ধতার শিকার হওয়ায় কৃষিকাজও এখানে করা যাচ্ছে না। ফলে দারুণ অর্থাভাবে অতি কষ্টে সংসার চালাতে হচ্ছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। কারণ গবির চাষীদের পেটে ভাত নেই। পরনের কাপড় নেই, আমার প্রিয় মুক্তিযোদ্ধারা কেউ রিকশা-ভ্যান চালাচ্ছে, রাজাকার-আলবদর-আলশামসরা এখনও দেশে অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।
- বর্তমানে ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করেছে। এই সরকার মুক্তিযুদ্ধের সরকার, দেশের জনগণের সরকার। আমি মনে করি, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবং 'এডাবে'র মতো বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় তৃণমূল পর্যায়ের নিরীহ গরিব জনসাধারণ মোটা কাপড় এবং মোটা ভাত পাবে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে। বর্তমানে আমি এ ধরনের কল্যাণমুখী চিন্তাভাবনাই করি।

বিভূতি রঞ্জন মণ্ডল

পিতা কালিকান্ত মণ্ডল
গ্রাম ধ্বজী
ডাকঘর আমিরিয়া গোপালপুর
থানা কালকিনি
জেলা মাদারীপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি মাতৃভূমি রক্ষার্থে পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছি।
- আমরা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পরও যখন পাকিস্তান সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর না করে আমাদের ওপর বর্বরোচিত অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে তখনই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।

- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- প্রথমে ভারতের চাঁদপাড়া ক্যাম্পে, পরে বীরভূমে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. এ. মঞ্জুরের অধীনে স্থানীয় কমান্ডার আনোয়ার হোসেন মোল্লার (মানিক) নেতৃত্বে।
- ভারতে প্রশিক্ষণের সময় আমার পরিচয়পত্রের নম্বর ছিল ১০৯১১ এবং শিবিরের ক্রমিক নম্বর ছিল ৩১৩। বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয় নি। সম্প্রতি তালিকাভুক্তির জন্য আমি যে আবেদন করেছি তার ক্রমিক নম্বর ৩৫১২৭০।
- বর্তমানে আমি বেকার অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছি। আর্থিক অভাব-অনটনের কারণে জায়গাজমি সবই বন্ধক দিতে হয়েছে। কাজের জন্য বহু স্থানে ঘুরেছি। কোনো কাজ পাইনি। এখন পরিবার নিয়ে যেখানে-সেখানে দিন কাটাচ্ছি।
- বর্তমান সরকার মুক্তিযোদ্ধার চেতনায় দেশগড়ার কিছুটা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।
- স্বাধীনতার স্বাদ ঘরে ঘরে পৌছুক– বর্তমানে এটাই আমার স্বপ্ন।

জহর লাল পাল চৌধুরী

পিতা যোগেন্দ্র পাল চৌধুরী
গ্রা রাজারকুল (পালপাড়া)
ডাকঘর ও থানা : রামু
জেলা কক্সবাজার

- দ্বিজাতি তত্ত্বের অসারতা এবং পূর্ববাংলার জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের শাসন, শোষণ ও বঞ্চনার ব্যাপারে আমি সচেতন ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাই আমি যে স্বপ্নে বিভোর ছিলাম তা হচ্ছে, বাংলাদেশ একদিন স্বাধীন হবে। আমাদের সংগ্রাম বৃথা যাবে না। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে উঠবে।
- আমার মুক্তিযুদ্ধের যোগ দেয়ার পেছনে অনেক কারণ কাজ করেছে। পশ্চিমাদের নির্যাতন প্রতিরোধ, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা, মাতৃভূমিকে স্বাধীন করা প্রভৃতি তার মধ্যে অন্যতম। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করেই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৩ বছর।
- বঙ্গবন্ধুর ডাকে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- হানাদার বাহিনী নির্মম নিধনযজ্ঞ শুরু হলে প্রথমে আমরা অন্যোনোপায় হয়ে বার্মা চলে যাই। কিছুদিন পর স্বাধীন বাংলা বেতারে মুক্তিযোদ্ধাদের নানা তৎপরতার

খবর পেয়ে আমতলী ক্যাম্পে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। এখান থেকে কিয়াংজুপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৎকালীন ই.পি.আর. এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের কাছে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।

- আমার দলের প্লাটুন কমান্ডারসহ সবাই ছিলেন ভিন্ন জেলার। দলে একমাত্র স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি তাদের চট্টগ্রামের ভাষা বুঝতে সহায়তা করেছি। শত্রুসৈন্য নিধনের পাশাপাশি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে আমাকে।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর রফিকুল ইসলাম এবং ১১২ নং প্লাটুনের কমান্ডার ক্যাপ্টেন শামসুল ইসলামের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম ১ নম্বর সেক্টরের ১১২ প্লাটুনে যথারীতি তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার নাম এফ.এফ. তালিকাভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই।
- বর্তমানে বলতে গেলে বেকার অবস্থায় আছি। মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম বলে পরাধীনতাকে স্বীকার করতে পারি না। বর্তমানে খুবই কষ্টে সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ মোটেও সেভাবে চলছে না।
- সর্বপ্রথমে দরকার একাত্তরের চেতনার ভিত্তিতে দেশের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নাগরিক ও মানবিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা। নারী নির্যাতন, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতাকে কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা। নিরক্ষরতা দূর করা। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

মো. বজলার রহমান

পিতা	সৈয়দ আলী সরকার
গ্রাম	মোর্দ্দসাপটানা
ডাকঘর ও থানা	লালমনিরহাট
জেলা	লালমনিরহাট

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, শোষণমুক্ত সমাজ কায়েম হবে। সমাজের সর্বস্তরে সব ধরনের অধিকার ও নিরাপত্তা কায়েম হবে।
- পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। তখন আমার বয়স ছিল ১৫ বছর।
- আমার প্রিয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতে আমি গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি ভারি অস্ত্র নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।

- আমি যুদ্ধ করেছি ৬ নম্বর সেক্টরে উইং কমাণ্ডার এম. কে. বাশারের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১২৭/৪।
- বর্তমানে আমি একটি এনজিওতে কর্মরত আছি। আমার সংসার মোটামুটি চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়নি।
- দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি।

মো. জহুরুল ইসলাম

পিতা কছির উদ্দিন মণ্ডল
গ্রাম ঘাসিড়া
ডাকঘর বোহাইল
থানা বগুড়া সদর
জেলা বগুড়া

- দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারব। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেয়ে বাঁচতে পারব। দেশের লোক সুখেশান্তিতে থাকবে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এইসব স্বপ্নই দেখেছি
- দেশ ও জাতিকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের পশ্চিমবাংলার শিলিগুড়ি জেলার পানিঘাটায় আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি সহযোদ্ধা ও সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে মেজর কাজী নুরুজ্জামান এবং প্লাটুন কমান্ডার আবুল হোসেনের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৩৭৮২। সরকার আমাকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক মহম্মদ আতাউল গণী ওসমানী স্বাক্ষরিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামের সনদপত্র' প্রদান করেছে।
- আমি একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। পক্ষাঘাতগ্রস্ত। খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।

- আমরা মুক্তিযোদ্ধারা এখনও দু'বেলা দু'মুঠো ভাত, পরনের বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং জানমালের নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি, মুক্তিযোদ্ধারা দেশ ও জাতির কাছে চির সম্মানিত হয়ে থাকবে।

মো. জাবেদ আলী সরকার

পিতা	বিনছের আলী সরকার
গ্রাম	ভাড়াহার
ডাকঘর	চালুন্‌জাহাট
থানা	শিবগঞ্জ
জেলা	বগুড়া

- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার স্বপ্ন ছিল, এই দেশটা শত্রুর হাত থেকে মুক্ত হবে। পরাধীন থেকে আমরা স্বাধীন হব। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।
- এই দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২১ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ত্রিমোহনী তিওর মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুটমেন্ট ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি ইউনিট কমান্ডারের অধীনে একজন সহযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৭ নম্বর সেক্টরে ইউনিট কমান্ডার মো. আবদুল আজিজের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা সংসদের শিবগঞ্জ থানা কমান্ড কার্যালয়ে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১১২৭।
- বর্তমানে আমি বেকার। আমার সংসারে ৮ জন মানুষ। আমার পাঁচ ছেলে, এক মেয়ে। সবাই লেখাপড়া করে। আমি বাংলাদেশ বেতারের তালিকাভুক্ত একজন গীতিকার। সংগীত আমার পেশা। যৎসামান্য জমি আছে। এসব থেকে সংসার চলে না। বিকল্প হিসেবে সরকারি পুকুর লিজ নিয়ে বেসরকারি সংস্থা 'প্রশিকা'র মাধ্যমে মাছের চাষ করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।

- বর্তমানে দেশকে নিয়ে আমি এক ভয়াবহ স্বপ্ন দেখি। কারণ আমরা যা চেয়েছি বাস্তবে তার কিছুই পাইনি। আমরা ভেবেছিলাম, দেশ স্বাধীন হলে সবাই মানসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার পাবে। বাংলাদেশে এক সুখি-সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠবে। কিন্তু বাস্তবে পেয়েছি এক অশান্তির রাজ্য। দুর্নীতি, কুশাসন এবং নেতাদের দলীয় স্বার্থের সংঘাতের ফলে দেশ আজ এক চরম সঙ্কটে নিপতিত। আমি আশা করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা অচিরেই এই সংকট থেকে মুক্তি পাব। জাতি আজ সেই প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

মো. আবুল কাশেম বেপারী

পিতা	হাসমত আলী বেপারী
গ্রাম	লাকচতল
ডাকঘর	কাওরাইদ
থানা	শ্রীপুর
জেলা	গাজীপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বাধীন ও সার্বভৌম মাতৃভূমির স্বপ্ন দেখেছি।
- আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য। তখন আমি ৭ম শ্রেণীর ছাত্র। আমার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের লেবুচুরা ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৩ নম্বর সেক্টরে মেজর এ. এন. এম নূরুজ্জামানের অধীনে।
- আমার নাম বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত আছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৩৬৮২৮।
- বর্তমানে আমি বেকার অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছি। বিগত ২৫ বছর বিভিন্ন জায়গায় কর্মসংস্থানের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। কোথাও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মান পাইনি।

- এদেশের মানুষ স্বাধীনতার স্বাদ পুরোপুরি উপভোগ করবে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমাদের এটাই ছিল আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।
- আমি এখনও দেশের সার্বিক উন্নতির স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন দেখি মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণ সাধনের।

মো. ছাত্তার

পিতা	মো. ছায়েদ আলী
গ্রাম	টাংগারীপাড়া
ডাকঘর	মরারপাড়া
থানা	বকশীগঞ্জ
জেলা	জামালপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছি।
- স্বাধীন-সার্বভৌম এবং শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৫ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ১৯৭১ সালে ভারতের কালাইপাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিহত করার দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. আবু তাহের এবং স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহর অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১৭৭৪৭।
- বর্তমানে ক্ষেতমজুর হিসেবে কোন রকমে দিন কাটাচ্ছি।
- বঙ্গবন্ধুর হত্যার মধ্য দিয়ে দেশকে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়। এখন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবারও সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখছি।
- বর্তমানে আমি দেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখি, তা হলো– একদিন এ দেশে শোষণমুক্ত সমাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ কায়েম হবে এবং সাধারণ মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ পাবে।

ম্যাথু দিগ্বিজয় নাথ

পিতা দেবেন্দ্র নাথ
গ্রাম চিলা (দক্ষিণ কাইনমারী)
ডাকঘর চিলাবাজার
থানা মংলা
জেলা বাগেরহাট

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি দেশের স্বাধীনতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছি।
- আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ৩৯ বছর।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি কোনো প্রশিক্ষণ নিই নি।
- মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে আমি সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেছি। পরে মংলা বন্দরে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছি। ১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল পাকিস্তান নৌবাহিনীর 'সিলেট' নামে একটি রণতরীর ওপর সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করেছি। মে মাসের শেষের দিকে কোলকাতার ভবানীপুরের ৩ নম্বর সাদার্ন এভিনিউর বাড়িতে সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমেদ, আ. স. ম. আবদুর রব, শাহজাহান সিরাজ, আবদুর রব সেরনিয়াবাত প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মুজিববাহিনীর সদস্য সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের কাজে অংশ নিয়েছি। জুলাই মাসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৮৫ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নিয়ে সুন্দরবনের চাঁদপাই রেঞ্জে এসে ঘাঁটি স্থাপন করার পর মংলা বন্দর শত্রুমুক্ত করার অভিযানেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছি । এ সময়ে আমি এখানে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধা দলের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। তবে সনদপত্র হারিয়ে গেছে।
- বর্তমানে আমি অবসর জীবনযাপন করছি। বেকারও বলা যায়। যৎসামান্য কৃষিকাজ ও মুরগি পালন করে কোনোমতে সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা দেখতে ইচ্ছা করে, যে বাংলায় ধনী-গরিব, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বাঙালি খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের নিশ্চয়তা পাবে।

মো. আয়েজ উদ্দিন

পিতা	হানিফ উদ্দিন
গ্রাম	গোবিন্দপুর
ডাকঘর	হাটলক্ষ্মীপুর
থানা	গাইবান্ধা সদর
জেলা	গাইবান্ধা

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক শাসন থেকে বাংলাকে স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছি।
- সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকদের উৎখাত করে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সর্বাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়ে চূড়ান্ত নির্দেশনার জন্য আমরাও প্রস্তুত ছিলাম। পঁচিশে মার্চে একদিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর হত্যাকাণ্ড এবং অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুর দেয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার কথা শুনে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের কাকরীপাড়া মেঘনা কোম্পানিতে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে হাবিলদার মেজর আজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম জাতীয় তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১০৮।
- বর্তমানে ছোট একটি পানের দোকানই হচ্ছে আমার আয়ের একমাত্র উৎস। খুবই আর্থিক সংকটের মধ্যে সংসার চালাচ্ছি।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- আমি একটি দুর্নীতিমুক্ত, শোষণহীন ও বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখি।

মো. শামছুল হক

পিতা	হাফেজ উল্লাহ
গ্রাম ও ডাকঘর:	ডাকাতিয়া
থানা	ভালুকা
জেলা	ময়মনসিংহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি শোষকের হাত থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধার করে সোনার দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছি।
- পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার ইচ্ছা থেকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- ভারতের মেঘালয়ের তুরা অঞ্চলে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. আবু তাহেরের নেতৃত্বে। আমাদের গ্রুপের প্রধান ছিলেন মেজর আফছার উদ্দিন আহমেদ।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রথমে ভারতে, পরে ময়মনসিংহের ভালুকা থানায় আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ১১২৯২।
- বর্তমানে আমি একজন ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে আমার সংসার চলছে।
- ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত যে-সব সরকার দেশ শাসন করেছে তাতে দেশের কোনো প্রকার উন্নয়ন তো হয়ই নি, বরং দুর্নীতি ও হতাশায় নিমজ্জিত হতে হয়েছে দেশের মানুষকে। ফলে আমাদের স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবে বর্তমানে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে।
- আমি স্বপ্ন দেখি, সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ একদিন গোটা বিশ্বে আদর্শ দেশ ও জাতি হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

মো. ওবায়েদ উল্যা পাটওয়ারী

পিতা আলী আহম্মদ পাটওয়ারী
গ্রাম বালাইসপুর
ডাকঘর বিরামপুর
থানা লক্ষ্মীপুর সদর
জেলা লক্ষ্মীপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার স্বপ্ন ছিল, একদিন আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। তখন আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারব। আত্মমর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারব।
- মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি বাংলাদেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার জন্য। সর্বোপরি, একটি সুখী সমাজ দেখে যাব– এই প্রত্যাশা তো ছিলই। তখন আমার বয়স ছিল ২২ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- ১৯৭১ সালের মে মাসে ভারতের আগরতলার উদয়নগর ক্যাম্পে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি মুক্তিযুদ্ধে একজন সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি।
- প্রথমে আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে সুবাদার মেজর লুৎফর রহমানের অধীনে। পরে মুজিব বাহিনী গঠিত হলে আমাকে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তখন মাহবুবুর রহমান বেলায়েতের অধীনেও আমি যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম প্রথমে ভারতে এবং পরে বাংলাদেশে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর স্মরণে নেই। তাছাড়া সব কাগজপত্রও হারিয়ে ফেলেছি।
- বর্তমানে আমি একজন দিনমজুর। অনেক কষ্টে সংসার চলছে।
- জাতির জনকের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর বিগত ২১ বছর দেশে একটি ভয়ঙ্কর অন্ধকার সময় বিরাজমান ছিল বলে আমি মনে করি। ছিল ইতিহাস বিকৃতি, সন্ত্রাস, নানাবিধ সামাজিক অনিয়ম ও রাষ্ট্রীয় শোষণ। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ঐকান্তি ক প্রয়াসে আমরা সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাব বলে মনে করি।
- আমি আজও স্বপ্ন দেখি, আমাদের জাতি সমস্ত পশ্চাৎপদতা, অন্যায়, অনিয়ম ও শোষণ অতিক্রমে সক্ষম হবে এবং বাংলাদেশ সামাজিকভাবে ন্যায়ভিত্তিক এবং অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী একটি দেশে পরিণত হবে। শান্তির পথে থেকে নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। বিশ্বে আমরা আমাদের গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।

শামসুন্নাহার বেগম

স্বামী আমিনুদ্দিন (আমিন মাস্টার)
গ্রাম মধ্য বাঞ্চানগর
ডাকঘর ও থানা : লক্ষ্মীপুর
জেলা লক্ষ্মীপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, বাংলার মানুষ হবে স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশের নাগরিক। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা কথা বলার ও মত প্রকাশের অধিকারসহ সকল প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পাব।
- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন ও হত্যা থেকে মুক্তি, বিশেষ করে বাংলার নারীদের উপর যে-অত্যাচার তারা চালিয়েছে তার চির অবসানের জন্যে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তখন আমি এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী। আমার বয়স ছিল ১৯ বছর।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বাংলার সর্বস্তরের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি।
- লক্ষ্মীপুরের গ্রামে গোপন প্রশিক্ষণ শিবিরে আমি গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছি। আমার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অনেকেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। তাদের সহযোগিতায় আমি মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে গোপন খবরাখবর আদান-প্রদান করেছি। লক্ষ্মীপুরের কালিবাজার, রামগঞ্জ, বিজয়নগর প্রভৃতি গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন শিবিরগুলোতে অবস্থান করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাংগঠনিক খবরাখবর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দিয়েছি।
- আমি কাজ করেছি ২ নং সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের অধীনে।
- মুক্তিযুদ্ধের পর আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯০ সালে আমাকে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ লক্ষ্মীপুর জেলা মহিলা কমান্ডের আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে।
- বর্তমানে আমি কিছুই করি না। সংসারে দুঃখ-কষ্ট নিয়েই আছি। আমার স্বামী একটি ছোট চাকরি করতেন। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। সমস্ত জমিজমা বিক্রি করে দু'ছেলে ও এক মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। বি.এ. পাস করেও ছেলেরা কোনো চাকরি পাচ্ছে না। বুঝতেই পারছেন আমার সংসারের অবস্থা।

- যে-স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সর্বস্তরের নাগরিকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অচিরেই সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।
- আমরা আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশ স্বাধীন করেছি। এখন রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন করা। রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হাজার হাজার পরিবার অমানবিক দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেও যোগ্যতানুযায়ী চাকরি পাচ্ছে না। আমার একান্ত প্রত্যাশা হচ্ছে, অবিলম্বে দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারসমূহ চিহ্নিত করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের যোগ্যতানুযায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে সকল মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের পক্ষ থেকে আমার আকুল আবেদন– আপনি দয়া করে আমাদের দিকে একটু তাকান।

আরজান খান

পিতা	বাবু খান
গ্রাম	স্বল্পলাড়ু
ডাকঘর	লাউহাটি
থানা	দেলদুয়ার
জেলা	টাঙ্গাইল

- পরাধীন থাকার চেয়ে স্বাধীনতাই শ্রেয়। তাই আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বপ্ন দেখেছি, আমাদের সোনার বাংলা একদিন স্বাধীন হবে, আমরা হব স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক।
- আমরা বাঙালি। যখন দেখলাম বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী, আমাদের মা-বোনেদের ইজ্জতহানি করছে, তখন আর সহ্য করতে পারিনি। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধে। তখন আমার বয়স ছিল ২০ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি। অশিক্ষিত মানুষ। প্রশিক্ষণের সনতারিখ মনে রাখি নি। তবে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ভারতের মহেন্দ্রগঞ্জে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করার দায়িত্ব পালন করেছি।

- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে। এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর এম. আবু তাহের। আঞ্চলিক অধিনায়ক ছিলেন আবদুল আজিজ ও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী। আমি কাদের সিদ্দিকীর অধীনে যুদ্ধ করেছি।
- আমার নাম দেলদুয়ার থানা মুক্তিযোদ্ধা সংসদে তালিকাভুক্ত হয়েছে। তবে আমার সার্টিফিকেট বাড়িতে আগুন ধরে পুড়ে গেছে।
- আমি কৃষিকাজ করি। নিজের কোন জমি নেই। কৃষিকাজ করে সংসার চলে না। তাই নদীতে খেয়া পারাপার করে কোন রকমে অভাবের সংসার চালাচ্ছি।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় যে আশা আমার বুকে ছিল, সে আশা এখন বুকের মধ্যেই হারিয়ে যাচ্ছে। তবে বর্তমানে দেশ পরিচালনা দেখে আবার আশার সঞ্চার হচ্ছে।
- এক নদী রক্তের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশ পেয়েছি। দেশকে নিয়ে আমার অনেক স্বপ্ন। আমার দেশে নিরক্ষরতা থাকবে না। অভাব থাকবে না। থাকবে না কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা। আমার দেশের ছেলেরা আর সন্ত্রাসী হবে না। এ ধরনের অনেক আশা আছে। অনেক স্বপ্ন দেখি আমি।

মো. মকবুল হোসেন মোড়ল

পিতা হযরত আলী মোড়ল
গ্রাম চরগোবিন্দপুর
ডাকঘর মঠের বাজার
থানা ও জেলা: মাদারীপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, জীবনের বিনিময়ে হলেও দেশকে মুক্ত করবই। দেশের হারানো গৌরব উদ্ধার করব। দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটাতে সহায়তা করব।
- দেশের দুর্দিনের অবসান ঘটানোর জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৯ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি প্রথমে কল্যাণপুরে এবং পরে জীবননগরে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি একজন সাধারণ সৈনিকের দায়িত্ব পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর এম. এ. মঞ্জুরের অধীনে। আমার গ্রুপ কমান্ডার ছিলেন জাফর ছাদেক।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৭৫৪০৩।

- বর্তমানে আমি দিনমজুরি করি। কায়ক্লেশে ও অর্ধাহারে আমার সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছি, এতদিন দেশ সেভাবে চলেনি। আশা করি, আগামীদিনে সেভাবে চলবে।
- বর্তমানে যিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনিই দেশের যোগ্য নেত্রী। আমি আশা করি, আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে তিনি দেশবাসীর মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হবেন।

সুবল চন্দ সারিক

পিতা	নিমাই চন্দ
গ্রাম	যতারপুর
ডাকঘর	পিরোজপুর
থানা ও জেলা:	মেহেরপুর

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্নই দেখেছি।
- দেশকে স্বাধীন করার জন্যই আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ২৪ বছর।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি প্রশিক্ষণ নিয়েছি ভারতের বিহারের চাকুলিয়ায়।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছি সঠিকভাবে।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে ওমর কমান্ডারের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ৮৪৯১।
- বর্তমানে আমি ভ্যান চালাই। আমি একজন অসুস্থ মানুষ। আমার সংসার খুব কষ্টে চলে। জীর্ণ কুঠিরে বাস করি। আমার জমিজমা নেই। সামান্য জমি ছিল, তাও বেহাত হয়ে গেছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছি বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- আমরা ভালোভাবে বাঁচতে পারব এবং দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা থাকবে না– বর্তমানে আমি সে রকম একটি বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি।

এইচ.এম. হাবিবুল ইসলাম খোকন

পিতা মোতাহার হোসেন

গ্রাম শিলন্দিয়া

ডাকঘর ঠাকুর মল্লিক

থানা বাবুগঞ্জ

জেলা বরিশাল

- একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার স্বপ্ন ছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে এবং একটি দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে স্থান করে নেবে।
- পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বতন্ত্র দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে– এই স্বপ্ন নিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ছিল ১৯ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি বরিশাল জোন নম্বর- ৩ এর বেইজ কমান্ডার মো. নূর হোসেনের অধীনে দু'মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধে আমি বিভিন্ন রণাঙ্গনে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। বাটাজোর, বামরাইল এবং নন্দির বাজারের যুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ৯ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমান্ডার মেজর. এম.এ. জলিল এবং বরিশাল জোন ৩-এর কমাণ্ডার মো. নূর হোসেনের অধীনে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমার এফ.এফ. নম্বর ২২২২।
- বর্তমানে আমি বেকার। আমার স্ত্রী প্রশিকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষালয়ের একজন শিক্ষক। তাঁর উপার্জনেই কোন রকমে সংসার চলছে।
- যে স্বপ্ন নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দেশকে নিয়ে সে স্বপ্নই দেখি।

মো. মকবুল হোসেন

পিতা মো. আবদুল করিম
গ্রাম ঝাশপাড়া
ডাকঘর সিতস্টোরবাজার
থানা ভালুকা
জেলা ময়মনসিংহ

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখতাম, সোনার বাংলাদেশ হিসেবে একটি দেশ আমরা গড়ে তুলব। প্রত্যেক মানুষের মুখে হাসি ফুটে উঠবে। একে অন্যের সঙ্গে বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে আমরা কাজ করে যাব। বাঙালি জাতির গৌরবগাঁথা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। আমাদের উত্তরাধিকারীরা আমাদের অবদান স্মরণ রাখবে।
- ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে শরীরের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় রক্তের বন্যা বইতে লাগল। পাকিস্তানি হানাদাররা জাতির জনককে বন্দি করার পর আর ঘরে বসে থাকতে পারিনি। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম মুক্তিযুদ্ধে। তখন আমার বয়স ছিল ১৯ বছর। লেখাপড়া ছেড়ে দরিদ্র বাবার সঙ্গে মাঠে কাজ করতাম।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ভালুকার হাবিলদার আ. মোতালেব খাঁর কাছে বাঁশের লাঠির সাহায্যে ২১ দিন মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছি। তারপর কোম্পানি কমান্ডার চাঁন মিয়া ও সেকশন কমান্ডার জয়নাল আবেদিনের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে যোগদানের সুযোগ পাই।
- একজন সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সাধ্যানুসারে পালন করেছি।
- আমি যুদ্ধ করেছি ১১ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. আবু তাহেরের অধীনে সাবসেক্টর কমান্ডার মেজর আফছার উদ্দিন আহম্মেদের (বীরবিক্রম) নেতৃত্বে।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলে আবেদন করেছি। আমার ফরম নম্বর ১৫২৭২৭।
- আমি বর্তমানে কৃষিকাজ করি। একজন সাধারণ কৃষক হিসেবে সামরিক বাহিনীর সামান্য কিছু ভাতা এবং প্রশিকা সমিতির কিছু ঋণের টাকা দিয়ে কোনোরকমে ৫ সদস্যের সংসার চালাচ্ছি।

- যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, বর্তমানে দেশ সেভাবে চলছে না।
- বিগত ২৬ বছর আগে যার ডাকে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলাম, সেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনার হাতে ২১ বছর পর ক্ষমতা আসায় দেশে এখন শান্তি বিরাজ করছে। আমি আশা করি, এভাবে চললে আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাঙালি জাতির ভাগ্য পাল্টাবে। আমাদের মনের আশা বাস্তবে পরিণত হবে।

মোছাম্মৎ দুলজান নেছা

স্বামী মোহাম্মদ তেছের আলী মণ্ডল

গ্রাম দয়ারামপুর

ডাকঘর হাসিমপুর

থানা কুমারখালী

জেলা কুষ্টিয়া

- মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমি স্বপ্ন দেখেছি, মুক্ত-স্বাধীন বাংলাদেশ বাঙালির দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নসাধ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবে; দীর্ঘ শোষণ-শাসন থেকে মুক্তি পাবে; অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের সমস্যার সমাধান হবে; অর্থনৈতিক মুক্তির মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ দেশ গড়ে উঠবে; সমাজে নারীস্বার্থ রক্ষিত হবে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল ১৮ বছর।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি।
- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিনি। আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করিনি সত্য কিন্তু নারীর জীবনের অমূল্য সম্পদ গৃহবধূর সতীত্বের গৌরব মুকুট বিসর্জন দিয়ে বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করেছি।
- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের আমি নানাভাবে সহায়তা করেছি। শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করা, শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পৌঁছে দেবার পাশাপাশি তাদের খাদ্য সরবরাহ এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছি।
- আমি কাজ করেছি ৮ নম্বর সেক্টরে সেক্টর কমাণ্ডার মেজর এম. এ. মঞ্জুরের অধীনে।
- জাতীয় বীরাঙ্গনা হিসেবে আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে।
- বর্তমানে আমি গৃহবধূ হিসেবে স্বামীর সংসারে অবস্থান করছি। নিদারুণ আর্থিক

অনটনের মধ্যে সংসার চলছে। আমার স্বামী একজন দিনমজুর। সংসারে ৮ জন পোষ্য। কোনো স্থায়ী উপার্জনের ব্যবস্থা নেই। ফলে সন্তানদের নিয়ে সীমাহীন দুরবস্থার মধ্যে আছি। হানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হবার পর থেকে প্রায় অসুস্থ থাকি। কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি না থাকায় কোনো চিকিৎসা করাতে পারি নি।

যে স্বপ্ন নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছি, নারীর জীবনের সতীত্বের গৌরব মুকুট বিসর্জন দিয়ে রিক্ত হয়েছি, আশা ছিল স্বাধীন দেশে একজন জাতীয় বীরাঙ্গনা হিসেবে সামাজিক সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করব। সম্মান পাব। পুনর্বাসিত হব। কিন্তু সেই আশা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। আশা পূরণ তো হয়ই নি বরং সামাজিক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হচ্ছি পদে পদে।

আজও মনের গভীরে ক্ষীণ আশা জেগে আছে, হয়তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি একত্র হয়ে স্বাধীনতাবিরোধীদের রুখে দাঁড়াবে। দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পাবে। সোনার বাংলা গড়ার পথ সুগম হবে। নির্যাতিতা নারীসমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হবে। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন কর্মসংস্থানহীন জনসমাজ আর্থিক মুক্তির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পেতে সক্ষম হবে।